পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 248 Wednesday, 7 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৪৮ সংখ্যা ❋ ২২ শ্রাবণ ১৪৩১, বুধবার, ৭ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাস্তায় ঘন-ঘন সরকারি বাস চাই, নির্দেশ মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ অনেক সময়ই অভিযোগ আসে সরকারি বাসের সংখ্যা নাকি কমে গিয়েছে। বহু সময়ে বহু নিত্যযাত্রী বিশেষ করে যাঁরা অফিস যাত্রী তাঁরা দাবি করেন দাঁড়িয়ে থেকে বাস পাচ্ছেন না। আর এবার এই নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার পরিবহণ দফতরের রিভিউ বৈঠকে সরকারি বাসের সংখ্যা কম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা কমছে। কিন্তু তেলের জন্য খরচ বাড়ছে কেন? পরিবহন দফতরের রিভিউ মিটিং-এ প্রশ্ন ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর। পাশাপাশি বেতন দিতে সমস্ত টাকা খরচ হয়ে গেলেও আয় বাড়ছে না বলে দাবি করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী আজ দু'টি বাসের মাঝের সময় কমানোরও পরামর্শ দেন। পরিবহণ দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, সরকারি বাসের আয় বাড়াতে

বাসের ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে তিন শিফটের বদলে চার শিফটে কাজ করানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলায় প্রায় ১ হাজার ১৮০টি বাস আটকে রয়েছে বলে মমতাকে জানিয়েছে পরিবহণ দফতর। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও পরিবহণ দফতরের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ করেছিলেন, শ্লথ গতিতে কাজ করেন সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। কার্যত ক্ষোভের সুরে পরিবহণ দফতরের কর্তাদের গাড়ি ছেড়ে সাইকেল বা '১১ নম্বর গাড়ি' ব্যবহার করতেও বলেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ট্রাম লাইন নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে। প্রসঙ্গত, পেট্রল, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির জেরে অনেকেই এখন ইলেকট্রিক পরিবহণের দিকে ঝুঁকছেন। রাজ্যের তরফেও ১ হাজার ১৮০টি ইলেকট্রিক বা বা ই-বাস কেনা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টে মামলা চলার দরুণ বাসগুলি এখনও নামাতে পারেনি রাজ্য। মামলার রায় সরকারের অনুকূলে গেলে ওই বাসগুলি নামাতে পারলে পরিবহণ দফতরের আয় বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজনৈতিক আশ্রয় দিতে দোটানায় ব্রিটেন, হাসিনার ভিসা প্রত্যাহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ দেশত্যাগী শেখ হাসিনার এই মুহূর্তে ভারত ছেড়ে অন্য দেশে বিশেষত ব্রিটেনে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসছে। ফলে আরও দিন দুয়েক বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে ভারতের আশ্রয়েই থাকতে হবে বলে সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে, বিষয়টি যেহেতু খুবই গোপনীয়তার মধ্যে রয়েছে, তাই হাসিনার বর্তমান আশ্রয়স্থল ও গতিবিধি সম্পর্কে কোনও খবরই মিলছে না। মঙ্গলবার ব্রিটিশ বিদেশ মন্ত্রকের সূত্র জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তিকে রাজনৈতিক আশ্রয় বা অস্থায়ী শরণার্থী হিসেবে অনুমতি দেওয়ার বিধি অভিবাসন আইনে নেই। কের স্টার্মার নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ সরকার জানিয়েছে, রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া ব্যক্তি প্রথম নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া দেশের কাছে এই অনুমতি চাইতে পারেন। একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যাদের প্রয়োজন তাদের সুরক্ষা দেওয়ার ইতিহাস রয়েছে আমাদের। কিন্তু, অস্থায়ীভাবে বেড়াতে আসা কাউকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার বিধি নেই। এদিন সকালে বাংলাদেশের ডেইলি সান এক খবরে জানিয়েছে, ভারত হাসিনাকে অন্তর্বর্তীকালীন আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছে। এমনকী তাঁর বিমানে জ্বালানি ভরে দেওয়া কিংবা পরিবহণ সুবিধাও দিতে পারে নয়াদিল্লি। কিন্তু, তাঁর ব্রিটেন সফরে

ভিসা এই মুহূর্তে আটকে থাকায় ঘোর সংকটের মধ্যে রয়েছেন তিনি। কারণ, ভারত হাসিনাকে দীর্ঘদিন ধরে কিংবা চিরস্থায়ী আশ্রয় দিতে মনেপ্রাণে নারাজ। কারণ তা হলে এদেশেও পরিস্থিতি বিগড়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য, হাসিনা ও তাঁর বোন রেহানা এনিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতের শরণাপন্ন হলেন। ১৯৭৫ সালে তাঁদের বাবা মুজিবুর রহমান হত্যার সময় তাঁরা জার্মানির বার্লিন থেকে গোপনে এসে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পান্ধারা রোডে ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীর সেফ হাউসে ইন্দিরা গান্ধি সরকারের অতিথি হয়ে প্রায় বছর ছয়েক ছিলেন তাঁরা। অন্যদিকে শেখ হাসিনার ভিসা প্রত্যাহার করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমনটাই খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে। ফলে আমেরিকায় আশ্রয় চাওয়ার কোনও সুযোগ আপাতত আর রইল না বাংলাদেশের পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

'আমার মা বরিশাল থেকে এক কাপড়ে চলে এসেছিলেন'

অমিত শাহের সঙ্গে 'রুদ্ধদ্বার কথা' শুভেন্দুর

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। এই পরিস্থিতির মধ্যে মঙ্গলবার সকালেই দিল্লি উড়ে গিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন তিনি দিল্লি গিয়েছেন প্রথমে বিষয়টি খোলসা না হলেও পরে জানা যায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি। এ দিন, উভয়ের সঙ্গে দেখা করার করেছি যাতে বাংলাদেশের হিন্দু এবং হিন্দু মন্দিরের যেন আর কোনও ক্ষতি না হয়, সেটা দেখতে। আমি অনেক উদ্বেগ নিয়ে এসেছিলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়টি দেখছেন।'' চিন্তিত শুভেন্দু উদ্বেগ প্রকাশ করে এও বলেছেন, ''আমার মা নিজে বরিশাল থেকে এক কাপড়ে চলে এসেছিলেন। যন্ত্রনাটা আমার ভিতরে রয়েছে। তাই উদ্বেগটা ছিল। উদ্বেগটা

পর বিজেপি বিধায়ক জানান, ''মাননীয় রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষর সঙ্গে নির্বাচনের পর দেখা হয়নি। ফোনে কথা হয়েছিল। উনি আমাকে কিছু কাজ দিয়েছিলেন। সেটা নিয়ে কথা হয়েছে।'' শুভেন্দু এও বলেছেন, ''অমিত শাহর সঙ্গে কাল ফোন করে সময় চেয়েছিলাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট কথা হয়েছে। দুটি বিষয় তাঁকে জানিয়েছি...।'' বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ''অমিত শাহ যেহেতু সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্য, আমি তাঁর কাছে অনুরোধ নিরসনের জন্য এসেছিলাম। সেটা নিরসন হয়েছে।'' বস্তুত, গতকাল বাংলাদেশের অস্থিরতা তৈরির আগেই বিধানসভার বাইরে দাঁড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ''এক কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আসবে। আপনারা তৈরি থাকুন। আমি তো তৈরি আছি। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে বলব, কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলুন।'' আজ আবারও সেই ইস্যুতে সোজা দিল্লি উড়ে যান বিরোধী দলনেতা।

ওবিসি মামলায় বড় 'সুপ্রিম' পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ ওবিসি সংরক্ষণ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশের আর্জি মানল না সুপ্রিমকোর্ট। মামলায় নোটিস জারি করল শীর্ষ আদালত। ওবিসিদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কোনও রকম আলোচনা করা হয়েছে কিনা, ৭৭টি জনজাতিকে ওবিসি তালিকায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে কোন কোন দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে, ওবিসি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কী ধরনের সার্ভে করা হয়েছে তা হলফনামা আকারে এক সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে রাজ্যকে। পরবর্তী শুনানি ১৬ আগস্ট।

মুক্তি পেলেন খালেদা জিয়া, তছরূপের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন বাংলাদেশের বিএনপি নেত্রী

ঢাকা, ৬ আগস্টঃ অশান্ত বাংলাদেশে জেল থেকে মুক্তি পেলেন খালেদা জিয়া। সোমবারই বিএনপি নেত্রীকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ শাহাবুদ্দিন। ২০১৮ সাল থেকে জেলবন্দি ছিলেন খালেদা জিয়া। আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ১৭ বছরের জেল হয়েছিল তাঁর। অশান্তির আগুন জ্বলছে বাংলাদেশে। হিংসার-সংঘাতের আবহে সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাংলাদেশের এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল, শাহাবুদ্দিন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। খালেদা জিয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রধান এবং শেখ হাসিনার কট্টর প্রতিপক্ষ। তিনি বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীও। কারাদণ্ডের নির্দেশের পর গুলশনের বাড়িতে গৃহবন্দি ছিলেন খালেদা জিয়া। অসুস্থতার কারণে

একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাঁকে। মঙ্গলবার বাড়ি ফিরলেন বাংলাদেশের খালেদা জিয়া। বাংলাদেশে সংরক্ষণ বিরোধী যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, সেই আন্দোলনের আগুনে আপাতত পুড়ছে সে দেশ। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরেই বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান জানিয়েছিলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করে দেশ চালানো হবে। সেক্ষেত্রে জেল থেকে মুক্তির পর সরকার গঠনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কী ভূমিকা থাকে, আপাতত সেদিকেই নজর বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলের।

সীমান্তের বাসিন্দাদের সতর্ক করল বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রে চলছে টালমাটাল অবস্থা। খুন ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেই চলেছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে সোমবার থেকে বাংলাদেশ সীমান্তে হাই-অ্যালার্ট জারি করেছে বিএসএফ। বাংলাদেশ থেকে কাউকে ঢুকতে দেখলেই খবর দেবেন, অশান্ত বাংলাদেশ নিয়ে এবার সীমান্ত এলাকায় বাসিন্দাদের সতর্ক করল বিএসএফ। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার উত্তরপাড়া এবং মুস্তাফাপুরে সীমান্তের পাশে থাকা গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএসএফের আধিকারিকরা। এদিন সীমা সুরক্ষা বল (বিএসএফ)-এর ডিজি দলজিৎ সিংহ চৌধুরি পেট্রাপোল সীমান্তের নিরাপত্তা পরিদর্শনে যান। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে সোমবার পদত্যাগ করেছেন শেখ হাসিনা। তারপরও শান্তি ফেরেনি পড়শি দেশে। ঢাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় চলছে ভাঙচুর, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই আবহে কলকাতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসের সামনে বাড়ল নিরাপত্তা। বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসের সামনে যাতে কেউ অশান্তি করতে না পারেন, তাই নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে। মঙ্গলবার পার্কসার্কাসে বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিসের সামনে কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট পদমর্যাদার আধিকারিক-সহ পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিনের তুলনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত ফোর্স রয়েছে ওই চত্বরে। পুলিশ সূত্রের খবর, অন্তত ১৫-২০ জন পুলিশ কনস্টেবল মোতায়েন করা হয়েছে। রয়েছেন মহিলা পুলিশ কর্মীও।

'বাংলা মডেল চালু করবেন দেশে?'

সৌগতের কথায় হেসে অমিত শাহ বললেন, 'কোনও রাজ্যই চাইবে না'

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ মাওবাদী দমনে পুরো ভারতেই কি পশ্চিমবঙ্গের মডেল চালু করা হবে? লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায়ের সেই প্রশ্ন শুনে হাসি থামাতে পারলেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হাসতে হাসতেই শাহ যে জবাব দিলেন, তাতে হাসির রোল উঠল সংসদে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ''আমার মনে হয়, দেশের কোনও রাজ্যই চাইবে না যে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের মডেল চালু করা হোক।'' মাওবাদী দমনে পশ্চিমবঙ্গ যে 'সাফল্য' অর্জন

করেছে, তা মঙ্গলবার লোকসভায় তুলে ধরেন সৌগত। তিনি দাবি করেন যে আগে পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীদের নিয়ে সমস্যা ছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''এই বামপন্থী উগ্রপন্থার সমস্যা ১০-১৫ বছর ধরে তিন-চারটি প্রান্তে হচ্ছে। সবথেকে বেশি হচ্ছে ছত্তিশগড়ে। তারপর হচ্ছে মহারাষ্ট্র গাচ্চিরৌলিতে। তারপর হচ্ছে ওড়িশার কোরাপুটে। আর অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটি অংশে হচ্ছে।'' দমদমের তৃণমূল সাংসদ বলেন, ''এখনও প্রতি সপ্তাহে দেখি যে সুরক্ষাবাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের এনকাউন্টার হয়েছে। এখনও এনকাউন্টার বন্ধ হয়নি। আপনার নজরে যাতে বিষয়টা আসে, সেজন্য বলতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গেও বামপন্থী উগ্রবাদের উত্থান হয়েছিল। কিন্তু এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার উন্নয়নের যে কাজ করেছেন, আদিবাসী যুবকযুবতীদের যে চাকরি দিয়েছেন, (তাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে)।'' সৌগতের সেই কথা শুনেই হো-হো করে হাসতে থাকেন বিজেপি সাংসদরা। তাতে কিছুটা বিরক্ত হন সৌগত। তবে থামেননি তিনি। তৃণমূল সাংসদ বলতে থাকেন, ''ওখানে স্রেফ একজন কিষেণজিকে মারতে হয়েছিল। এখন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী উগ্রপন্থা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে চাই যে উনি কি পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখবেন? আর ওই মডেলটাই ছত্তিশগড়-সহ অন্যান্য জায়গায় কার্যকর করবেন?'' আর সেই প্রশ্ন শুনে হাসতে থাকেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ। তিনি বলেন, ''কোনও রাজ্য যদি ভালো কাজ করে, তাহলে সেই রাজ্যের মডেলকে পুরো দেশে চালু করার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারের কোনও সমস্যা নেই। তবে আমার মনে হয়, দেশের কোনও রাজ্যই চাইবে না যে পশ্চিমবঙ্গের মডেল সেখানে চালু করা হোক।'' আর সেই মন্তব্য শুনে হাসির রোল ওঠে সংসদের নিম্নকক্ষে।

'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে', সংসদে বললেন জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ আজ শেখ হাসিনা এবং বাংলাদেশ নিয়ে সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এরপর স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই রাজ্যসভায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি জারি করেন এস জয়শংকর। আজ সংসদে শেখ হানিসাকে নিয়ে এস জয়শংকর বলেন, ''আমরা যা বুঝেছি, তাতে নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইস্তফা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। খুব কম সময়ের মধ্যে উনি আপাতত ভারতে আসার অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেন। গতকাল সন্ধ্যায় উনি দিল্লিতে পৌঁছেছেন।'' এদিকে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আজ জয়শংকর বলেন, ''আমরা আমাদের কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভারতীয়দের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছি।'' সংসদে জয়ংকর বলেন, ''বাংলাদেশে বর্তমানে আনুমানিক ১৯ হাজার ভারতীয় নাগরিক রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৯ হাজার জন হলেন পড়ুয়া। সেদেশে থাকা বেশিরভাগ ভারতীয় শিক্ষার্থী জুলাই মাসে ফিরে এসেছে... আমরা সংখ্যালঘুদের অবস্থার বিষয়েও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। তাদের সুরক্ষা এবং মঙ্গল নিশ্চিত করার জন্য সেখানে বিভিন্ন দল এবং সংস্থা উদ্যোগ নিয়েছে বলে খবর পেয়েছি। স্বাভাবিকভাবেই, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের মতো স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন থাকব। আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে এই জটিল পরিস্থিতির ভিডিওতে ব্যতিক্রমী সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় আমরা

ঢাকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'' এদিকে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পরই জল্পনা তৈরি হয়েছিল, বিদেশি কোনও শক্তির হস্তক্ষেপেই কি এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? কারণ কোটা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বিক্ষোভকারী পড়ুয়াদের দাবি মেনে নেওয়া হয়। তবে এরপর এক দফা দাবিতে হাসিনাকে গদিচ্যুত করতে রাস্তায় নামে বিক্ষোভকারীরা। পরিস্থিতি খারাপ হয় গত রবিবার। মৃত্যু হয় শতাধিক মানুষের। আর সোমবার হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়। তিনি আপাতত ভারতেই আছেন। এই আবহে আজ ভারতে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়। সেই বৈঠকেই রাহুল গান্ধী প্রশ্ন করলেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতির নেপথ্যে বিদেশি কোনও শক্তির হাত আছে কি না? বিশেষত চিনের যোগ আছে কিনা, তা জানতে চান রাহুল। জবাবে জয়শংকর নাকি বলেন, বিদেশি শক্তির হাত থাকার বিষয়টি এখন উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এদিকে রিপোর্ট অনুযায়ী জানা গিয়েছে, বৈঠকে রাহুল গান্ধি আরও প্রশ্ন করেন যে শেখ হাসিনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভারত সরকারের কাছে কোনও তথ্য আছে কিনা। সেটার প্রেক্ষিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানান যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে হাসিনার সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু সেটা এখনই প্রকাশ্যে বলা যাবে না। এদিকে সরকারের পক্ষে এই বৈঠকে জয়শংকরের পাশাপশি ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজেজু সহ আরও অনেকে। এই বৈঠকেই জয়শংকর জানান, শেখ হাসিনা এর পরে কোথায় যেতে চান এবং কবে যেতে চান, তা নিয়ে তাঁকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। এদিকে হাসিনাকে কোনও প্রকারের চাপ দেওয়া হবে না বলেও জানান জয়শংকর। হাসিনার পরিকল্পনা জানার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে নয়াদিল্লি।

দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির জন্য বড় পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্টঃ নিম্নচাপের প্রভাবে গত সপ্তাহের শেষে প্রবল বৃষ্টি দেখেছে বাংলা। যদিও নতুন সপ্তাহের শুরু থেকে ছবিটা কিছুটা বদলেছে। কমেছে বৃষ্টির দাপট। যদিও আবহাওয়া দফতর বলছে সবটাই সাময়িক। দফতরের কর্তাদের পূর্বাভাস, ঘূর্ণাবর্ত ও সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে বাংলায়। গোটা সপ্তাহই উত্তরবঙ্গের উপরের ৫ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শনি ও রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের ছবিটাও বদলাতে থাকে। বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই। হাওয়া অফিস বলছে ওড়িশার উপর থেকে সরে এসে মৌসুমী অক্ষরেখা ফের সক্রিয় হয়েছে বাংলার উপরে। বর্তমানে এই অক্ষরেখা পুরুলিয়া ও কাঁথির ওপর দিয়ে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যদিকে পূর্ব-পশ্চিম অক্ষরেখা রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি অসমের উপরেও রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর। তবে এটি আবার দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে বলে জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। সে কারণেই বাংলার জেলাগুলিতে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

হোটেলে ভাঙচুর করে আগুন, বিদেশিসহ অগ্নিদগ্ধ হয়ে ২৪ জনের মৃত্যু

ঢাকা, ৬ আগস্টঃ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। সোমবার এই ঘটনার পর থেকেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। জায়গায় জায়গায় অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, ঘরে ঢুকে মারধরের ঘটনাও বাদ যায়নি। মূলত আওয়ামী লীগের নেতা, সাংসদদের বাড়ি, হোটেলে হামলা চালানো হয়েছে। যশোরেও একটি হোটেলে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটে এবং তাতে দগ্ধ হয়ে ২৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যশোরে যে হোটেলে আগুন লাগানো হয়েছিল সেটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহীন চাকলাদারের মালিকানাধীন একটি পাঁচতারা হোটেল। সোমবারই এই হোটেলে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সেই পুড়ে যাওয়া হোটেল থেকে ২৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বিদেশিও আছেন যিনি ইন্দোনেশিয়ার বাসিন্দা। তবে সকলের মৃত্যু আগুনে পুড়ে হয়েছে এমনটা নয়। সোমবারের ভাঙচুরের সময়েই কয়েকজনকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে শোনা গেছে। সেই মারধরের ঘটনার পরই হোটেলে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। হোটেলের নিচতলায় আগুন লাগানোর ফলে বেশিরভাগ কেউই সেখান থেকে বেরোতে পারেননি। ফলে আগুনে পুড়েই মৃত্যু হয়েছে তাদের। সোমবারই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর মিলেছিল। তারপর সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪। দমকলবাহিনী ২-৩ ঘণ্টার চেষ্টাতেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। তবে তারা কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এমনকী হোটেলের ছাদ থেকে কাউকে উদ্ধার করাও মুশকিল হয়ে গেছিল। হোটেলের পাশাপাশি শাহীন চাকলাদারের কাঁঠালতলা এলাকার বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করা হয়। শহরের চারখাম্বা মোড়ে অবস্থিত শেখ রাসেলের ভাস্কর্যও ভাঙচুর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানায় ঢুকে ১৩জন পুলিশ কর্মীকে আন্দোলনকারীরা পিটিয়ে হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছিল রবিবারই। এবার সামনে এল, সেই খুনের নির্মম বর্ণনা। জানা গেছে, হামলার মুখে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিলেন থানায় কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা। কিন্তু তাতে এতটুকুও নরম হয়নি আন্দোলনকারীরা। শেষমেশ প্রাণে বাঁচতে প্রায় ৪০ জন পুলিশ দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। থানার ছাদে, পাশের বাড়িতে, শৌচাগারে লুকিয়ে পড়েন কয়েকজন। সব জায়গা থেকে খুঁজে খুঁজে এনে একে একে ১৪ জনকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এলাকাবাসীরা এই ঘটনার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, হামলাকারীরা সকলেই অপরিচিত। সিরাজগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বেলকুচি,

শাহাজাদপুর ও চৌহালী উপজেলার সীমান্তবর্তী কিছু এলাকা নিয়ে গঠিত এনায়েতপুর থানা। এই থানার শীর্ষকর্তা শাহিনুর আলম। তিনি গুরুতর চোট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি। সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানিয়েছেন, রবিবার বেলা সাড়ে ১০টার আচমকা একটি বিক্ষোভ মিছিল এসে থানার মধ্যে পাথর ছুড়তে থাকে। বারণ করা হলে তারা এলাকা থেকে চলেও যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবারও একটি মিছিল এসে থানার মধ্যে পাথর ছুড়তে শুরু করে। বারণ করলেও শোনেনি তারা। বাধ্য হয়ে সেই মিছিলে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করা হয় থানার তরফে। এরপরে আবারও ফিরে যায় তারা। তবে দুপুর একটা নাগাদ ফের তৃতীয় দফায় ফিরে আসে মিছিল, পাথর ছুড়তে ছুড়তে ঢুকে পড়ে থানায়। কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট ছুড়েও কোনও লাভ হয়নি। হাজার চার-পাঁচ লোক মিলে ঘিরে ফেলে থানা। শাহিনুর আলম বলেন, এই অবস্থায় তাঁরা সকলে আত্মসমর্পণ করতে চান। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা কোনও কথা না শুনে থানায় ভাঙচুর করে গেটে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরিস্থিতি এমনই ভয়াবহ হয়ে ওঠে, যে পালানো ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁর কথায়, ''আমরা ৯ জন পুলিশ ছাদের ওপরে গিয়ে জলের ট্যাংকের নীচে লুকিয়ে পড়ি। প্রায় সন্ধে অবধি দমবন্ধ করে লুকিয়ে বসেছিলাম আমরা। অনেকবার যোগাযোগ করি উপরমহলে, কোনও সাহায্য পৌঁছয়নি। সন্ধেয় সেনার হুইসেল শুনে আমরা নেমে আসি।'' তবে পুলিশ সদস্যদের মধ্যে যাঁরা থানার পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে পালিয়ে আশপাশের বাড়িগুলোয় গিয়ে প্রাণ বাঁছানোর চেষ্টা করেছিল, তাদের সেখান থেকে ধরে এনে এনে পিটিয়ে মারতে থাকে হামলাকারীরা। থানার প্রতিটা ঘরে, আসবাবে, গাড়িতে, বাইকে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। আশপাশের প্রতিটা বাড়িতে তল্লাশি করে খুঁজে বের করে আনে পুলিশদের। স্থানীয় বাসিন্দা নুরজাহান বেগম জানিয়েছেন, হামলাকারীরা কাঠের লাঠি, লোহার রড দিয়ে সবার চোখের সামনে পিটিয়ে মেরেছে পুলিশদের। তিনি বলেন, ''আমরা কিছুই করতে পারলাম না। সব পুলিশকে টেনেহিঁচড়ে বের করে, পিটিয়ে মেরে, লাশগুলো আমার বাড়ির পাশে এক জায়গায় জমা করে রাখে ওরা। আমার বাড়িতেও তিনজন পুলিশ এসে আশ্রয় নিয়েছিল, আমি ওদের ইউনিফর্ম বদলে সাধারণ ঘরে পরার জামা পরিয়ে দিই। তন্নতন্ন করে খুঁজে, বুঝতে না পেরে চলে যায় হামলাকারীরা।'' এনায়েতপুর গ্রামের আর এক বৃদ্ধ বাবু প্রামাণিকের বাড়ির উঠোনেও কয়েকজন পুলিশ সদস্যকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। সেই বর্ণনা দিয়ে বাবু প্রামাণিক বলেন, ''থানা এলাকায় হামলা, গুলির শব্দ চলে বেলা একটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত। একসময়ে পাঁচ-ছ'জন পুলিশ থানার পেছন দিয়ে দৌড়ে এসে আমার বাড়ির ভেতরে ঢুকে আশ্রয় চান। তাঁরা দৌড়ে গিয়ে বাড়ির পেছন দিকে থাকা বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়েন। হামলাকারীরাও পিছু পিছু বাড়ির ভেতরে ঢুকে পুলিশদের খুঁজতে থাকে। শেষে বাথরুম থেকে চোখের সামনে টেনে বার করে, আমার চোখের সামনে পিটিয়ে মারল ওদের।'' আর এক বাসিন্দা জহির উদ্দিন বর্ণনা দিয়েছেন, ''থানার পিছনের জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বেশ কয়েক জন পুলিশকে হামলাকারীরা খুঁজে বের করে লাঠি ও রড দিয়ে পেটাতে থাকে। বাঁচার কোনও পথ না পেয়ে তাঁরা পাশের পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হামলাকারীরা সেই জলে নেমেই তাঁদের পিটিয়ে হত্যা করে লাশগুলো টেনে তুলে পাড়ে জমা করে।'' রবিবার ভয়াবহ এই হামলার পরে ১৩ জন পুলিশের দেহ উদ্ধার করা হয় এনায়েতপুর থেকে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরও একজন।

লাদাখে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে এবং প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নে নতুন যুগ নিয়ে আসবে

নয়াদিল্লি,(পিআইবি) ৬ অগাস্ট: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ বলেছেন যে, ৩৭০ এবং ৩৫(ক) অনুচ্ছেদ বিলোপের রূপান্তরকারী সিদ্ধান্ত প্রান্তিক শ্রেণীর ক্ষমতায়নে নতুন যুগ নিয়ে আসবে এবং জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। এক্স প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে শ্রী অমিত শাহ বলেছেন যে,শুভ্রাজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৩৭০ এবং ৩৫(ক) অনুচ্ছেদের ঐতিহাসিক বিলোপের ৫ বছর পূর্ণ হল। এই রূপান্তরকারী সিদ্ধান্ত প্রান্তিক শ্রেণির ক্ষমতায়নে নতুন যুগ নিয়ে আসবে এবং জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। এই অঞ্চলের যুব সমাজ আর্থ-সামাজিক বৃদ্ধি এবং সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণকে চালিত করে মোদী সরকারের শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক উন্নয়নের প্রয়াসকে বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত করেছে। আমরা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের জন্য মোদীজিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং এই অঞ্চলের প্রত্যাশা এবং রূপান্তরকারী অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের নিষ্ঠার কথা আবার জানাই।

মঙ্গলবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি

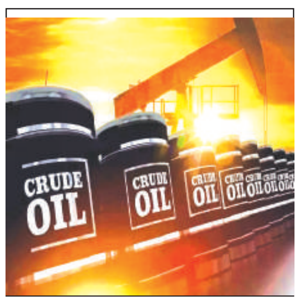

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট:দেশে মঙ্গলবারপেট্রোলিয়াম পণ্যের দামে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা,ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতেপেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা, ডিজেল ৮৯.৯৭ টাকা, কলকাতায় পেট্রোল ১০৪.৯৫ টাকা,ডিজেল ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটারে ৯২.৩৪ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।সপ্তাহের প্রথমদিনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৯০ ডলার বা ১.১৮ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৭.২০ ডলারে প্রবণতা রয়েছে।ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টার মিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুড ১.১১ শতাংশ বা ১.৫২শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৭৪.০৫ ডলারে লেনদেন করছে।

বনাঞ্চলের লিজ

নয়াদিল্লি,(পিআইবি) ৬ অগাস্ট: পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অধীন সংস্থা দেরাদুনের ফরেস্ট সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের বন সর্বেক্ষণ দেশের সমগ্র বনাঞ্চলের দ্বিবার্ষিক সমীক্ষা করে এবং এর ফলাফল প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট (আইএসএফআর)-এ। ২০২১-এর ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট (আইএসএফআর) অনুযায়ী দেশের নথিভুক্ত বনাঞ্চলের আয়তন ৭,৭৫,২৮৮ বর্গ কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক আয়তন ৮৮,৭৫২ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে নথিভুক্ত বনাঞ্চল ২০২১-এর তথ্য অনুযায়ী ১১,৮৭৯ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আয়তন ৭,০৫৪ বর্গ কিলোমিটার, সুরক্ষিত বনাঞ্চল ৩,৭৭২ বর্গ কিলোমিটার, শ্রেণিবিহীন বনাঞ্চল ১,০৫৩ বর্গ কিলোমিটার। ভূমি একটি রাজ্যের তালিকাভুক্ত বিষয়। বনাঞ্চল এবং তার আইনি সীমানা স্থির করে এবং তদারক করে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন। সেইমতো কোনও বনাঞ্চল লিজ দেওয়া অথবা বরাদ্দ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল প্রশাসনের এক্তিয়ারে পড়ে। তবে, কোনও বনাঞ্চল অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হলে বন(সংরক্ষণ এবং সংবর্ধন) অধিনিয়ম ১৯৮০-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন। এছাড়া অরণ্যের সুরক্ষা এবং তার তদারকির প্রাথমিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের যারা ১৯২৭-এর ভারতীয় অরণ্য আইনের ধারা এবং রাজ্যের নির্দিষ্ট আইন এবং তার বিধি অনুসারে বনাঞ্চলের বেআইনি দখলদারি উচ্ছেদ করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারে। লোকসভায় এক লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন, পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী কীর্তি বর্ধন সিং।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ফিজির সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত

ফিজি, ৬ আগস্ট ঃফিজি সফররত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মান দ্য কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ফিজি-তে ভূষিত হয়েছেন। সেদেশের রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম কাতোনিভিরিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর তাকে এই সম্মান প্রদান করা হয়।রাষ্ট্রপতি

দ্রৌপদী মুর্মুকে সুভার স্টেট হাউসে ফিজির রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম কাতোনিভিয়ার উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ভারত-ফিজি সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে দুই দেশের প্রধানরা আলোচনা করেন। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, ফিজিতে এটাই আমার প্রথম সফর। মঙ্গলবার আমি ফিজির রাষ্ট্রপতি এবং ফিজির প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি ইতিবাচক আলোচনা করেছি। আমি ফিজি সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ আমাকে কম্প্যানিয়ন অফ দ্য অর্ডার অফ ফিজি প্রদান করার জন্য। এই সম্মান ভারত ও ফিজির মধ্যে শক্তিশালী ও গভীর সম্পর্কের প্রতীক।

সুষমা স্বরাজের মৃত্যুবার্ষিকীতে বৃক্ষরোপণ সুষমা-কন্যা ও বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজের

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃমঙ্গলবার ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। এদিন সেই উপলক্ষে দিল্লির বীর সাভারকর পার্কে বৃক্ষরোপণ করলেন দিল্লির বিজেপি সাংসদ তথা সুষমা স্বরাজের মেয়ে বাঁশুরি স্বরাজ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আজ আমার মায়ের স্মরণে ২১টি গাছ রোপণ করা হয়েছে।জানা গেছে, এদিন বাঁশুরি তাঁর মা সুষমা স্বরাজের স্মরণে বৃক্ষরোপণ করেন। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালনে দিল্লি বিজেপির রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরাও হাজির ছিলেন এই কর্মসূচিতে।প্রয়াত সুষমা স্বরাজের ছবিতে ফুল-মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁরা।

ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে আগামী ৮ আগস্ট ডেঙ্গু মোকাবিলায় জরুরি বৈঠক

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগের মোকাবিলায় রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকলেন। আগামী ৮ আগস্ট ধনধান্যে অডিটোরিয়ামে হবে বৈঠক। একটানা বৃষ্টির জেরে জল মগ্ন এলাকায় যেমন মশার লার্ভার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তেমনই বহুতলের ছাদে নাগরিকদের অসতর্কতার জন্য জল জমে সেখানে ও মশার লার্ভার জন্ম হচ্ছে বলে আশঙ্কা তাঁর। বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও পরিস্থিতি মোকাবিলা নিয়ে আলোচনা করা হবে। সমস্ত পুরসভার চেয়ারম্যানদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। বিশেষজ্ঞরি হাজির থাকবেন। তাদের পরামর্শ সম্পর্কে ওই বৈঠকে অবহিত করা হবে।কলকাতা পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবনে টক - টু - মেয়র অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে আলোকপাত করেন কলকাতার মহানাগরিক। মেয়র গত শনিবার জানান, এ পর্যন্ত বৃষ্টিপাত কম হয়েছে। এর ফলে ডেঙ্গুর আক্রমণ কম রয়েছে। তবে বিষয়টি খাটো করে দেখলে চলবে না। প্রসঙ্গত কলকাতা ছাড়িয়ে মফস্বল শহরেও বহুতল গড়ে উঠেছে। সেখানেও যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে সব পুরসভা এজন্য প্রত্যেক জেলার সব পুরসভার চেয়ারম্যানদের নিয়ে এই বৈঠক।

সোনা ও রুপোর পদক জয় বাংলার শ্রীজিতের

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃগোটা বিশ্ব এখন তাকিয়ে প্রেটেস্ট শো অন আর্থ অলিম্পিকের দিকে। অলিম্পিক চলাকালীনই আরেকটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ক্রীড়া (লাঠিখেলা)-র আসর বসেছিল ভুটানের থিম্পুতে। সেখানেই, বিদেশের মাটিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন বাংলার শ্রীজি পাল। লাঠিখেলা প্রতিযোগিতায় দুটি সোনা ও একটি রুপোর পদক জয় করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করলেন এই রাজ্যের ক্রীড়াবিদ শ্রীজি।জানা গেছে, ৪-৫ আগস্ট ভুটানের থিম্পুতে অনুষ্ঠিত হয় সাউথ এশিয়ান লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা। যার পোশাকি নাম সাউথ এশিয়ান ট্র্যাডিশনাল লাঠি চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই প্রতিযোগিতাতেই দুটি সোনা ও একটি রুপোর পদক জয় করেছেন শ্রীজি।

জনগণ বিচার প্রক্রিয়ায় এতটাই বিরক্ত যে তাঁরা কেবল নিষ্পত্তি চায় ঃপ্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃজনগণ বিচার প্রক্রিয়ায় এতটাই বিরক্ত যে তাঁরা কেবল নিষ্পত্তি চায়। এই মন্তব্য করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতির কথায়, জনগণ আদালতের বিষয়ে এত বিরক্ত হয়ে গিয়েছে, যে তাঁরা কেবল এর থেকে নিষ্পত্তি চায়।সুপ্রিম কোর্ট আয়োজিত বিশেষ লোক আদালতের গত শনিবার ছিল শেষ দিন। নাগরিকদের সহজতম এবং দ্রুততম উপায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এর উদ্দেশ্য। সুপ্রিম কোর্টের ৭৫ তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে।

সমাজকে উন্নত করতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়াঃ মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মধুসূদন দে মহাশয় জানান যে,শিশুর সার্বিক বিকাশই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্কুলে পড়ুয়া, মা বাবা, গ্রামের লোকজন, শিক্ষক- শিক্ষিকা সকলকে নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির নিয়মিতভাবে করা হয়। এই শিবিরে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যে সুঅভ্যাসগুলি গ্রহণ করে নিজের বাড়িতেও সেগুলি প্রয়োগে করেতেতুতাম দূরীকরণ ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয় মাস বয়সী শিশু থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী কিশোর-কিশোরীদের টিকাকরণ সুনিশ্চিত করার জন্য

মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রচার অভিযান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভীত হবেন না, সচেতন হন। সচেতনতাই হারিয়ে দিতে পারে ডেঙ্গিকে। ডেঙ্গু বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য শিশু সংসদের মন্ত্রীদের বাড়ি বাড়ি প্রচার চালাতে দেখা গেল। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরায়েন পথে নেমেছিল মানুষকে সচেতন করতে।করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং সচেতন করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল সচেতনতা মূলক বার্তা। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গল্পের বই, ছড়ার বই-ইত্যাদি পড়বে, অভিভাবক ও অভিভাবিকার তা শুনবে ও দেখবে। সেই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে পঠনমেলার আয়োজন করা হয়। এছাড়া পড়ুয়াদের হাতে-কলমে বিজ্ঞান শেখা, নাচ, গান, ছড়া, আবৃত্তি ইত্যাদি শেখানোর জন্যগ্রীষ্মকালীন শিবিরেরআয়োজন করা হয়।বর্তমানে সাইবার সুরক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতামূলক বার্তা স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে ওন্দা থানার জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে ওন্দা ব্লকের মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সমানে ফোন আসছে, কেবল আর্তনাদ আর কান্না, অসহায় ঢাকার সংগঠন-কর্তা

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃগত সোমবার সারা রাত বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন আজীবন বাংলাদেশে বেড়ে ওঠা বিশিষ্ট নাগরিক মণীন্দ্র কুমার নাথ। একটি ব্যাঙ্কের বাকর্তা ছিলেন। কয়েক যুগ ধরে হিন্দুদের অধিকার নিয়ে সক্রিয় ও সরব। বর্তমানে 'বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের' যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। মঙ্গলবার এই প্রতিবেদককে তিনি বলেন, সমানে ফোন আসছে। কেবল আর্তনাদ আর কান্না। বাঁচার, বাঁচানোর আকুতি। আমরা অসহায়!গত ক'দিন ধরেই বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। এই অবস্থায় পরিষদের তরফে ছ'জনের স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি করা হয়েছে। মণীন্দ্রবাবু সেটির সদস্যসচিব। তাঁর কথায়, বেশি খারাপ অবস্থা গ্রামগুলোতে। মারধর, লুটপাট, 'মালাউনের বাচ্চা' বলে গালি- এ সব অব্যাহত রয়েছে। আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। কোথায় যাব? কাকে বলব? এ রকম চলতে থাকলে 'বঙ্গভবন'-এর সামনে আমরণ অনশন ছাড়া আমাদের সামনে কোনও পথ নেই।এই অবস্থায় বাংলাদেশের ২৯টি অঞ্চলে ৪৫টি সংখ্যালঘু-নির্যাতনের নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করেছে পরিষদের সভাপতি, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আন্দোলনের মুখ অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। জায়গাগুলোর মধ্যে আছে শেরপুর, খুলনা (৪), ফেনী, দিনাজপুর, নরসিংদী, লক্ষ্মীপুর, কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, যশোর (৫), সাতক্ষীরা, হবিগঞ্জ, নড়াইল, বগুড়া, পটুয়াখালি, পঞ্চগড়, নোয়াখালি, ঠাকুরগাঁও (২), ঝিনাইদহ, পাবনা, নীলফামারি, টাঙাইল, ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, লালমনিরহাট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ।

ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়াদিল্লি,৬ আগস্ট ঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশে এর লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হবে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর মাধ্যমে বেআইনি ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছানো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস ব্যবহার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসে জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্য ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার প্রয়াস একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্ক বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালস্ট্রিট, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেট প্রায়শই ডোটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সম্ভাব্যপথ নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। টোর কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহার কারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিককে যখন ডার্ক ওয়েবের মনিটরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিরূপণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের মাধ্যমে জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সরকারি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে। দায়িত্ববান অংশ স্বক্রিয়তার সঙ্গে আইনপ্রবর্তনকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। ব্লকচেনের বিশ্লেষণ এবং ক্রিপ্টো অনুসন্ধানের অনেক প্রকার পদ্ধতি তৈরি হয়েছে। এই প্রয়াসে সহায়তা করার জন্য এসব ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতা এবং পরিষেবা তৈরি করা হয়েছে।সারা পৃথিবীর বেশ কিছু আইন প্রবর্তনকারী সংস্থা কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য পাওয়া গেছে। বেশকিছু মামলায় একজন ব্যক্তি অথবা বাজারগুলিকে চিহ্নিত করতে সফল হওয়া গেছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বাঙ্গিক পর্যন্ত সহযোগিতা প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমার জন্য বাধা তৈরি হয়। কার

বিমায় জিএসটি প্রত্যাহারের দাবি, সংসদের সামনে প্রতিবাদ ইন্ডি জোটের

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ জিএসটি প্রত্যাহারের দাবিতে মঙ্গলবার সংসদের সামনে প্রতিবাদ ইন্ডি জোটের সাংসদদের। জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামে ১৮ শতাংশ জিএসটি প্রত্যাহার করতে হবে, এই দাবি তুলে মঙ্গলবার প্রতিবাদ দেখান তাঁরা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন।মঙ্গলবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ ভবনের মকরদ্বারের সামনে হাজির হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন তাঁরা। রাহুল ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শরদ পাওয়ার, সুদীপ ব্যানার্জি, সাগরিকা ঘোষ-সহ একাধিক বিরোধী দলের বহু সাংসদ।

অসুস্থ আডবাণী, ভর্তি হাসপাতালে

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণীর স্বাস্থ্যের আবারও অবনতি হয়েছে। মঙ্গলবার তাকে ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, ৯৬ বছর বয়সী এই প্রবীণ নেতাকে নিউরোলজি বিভাগে ভর্তি করা

বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্র। মঙ্গলবার সকালে সর্বদলীয় বৈঠক শুরু হয় সংসদে। সেখানে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গোটা পরিস্থিতি বর্ণনা করেন সর্বদলীয় বৈঠকে যোগ দেওয়া বিভিন্ন দলের সাংসদদের কাছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকা এই সর্বদলীয় বৈঠকে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু-সহ সরকার পক্ষের একাধিক প্রতিনিধি। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী, তৃণমূল সাংসদ সুদীপ ব্যানার্জি-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা।উল্লেখ্য, গত জুলাই মাস থেকে সংরক্ষণ বিরোধিতায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে। প্রাথমিকভাবে ছাত্র আন্দোলন বলে শুরু হলেও পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন সর্বাত্মক আকার নেয়। সেই আন্দোলনের আবহে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেন শেখ হাসিনা। সোমবার বাংলাদেশে আওয়ামী লিগ সরকারের পতন হয়। দেশ ছাড়তে হয় শেখ হাসিনাকে। তিনি চলে আসেন ভারতে।

মঙ্গলে বন্ধ ভারত-বাংলাদেশ রেল পরিষেবা, বুধেও বাতিল মৈত্রী এক্সপ্রেস

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ আপাতত বন্ধই থাকছে ভারত-বাংলাদেশের সংযোগকারী গণ-পরিবহন। রেল সূত্রে খবর, মঙ্গলবারও বন্ধ থাকবে ভারত-বাংলাদেশ রেল পরিষেবা। পাশাপাশি বুধেও যে কলকাতা-ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে, তা আগেভাগেই পূর্ব রেলের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, গত জুলাই মাস থেকে সংরক্ষণ বিরোধিতায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে। প্রাথমিকভাবে ছাত্র আন্দোলন বলে শুরু হলেও পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন সর্বাত্মক আকার নেয়। সেই

আন্দোলনের আবহে সোমবার বাংলাদেশে আওয়ামী লিগ সরকারের পতন হয়। দেশ ছাড়তে হয় শেখ হাসিনাকে। সেই আন্দোলনেরই প্রভাব পড়েছে দুই দেশের সংযোগকারী রেল পরিষেবায়।

ভারতবর্ষের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিজস্বসংবাদদাতা,বাকুড়াঃবাংলাদেশ কবির দেশ। বহু কবির আবির্ভাবে এদেশের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার কবি নন। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতার নাম সারদা দেবী।রবীন্দ্রনাথ প্রথমে ওরিয়েন্টালসেমিনারী স্কুলে তারপর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু বিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষা তাঁর ভালো লাগেনি। তাই তিনি বিদ্যালয় ছাড়লেন কিন্তু লেখাপড়া ছাড়লেন না। বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করতে শুরু করলেন। মাত্র সাত বছর বয়সে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর শৈশবের মেঘদূত-জল পড়ে পাতা নড়ে।মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিলেতে যান। বিলেত থেকে ফিরে তিনি বাংলা সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্বজোড়া খ্যাতি পাহাড় লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণে। সেদিনের সামান্য কবি হলেন বিশ্বকবি।রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাংলা ছোটগল্পের জনক। তাঁর কয়েকটি প্রধান কাব্যগ্রন্থ হল- 'সোনার তরী','প্রভাত সঙ্গীত' প্রভৃতি। তাঁর লেখা কয়েকটি প্রধান নাটক হল- ডাকঘর ,বিসর্জন ও রক্তকরবী। তাঁর লেখা উপন্যাসের মধ্যে চোখের বালি, গোরা ও ঘরে বাইরে অন্যতম। তাঁর রচিত গানগুলি রবীন্দ্র সংগীত নামে পরিচিত। রবীন্দ্র সংগীত বাংলার সংস্কৃতি জগতে এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথ যান্ত্রিক শিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এজন্য তিনি খোলা আকাশের নিচে শান্তিনিকেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যা বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত।রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজিদের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ইংরেজ সরকার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি তখন রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাখি পরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেন হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।১৩৪৮ সালের ২২ শে শ্রাবণ এই মহান কবি পরলোক গমন করেন।কবি নয় ,চিন্তাবিদ নয়, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা-মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২১ শ্রাবণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ৬ আগষ্ট ২০২৪, ৫৫৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২২ শ্রাবণ, চান্দ্রঃ ২ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সম্ভ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২২ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈত্রে ২ হাবান, আসামঃ২১ শাওন, মুসলিমঃ৩০-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ১২ঃ৫৮ এবং অস্তঃ বিকাল ০৬ঃ১১ঃ০৪চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ৩৩ঃ২১(৬) এবং অস্তঃ সন্ধ্যা ০৭ঃ৩৬ঃ০১(৬)শুক্ল পক্ষ (তিথিরদ্বিতীয়া (ভদ্রা) বিকাল ঘ ০৫ঃ ২১ঃ৩৮ দং ৩১৩৪৫৭.৫ পর্যন্তসকলঃমঘা বিকাল ঘ ০৫ঃ০০ঃ ৪৭ দং ২৯২৯২০ পর্যন্ত পরে পূর্বফাল্গুনীকরণঃকৌলব বিকাল ঘ ০৫ঃ২১ঃ৩৮ দং ৩১৩৮৫৭.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশিবরাত্রি সকাল ঘ ১১ঃ২৫ঃ৩৭ দং ১৫৩১২৫ পর্যন্ত পরে পরিঘ অমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ৪৮ঃ ৪১ থেকে - ১০ঃ২৪ঃ১৮ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৯ঃ৫৫ থেকে - ০২ঃ ৪৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৩৫ঃ৩২ থেকে - ০৫ঃ১৯ঃ১৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ১১ঃ১০ থেকে - ০৬ঃ৫৫ঃ ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৭ঃ৪০ থেকে - ১১ঃ২০ঃ০৩ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩২ঃ২৬ থেকে - ০৩ঃ০০ঃ৪১ পর্যন্তকুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৯ঃ৫৫ থেকে - ০১ঃ৫১ঃ৪৮ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১১ঃ০৪ঃ১০ থেকে - ১২ঃ৪৮ঃ১৮ পর্যন্তবারবেলাঃদিন ০৬ঃ৫০ঃ১৯ থেকে - ০৮ঃ২৭ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালবেলারাত্রিঃদিন ০১ঃ১১ঃ২২ থেকে - ০২ঃ৬ঃ৩৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৭ঃ৩৩ঃ৫৪ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৩৮ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবি ৩২০৭৪৪ (৯) ২ পদচন্দ্রঃ ৪১৮১৯৩৫ (১১) ২ পদমঙ্গলঃ১১৪৪৮৫৩ (৪) ২ পদবুধ ৪০৪১৪৪ (১০) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১২২২৪১ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৪৭৪৮৮ (১০) ৩ পদশনি ১০২১৫৪৪ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১৭২২৮ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭২২৮ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রিলগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৫ঃ৫৫ঃ২৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ০৬ঃ৪৭ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ১৬ঃ২৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১২ঃ৩১ঃ ০৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০২ঃ ৪৬ঃ৫৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ৫২ঃ১১ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৬ঃ৪৯ঃ০৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১৯ঃ২২ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ০৯ঃ৪৩ঃ৩২ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১১ঃ৪৮ঃ০৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ২২ঃ২৮ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ৩৫ঃ৪৯ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৫ শতকরা এবং ৭৮ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫ মিনিট এবং রাত ১০ টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যোদয় হবে ৫টা ০৮ মিনিট এবং অস্তযাবে ৬ টা ১৭মিনিট।

রাশিফল

মেষ রাশিঃব্যবসায় আপনার উদ্যম ও লড়াইয়ের মনোভাব আপনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

বৃষ রাশিঃ খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে জন্য জাতকের ঋণের আবেদন অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা।

মিথুন রাশিঃকর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ থাকলেও দূরে কোথাও বদলি হতে পারেন।

কর্কট রাশি ঃঅশান্তি এই সময় মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সিংহ রাশি ঃসংক্রমণজনিত জ্বর-জ্বালা ও সর্দি-কাশি থেকে সাবধানে থাকবেন। চাকরিজীবীদের এই সময় আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে।

কন্যা রাশিঃ পশুপালন ও মৎস্যপালনে অতিরিক্ত মুনাফা হাতে আসবে। কর্মক্ষেত্রে কথাবার্তায় সংযম বজায় রাখুন।

তুলারাশিঃ সপ্তাহের মধ্যভাগে স্ত্রীর নামী প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ আসতে পারে। সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক উন্নতি লাভ।

বৃশ্চিক রাশিঃ জীবনে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি অনুভব করবেন।

ধনু রাশি ঃ স্ত্রীর বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য বিপুল অর্থব্যয় হতে পারে।

মকর রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন।

কুম্ভ রাশি ঃঅসময়ের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন।

মীন রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে।

কবি সুভাষ-হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশনের মধ্যে পরিষেবা বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে.আজ থেকে অর্থাৎ ০৫.০৮.২০২৪ (সোমবার) থেকে কবি সুভাষ এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মেট্রো স্টেশনের মধ্যে অরেঞ্জ লাইনে মেট্রো পরিষেবা বাড়িয়েছে। এই প্রসারিত মোট ৭৪টি পরিষেবা আজ থেকে ২০ মিনিটের ব্যবধানে প্রতিদিন চালানো হচ্ছে। অরেঞ্জ লাইনে বর্ধিত পরিষেবার সময়.যাত্রীদের সকালে এবং রাতে তাদের গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। ফলে মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন তারা। গত সোমবারের যাত্রী সংখ্যার তুলনায় আজকের যাত্রী সংখ্যা প্রায় ৫০ বেশি। আশা করা হচ্ছে যে এই বর্ধিত পরিষেবা ঘন্টার ফলে, অরেঞ্জ লাইনে যাত্রী সংখ্যা আগামী দিনে বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলে হাওড়া-আমতা শাখায় ফের যাত্রী দুর্ভোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ আগস্ট ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া-আমতা শাখায়. ফের যাত্রী দুর্ভোগের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার অফিস টাইমে ডাউন আমতা-হাওড়া লোকালের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাঁকরা নয়াবাজ স্টেশনে প্রায় দেড় ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি, ফলে পরিষেবা ব্যাহত হয় এবং যাত্রীরা চরম অসুবিধার সম্মুখীন হন। অনেক যাত্রী কাজের গন্তব্যে পৌঁছাতে না পেরে বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যান, আর কেউ কেউ সাতরাগাছি পর্যন্ত হেঁটে যান এবং সেখান থেকে ট্রেনে কিংবা বাসে কর্মস্থলে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। পলাশ দীর্ঘাঙ্গী নামে এক যাত্রী জানান, এই লাইনে প্রতিদিনই ট্রেন দেরিতে চলে, যা কাজের ক্ষেত্রে বিশাল সমস্যা তৈরি করে। আজকের যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে তিনি বাধ্য হয়ে বাড়ি ফিরে যান এবং তার মাইনে কাটা যাবে। আরেক যাত্রী শেখ শহিদুল বলেন, ট্রেনের দেরির কারণে রাত একটায় বাড়ি পৌঁছান, যা অত্যন্ত কষ্টকর। যাত্রীদের অভিযোগ অনুযায়ী, আজ ট্রেনের চাকা এবং ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়, যার ফলে ট্রেনটি থেমে যায়। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছেন।

বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ আগস্ট ঃ বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার ডোমজুড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। এদিন বিজেপির জগবল্লভপুর ৩ এবং ৪ নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। বিজেপির শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক অনুপম ঘোষ বলেন, বিদ্যুতের চার্জ যেহারে মানুষকে দিতে হচ্ছে সেটা সাধারণ মানুষের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে লোডশেডিং। দুই ঘন্টা থেকে আড়াই ঘন্টা ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ থাকে না। অথচ বিদ্যুৎ বিল বেড়েই চলেছে। এইভাবে সাধারণ মানুষের উপর যে বোঝা চাপানো হচ্ছে তার প্রতিবাদেই আমাদের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি। আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছি।

পান্ডুয়ায় বাজ পড়ে ফের কৃষকের মৃত্যু

বনস্পতি দে, পান্ডুয়া, ৬ আগস্ট ঃ চাষের জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে গিয়ে বাজ পড়ে ফের কৃষকের মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পান্ডুয়া এলাকায়। মঙ্গলবার দুপুরে বৃষ্টির মধ্যেই চাষের জমিতে ধান রোপণ করছিলেন সুকুমার ক্ষেত্রপাল নামে ওই কৃষক। তখনই বাজ পড়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। চোখের সামনে এমন ঘটনা দেখে সংজ্ঞা হারান সেখানে উপস্থিত এক মহিলা কৃষি শ্রমিক। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুরে পান্ডুয়ার হরালদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলছড়া তামলের পার মাঠে ধান রোয়ার কাজ করছিলেন জনা দশেক কৃষি শ্রমিক। সেই সময় কালো মেঘে আকাশ ঢেকে যায়। হঠাৎ করেই শুরু হয় বৃষ্টি। সঙ্গে ঘন ঘন বজ্রপাত হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই চলছিল ধান রোয়ার কাজ। সেই সময় হঠাৎ বাজ পড়ে আহত হন সুকুমার। তাঁকে মাঠ থেকে তুলে পান্ডুয়া হাসপাতালে দ্রুত নিয়ে যান বাকিরা। কিন্তু চিকিৎসক জানিয়ে দেন, মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তি। এই ঘটনা দেখে সংজ্ঞা হারান কোটি ক্ষেত্রপাল নামে এক মহিলা। তিনিও ধান রোয়ার কাজ করছিলেন। তাঁকে পান্ডুয়া. হাসপাতালে নিয়ে.গিয়ে.ভর্তি করা হয়েছে। এই বিষয়ে.স্থানীয়.এক মহিলা সান্তনা ক্ষেত্রপল জানান, তাঁরা একসঙ্গে মাঠে ধান রোযার কাজ করছিলেন। হঠাই আকাশ কালো করে এসে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির মধ্যেই কাজ চলছিল। সেই সময়.হঠা খুব জোর বিদ্যু চমকায়। মুহূর্তের মধ্যে তাঁরা দেখেন ওই যুবক মাটিতে শুয়ে.পড়েছে। তড়িঘড়ি তাঁরা ওই যুবককে মাঠ থেকে তুলে হাসপাতালের দিকে রওনা হন। তবে তখনই বুঝতে পেরেছিলেন দেহে আর প্রাণ নেই।

বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ আগস্ট ঃ বিগত কয়েকদিনের বৃষ্টি এবং ডিভিসি থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার ফলে আরামবাগ মহকুমায় বন্যা পরিস্থিতি উদ্বেগ জনক, বিশেষ করে খানাকুল এলাকায় ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত জলপ্লাবিত। পুরশুরা ও হরিণখোলার পরিস্থিতিও খুব একটা ভালো নয়। এই বন্যা পরিস্থিতিতে বন্যা কবলিত এলাকাগুলি এবং নদী বাঁধগুলি আজ পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হুগলি বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কিত নোডাল অফিসার ওঙ্কার সিং মিনা, আইএএস, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, আরামবাগের সাংসদ মিতালী বাগ।

দর্পনের চলমান নানা ছবিই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ ভালো নেই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ একের পর এক ভাঙচুর। অত্যাচার। বিভিন্ন অঞ্চলের ভিডিও মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে বিশ্বময়। এই দর্পনের চলমান নানা ছবিই বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ ভালো নেই। আসছে সমবেদনা এবং আশ্বাসমাখা নানা প্রতিক্রিয়াও। কিন্তু হাতেনাতে পাশে দাঁড়িয়ে বাঁচানোর লোকের অভাব। ক্রমাগত প্রচন্ড কান্না, চিৎকার। জানলার কাঁচ ঝমঝম করে এসে পড়ল ডাইনিং টেবিলের গ্লাসটপের ওপর। মরে গেলাম! ও বাবা গো, মা গো! প্লিজ! প্লিজ! অসহায়তা আর বাঁচার চরম আকুতি ফুটে উঠেছে তনুশ্রী ভট্টা পর্ণার দেওয়া ভিডিওতে। খিলগাঁও নন্দীপাড়া ব।বটতলা রঞ্জনের বা।ি ও কালী মন্দিরের হামলার একটি ভিডিও পেশ করেছেন শ্যামা মণ্ডল। সামাজিক মাধ্যমে আজাদ আবুল কালাম বড় হরফে লিখেছেন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাস নিয়ে বের হচ্ছে, শহরের নিরাপত্তা দিতে। খুলনাবাসি, ওদের পাশে থাকুন। কোনও জায়গায় গণ্ডগোল হলে আর্মি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বর দিয়ে সেটি শেয়ার করার অনুরোধ করেছেন কেয়া কর্মকার। পিরোজপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর জাহিদের ফোন নম্বর দিয়েছেন অপর্না হালদার। এই সব ভিডিও এবং তথ্য নেটনাগরিকদের আরও বৃহত্তর পরিসরে ছ।য়ে দিয়েছেন সাউথ ইস্টার্ন মাইনোরিটি কালেক্টিভ'-এর সভানেত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিবাসী মানবাধিকার কর্মী প্রিয়া সাহা। সংগীত পরিচালক অজয় মিত্র ব। হরফে লিখেছেন, সংগীত শিল্পী রাহুল এর বাড়ি আগুন দেয়া হল? সে প্রানে বেঁচে গেছে অন্যের সাহায্যে, সেলিব্রেটি শিল্পীরা সংহতি জানাবেন না? প্রতিক্রিয়ায় অম্বিক বর্মণ লিখেছেন, রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ব্যর্থ হবে। অচিরেই গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে। ঢাকার পতন অবশ্যম্ভাবী। অনির্বান সাহা লিখেছেন, বাংলাদেশে তালিবানি শাসন শুরু হবে। রতন চন্দ্র নাথ লিখেছেন, দেশ ধ্বংশ, ধ্বংশ, ধ্বংশ। কোন দিন ভালো হবে না। ১০০ গ্যারান্টি। চুনি ইসলাম লিখেছেন, ধিক্কার জানাই।

অজয়বাবু সোমবার রাতে বড় হরফে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, লিখতে পারছি না। হাত কাঁপছে সব কিছু দেখে। হে ঈশ্বর তুমি ন্যায় অন্যায় সব দেখছ বিচারের ভার তোমাকেই দিলাম। বীথি পাণ্ডে লিখেছেন, লিখতে হবে দাদা লিখতে হবে। এখন সময় হয়েছে কথা বলার। আর কতো? মোসাদ্দিক উজ্জ্বল লিখেছেন, আপনার পাশে আছি। যে কোনো প্রয়োজনে। স্বপন সরকার লিখেছেন, যে প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর কোন মুল্য নাই সেই প্রজন্ম। দেশ ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হয়ে গেছে। সামাজিক মাধ্যমে অপর একটি পোস্টে সংগীত পরিচালক অজয় মিত্র বড় হরফে লিখেছেন, দোকান ভাংচুর লুটপাট নিজ চোখে দেখে এলাম। কোন গার্ড নেই। চট্টগ্রামের বাংলাদেশ বেতারের এতু সিংহ লিখেছেন, আমাদের এখানের অবস্থা খুবই খারাপ। এর নামই স্বাধীনতা। কলকাতা থেকে সহমর্মিতা জানিয়ে পূর্ব রেলের চিফ অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রশান্ত কুমার পাল লিখেছেন, এর শেষ কোথায় কে জানে! চট্টগ্রামের যীশু দেবরায় লিখেছেন, আমাদের অবস্থা তেমন ভালো না। হামিদুর রহমান লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু মিউজিয়ামে আগুন দিলো। আর্মি কী করলো? বাহ্ রে বাংলাদেশ!

পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত হিন্দুদের কটাক্ষ তথাগতের

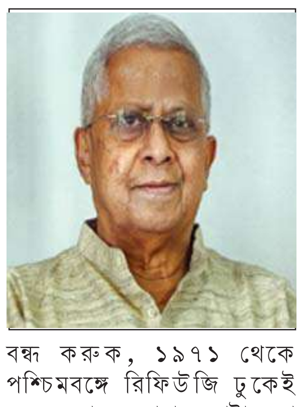

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া হিন্দুদের কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। মঙ্গলবার তিনি এক্স বার্তায় লিখেছেন, হিন্দুরা বাস্তুচ্যুত হয়েছে বেশিরভাগ পূর্ব পাকিস্তান আমলে, ১৯৪৭-১৯৭১। কিন্তু দোষ এই গাধা গন্ডমূর্খের নয়। দোষ সেই সব পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাস্তুচ্যুত হিন্দুদের, যারা নিজেদের 'একখান দ্যাশ আসিল' বলে বিলাপ করেছেন, কিন্তু কেন এবং কি করে তারা চৌদ্দপুরুষের ঘরবাড়ি ছেড়ে এলেন তা পরবর্তী প্রজন্মকে বলে যান নি। এদিন এক্স বার্তায় জনৈক কৌস্তভ ব্যানার্জী লিখেছেন, হিন্দু বাংলাদেশী অত্যাচারিত হলেও কিছু যায় আসে আমাদের, ওরা বিদেশী , ভারতীয়রা নাকে কান্না বন্দ করুক, ১৯৭১ থেকে পশ্চিমবঙ্গে রিফিউজি ঢুকেই চলেছে তাদের আধার ভোটার, যা পাসপোর্ট সব আছে। ধর্মের চেয়ে দেশ বড়। মাতৃভাষার চেয়ে মাতৃভূমি বড়। সব ওপেন বর্ডার সিল হোক। এর প্রেক্ষিতেই ওপরের মতামত লিখেছেন তথাগতবাবু।

এই সঙ্গে তথাগতবাবু এদিন অপর একটি এক্স বার্তায় লিখেছেন, রোববার সারা বাংলাদেশে সহিংস বিক্ষোভে নিহত ১০০ জনের মধ্যে বাংলাদেশের রংপুরের একজন হিন্দু কাউন্সিলর কাজল রায়ও ছিলেন। প্রতিবেদনগুলি ইঙ্গিত করে যে ইসকন এবং কালী মন্দির সহ হিন্দুদের বাড়ি, ব্যবসা, দোকান এবং মন্দিরগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। ভক্তরা বিপদজনক পরিস্থিতিতে ওই সব জায়গায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রতিবেদনে আরও এসেছে যে রবিবার, জমিয়তে ইসলামী গ্রুপের সাথে জড়িত মৌলবাদীরা রায়গঞ্জ প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ ভৌমিককে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

বনগাঁ সংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র পথসভা

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ৬ আগস্ট ঃ সম্প্রতি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারাযণ ঘোষ মহাশয়ের নির্দেশে পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দরে-পেট্রাপোল ল্যান্ড-পোর্ট ইউনিট কোর কমিটির পক্ষ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়েছিল,উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ শহর আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি সমীর ঘোষ চৌধুরী,বনগাঁ ব্লকের আইএনটিটিইউসি সভাপতি অমিত বোস, পেট্রাপোল ল্যান্ড পোর্ট-ইউনিট কোর কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ উপাধ্যায় এবং বিভিন্ন ব্লকের সভাপতিগণ ও কোর কমিটির সকল সদস্য-সদস্যাবৃন্দ এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সদস্য-সদস্যাবৃন্দ এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সদস্যরা ছাড়াও ছিলেন পেট্রাপোল বন্দরের সকল অটো ইউনিয়ন, বাস ইউনিয়ন, ট্যাক্সি ইউনিয়ন, প্রাইভেট কার ইউনিয়ন, লোডিং আন লোডিং ইউনিয়ন,হ্যান্ডকুল ইউনিয়ন ও মানি এক্সচেঞ্জ ইউনিয়নের সদস্যরা ছাড়াও অন্যান্য ব্যবসাদার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতি নারায়ণ ঘোষ।

সাঁতারু সায়নী দাসকে সম্বর্ধনা

মহন্ত দাশগুপ্ত ঃ সম্প্রতি নৈহাটির অদূরেই গরিফার কিছু শিশুদের একটি সংগঠন হামসব-এর পরিচালনায়- সপ্তসিন্ধু অভিযানের চার সিন্ধু বিজয়ী ও বর্ধমান জেলার কালনার সাঁতারু সায়নী দাস কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাকে সংবর্ধনা জানান, আরবিসি কলেজের সান্ধ্য বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ অলক চট্টোপাধ্যায়, তার সঙ্গে প্রথিতযশা আরও যারা সায়নী কে সংবর্ধনা জানান, তারা হলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীকান্ত গৌড়, বাংলার সাঁতারের প্রশিক্ষক আশীষ কর্মকার, ফিফা লাইসেন্স প্রাপ্ত কোচ ডঃ স্বপন বিশ্বাস, ক্রীড়া সংগঠক প্রদীপ মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এই মহতী অনুষ্ঠানে হামসব-এর সভাপতি দিলীপ ব্যানার্জি সাঁতারু সায়নী দাসের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সায়নী দাস তার বক্তব্যে বলেন, চার সিন্ধু জয়ের লোমহর্ষক বিপদসংকুল অভিজ্ঞতার কথা। এদিনের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সায়নী দাসের চার সিন্ধু জয়ের অভিযানের ছবি ও ভিডিও ক্লিপিংও প্রদর্শিত হয় উপস্থিত সকলের সামনে। গত মে মাসে নিউজিল্যান্ডের কুক স্ট্রেট প্রণালী জয় করে ফিরেছেন সায়নি দাস। আগামী পয়লা আগস্ট থেকে আবার শুরু হয়ে যাবে সায়নীর অন্যান্য সিন্ধু জয়ের লক্ষ্য। আয়ারল্যান্ডে নর্থ চ্যানেল জয়ের লক্ষ্যে রওনা দেবেন তিনি।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নতুন সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

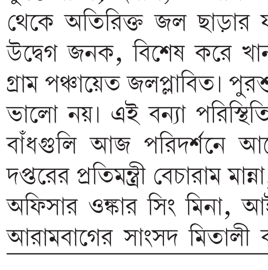

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ শ্রী সুরিন্দর পাল ০৫.০৮.২০২৪ তারিখে কলকাতার গার্ডেন রিচের দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তার নতুন পোস্টিং এবং দায়িত্ব নেওয়ার আগে, তিনি চণ্ডীগড়ের রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রধান প্রকল্প ব্যবস্থাপক ছিলেন। শ্রী সুরিন্দর পাল, ১৯৯০ ব্যাচের IRSE (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্স) ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় রেলে যোগদান করেন এবং ১৯৯৪ সালে জম্মু-উধমপুর রেল লিঙ্কের মর্যাদাপূর্ণ প্রকল্পে পোস্ট করা পরীক্ষাকালীন সময় শেষ হওয়ার পরে। শ্রী সুরিন্দর পাল এনআইটি, কুরুক্ষেত্র থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন যেমন ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, এলাহাবাদ (প্রয়াগরাজ), ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ারব্রিজস, নিউ দিল্লি, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (নির্মাণ), দিল্লি, সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, নর্দান রেলওয়ে, আম্বালা, ডিরেক্টরভিজিল্যান্স, রেলওয়ে বোর্ড , সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (সমন্বয়), নর্দান রেলওয়ে, আম্বালা, চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডোর কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, চিফ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার (নির্মাণ), উত্তর রেলওয়ে, চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, রেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, চণ্ডীগড়। শ্রী সুরিন্দর পাল ভারতীয় রেলওয়ের জাতীয় একাডেমি, ভাদোদরার মতো মর্যাদাপূর্ণ রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইনস্টিটিউট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, পুনে ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস, মোহালি ইনসিডসিঙ্গাপুর এবং আইসিএলআইএফমালয়েশিয়া। নতুন রেললাইন প্রকল্পের পরিকল্পনা, জমি অধিগ্রহণ, টেন্ডারিং এবং বাস্তবায়ন, ROB, RUB, LHS, জম্মু-উধমপুর রেল লিঙ্কের জাতীয় প্রকল্প এবং লুধিয়ানা থেকে তেলহেরি পর্যন্ত ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোর নির্মাণে তার বিশাল প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে।

নিজ জেলায় পোস্টিং পেতে পারবেন মহিলা কনস্টেবলরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ রাজ্য পুলিশে কর্মরত মহিলা কনস্টেবলদের এবার থেকে চাকরিতে যোগদানের ১০ বছর পরেই তাঁদের নিজ জেলায় পোস্টিং পেতে পারবেন। পাশাপাশি বিবাহিত বা সন্তানসম্ভবা মহিলা কনস্টেবলরা যাতে পছন্দসই জায়গায় বদলি হতে পারেন, সেদিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলায় জেলায় পুলিশ বাহিনীর সমবন্টন নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যে পুলিশ কমিশনারেটগুলিতে মহিলা পুলিশ কর্মীর সংখ্যা যেখানে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি, সেখানে গ্রামীণ এলাকায় এই হার প্রায় ১৫ শতাংশ। তাই গ্রামীণ এলাকায় মহিলা কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার।

বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণে

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার বাংলার প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির পূর্বাভাস। ভারী বৃষ্টি হতে পারে একাধিক জেলায়। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। হাওয়া অফিস সূত্রে এও খবর, মঙ্গলবার বৃষ্টি হবে কলকাতাতেও। তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে দক্ষিণের জেলাগুলিতে।

সন্তান জন্ম দিতে এসে গভীর সংকটে বাংলাদেশের সুমিত্রা

সমীর দাস, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ সুমিত্রা স্বামী সহ কোলকাতায় আসেন চিকিসার জন্য। তার সন্তান হয় আরজিকর মেডিকেল কলেজে। এদিকে ভিসার মেয়াদ শেষ। কিন্তু দেশের পরিস্থিতির জন্য ফিরতে পারছে না। বছর খানেক আগে চিকিসার জন্য সপরিবার ভারতে এসেছিলেন সুমিত্রারা। বারাসতে ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন। কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে তাঁদের সন্তান পিয়াসী জন্ম নিয়েছে। সন্তানের চিকিৎসার জন্য আরও কিছু দিন থেকে যেতে হয়েছিল তাঁদের। এ বার তাঁরা ফিরতে চান। কিন্তু দেশে ফেরার রাস্তাই বন্ধ। সন্তানকে কোলে নিয়ে সুমিত্রা বলেন, ' জন্ম দিতে ভারতে এসেছিলাম। ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা অনলাইনে আবেদন করেছিলাম, কিন্তু পাইনি। এখান থেকে আমাদের বলছেন, এখন ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে না। আমাদের বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ওখানে যা পরিস্থিতি, তাতে এখন তো যেতে পারব না। গভীর উদ্বেগের স্বামী-স্ত্রী। কি করবে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। কোলকাতায় বাংলাদেশের বহু মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী - ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১৪৫_২০২৪-২৫, বন্ধের তারিখ : ২২.০৮.২০২৪ দুপুর ২টো। উপরোক্ত ই-টেন্ডারটির অধিকারক্ষেত্র ভুলবশত সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ প্রকাশিত হয়েছে যা সঠিকভাবে সিনি. ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ পড়তে হবে। উক্ত টেন্ডারটির অন্যান্য সকল নিয়ম ও শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। (HWH-210/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : এনআইটি নং ১১৮_২০২৪-২৫, তারিখ ০৫.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ: হাওড়া ডিভিসনে গবাদি পশু কাটা পড়ার সম্ভাব্য স্থানগুলিতে নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ। আনুমানিক ব্যয়: ৬,৫৭,৬২,৩৫৯.৬৫ টাকা। বায়না মূল্য: ৪,৭৮,৮০০ টাকা। কাজ শেষের মেয়াদ: ১২ মাস। টেন্ডার ফর্মের মূল্য : শূন্য। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২৬.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।(HWH-205/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-IV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/21/002/24-25/BUSTEE Name of Work: **Repairing of Bustee Latrine at Sujendra Sett Lane, Haralal Das Lane and other places in Bustee areas in Ward No.-21 under Br.-IV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,98,082.08**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/028/007/2024-2025/R Name of Work: **Repairs to Bustee passage at 17/2/H/17, Canal West Road in Ward No.-28.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,29,513.58**. Earnest Money: ₹ **2,600.00.** Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/B-1/2024-2025/R Name of Work: **Repairs to Bustee Latrines at 58, Kailash Bose Street, 21, 59, Keshab Chandra Sen Street and others in Ward No.-38.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,571.58**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/B-2/2024-2025/R Name of Work: **Repairs to Bustee passages at 147/H/12, 147/H/16, 147/H/19, Kesha Chandra Sen Street, 30, Panchanan Ghosh Lane and others in Ward No.-38.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,97,282.27**. Earnest Money: ₹ **7,950.00.** Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/022/E6/24-25/R Name of Work: **Relaying of kerb and channel at Chaitan Seth Street and other places in Ward No.-22.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,06,999.77**. Earnest Money: ₹ **4,150.00.** Period of Completion: **60 days**.

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/022/E10/24-25/R Name of Work: **Repairing of bathing platform at K. K. Tagore Street, Nalini Sett Street and other places in Ward No.-22.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,86,367.08**. Earnest Money: ₹ **3,750.00.** Period of Completion: **30 days**.

(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/024/10/2024-2025/R Name of Work: **Repairing of Labour Quarter at Premises No.-24/1 Nimtala Ghat Street in Ward No.-24.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,05,195.29**. Earnest Money: ₹ **8,120.00.** Period of Completion: **30 days**.

(8) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/025/08/24-25/R Name of Work: **Repairing of Bathing Platform and Urinal at Basak Bagan Lane, Modhu Roy Lane and other places in Ward No.-25 under Br.-IV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,45,739.35**. Earnest Money: ₹ **6,950.00.** Period of Completion: **40 days**.

(9) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/028/010/2024-2025/R Name of Work: **Repairs to Footpath and Passage of W. I. Street, R. L. Street, H. N. De Road, P. B. Street, Federation Street etc. in Ward No.-28.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,96,574.00**. Earnest Money: ₹ **5,950.00.** Period of Completion: **45 days**.

(10) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/009/2024-2025/R Name of Work: **Repairing of Paver Block passages at 102, 106 Raja Rammohan Sarani and other places in Ward No.-38.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,86,058.09**. Earnest Money: ₹ **5,750.00.** Period of Completion: **35 days**.

(11) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/038/011/2024-2025/R Name of Work: **Relaying of K/Ch at 3, 30, 36 Kailash Bose Street and other places in Ward No.-38.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,94,074.72**. Earnest Money: ₹ **3,900.00.** Period of Completion: **35 days**.

(12) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/039/018/2024-2025/R Name of Work: **Repairs to IPS and concrete passage at 84A Muktaram Babu 2nd Lane, 1, Marcus Square, 21/6/1 Rajendev Lane and other places in Ward No.-39.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **1,98,572.41**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(13) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-IV/027/007/2024-2025/R Name of Work: **Renovation of passages by laying cement concrete at 3, Chalta Bagan Lane to 7B Chalta Bagan Lane and Dinabandhu Lane in Ward No.-27 under Br.-IV.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,67,316.14**. Earnest Money: ₹ **7,350.00.** Period of Completion: **35 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.08.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 13). The tender will be opened on: **20.08.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 13). The bid forms and other details are available on and from **06.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 13). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 13).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/IX/074/016/2024-2025/BUSTEE Name of Work: **Maintenance of Sewer line at 19, 19B, Chetla Hut Road, 68/1, 70, Alipore Road, 42A, Raja Santosh Road etc. in Ward No.-74.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,99,976.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days**.

(2) NIT No.: KMC/IX/074/017/2024-2025/BUSTEE Name of Work: **Maintenance of I.P. passages at 19, 19B, 20/1, Chetla Hut Road, 66, 68/1, 70, Alipore Road, 24/6, 42A, Raja Santosh Road etc. in Ward No.-74.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **3,49,983.00**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **60 days**.

(3) NIT No.: KMC/IX/071/039/2024-2025/R Name of Work: **Development of Bustee Drainage System at 15, 50, 33, 62, Harish Mukherjee Road and different Bustees in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,99,442.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/IX/071/040/2024-2025/R Name of Work: **Development of Bustee I.P. Passage at 13, 14, 11/5, 11/6 Kundu Lane and different Bustees in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,49,670.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(5) NIT No.: KMC/IX/071/041/2024-2025/R Name of Work: **Development of Bustee Latrine at 29, 30, 31 Bijoy Bose Road and different Bustees in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,49,856.00**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(6) NIT No.: KMC/IX/071/043/2024-2025/R Name of Work: **Improvement of Latrines at 6, 7, 9, 10, Rup Narayan Nandan Lane and different Bustees in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,99,163.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid: **21.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). Tender will be opened on: **23.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **09.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 6). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/108/23-24 Name of Work: **Maintenance of C. C. Roads at Chowbagha Bon Bibi Tala near H/o - Rashmoni Barman, Kashinath Chowdhury in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **4,22,151.57**. Earnest Money: ₹ **8,500.00.** Period of Completion: **60 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/035/24-25 Name of Work: **Maintenance of road by providing Hot Mix at Nonadanga, Adarshanagar etc. in Ward No.-108, Br.-XII.** Estimated cost: ₹ **3,02,530.72**. Earnest Money: ₹ **6,100.00.** Period of Completion: **240 days**.

(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/07/24-25 Name of Work: **Desilting of Drainage System at B. P. Township C, D, I - Blocks etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **2,95,970.40**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days**.

(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/11/23-24 Name of Work: **Maintenance of Roads at different places of Birnagar, Rabindrapally etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **2,97,725.52**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **240 days**.

(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/023/24-25 Name of Work: **Desilting of Drain at Uttar Panchannagram, Martinpara and others in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **2,85,083.38**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **90 days**.

(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/108/025/24-25 Name of Work: **Desiltation of Surface Drain at Nonadanga Rail Colony, 'C' Block etc. in Ward No.-108.** Estimated cost: ₹ **2,84,746.91**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **75 days**. Last date and time of submission of Bid: **14.08.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). Date and time of opening of Bid: **16.08.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **06.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 6). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6). **(362/24-25)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৪৮ সংখ্যা, বুধবার, ২২ শ্রাবণ, ১৪৩১

বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী'

দেবী চৌধুরানী কি সত্যিই জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি দাপিয়ে বেরিয়েছিলেন? জানুন সত্যিটা কী। দেবী চৌধুরানী এবং ভবানী পাঠককে নিয়ে নানা রকম মিথ এবং কিংবদন্তী ছড়িয়ে রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল আর শিকারপুরের আনাচে কানাচে। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী, এই নাম দুটো প্রতিটি বাঙালির কাছে আলাদা তাৎপর্য বহন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের মাধ্যমেই তাদের পরিচিতি। আনন্দমঠ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যার প্রভাব অনস্বীকার্য। এই উপন্যাসেরই অবদান জাতীয় স্লোগান 'বন্দেমাতরম'। একটা উপন্যাসের কাহিনীর চরিত্র একটা জাতি, একটা সমাজকে বুঁদ করে ফেলেছিল এতটা যে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের মধ্যে ইল্যুশন তৈরি হয়ে যায়। আনন্দমঠ উপন্যাসে বর্ণিত প্রতিটি চরিত্রই যে জনমানসকে নাড়িয়ে দিয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন হবে, তাতে আশ্চর্য কী ! সেই উপন্যাসের দুটি মূল চরিত্র ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীকে নিয়ে মিথ মানুষকে ধন্দে ফেলে দিয়েছে। সত্যি তাঁরা ছিলেন কি না! জলপাইগুড়ি জেলার শিকারপুর চা বাগান ঘেরা ছোট্ট গ্রামে দেবী চৌধুরানী মন্দির রয়েছে। ইতিহাস এবং কিংবদন্তি মিলেমিশে একাকার এই মন্দিরে। স্থানীয় মানুষরা মনে করেন এ দেবী চৌধুরানী, বঙ্কিমের দেবী চৌধুরানীই। এমনকী উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে একটি বজরা সংরক্ষণ করা রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এটি দেবী চৌধুরানীর বজরা। যদিও সেটা নিয়ে প্রামাণ্য কোনও তত্ত্বে পৌঁছনো যায়নি, তবু বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী শিকারপুরে পাশাপাশি দুটি মন্দির। তার মধ্যে একটি মা কালীর মন্দির। মন্দিরের পাশে যে মন্দিরটি রয়েছে, তাতে একটি পুরুষ ও নারী মূর্তি রয়েছে। পাশাপাশি বাঘ, শিয়াল ও আরও কিছু বিগ্রহ তৈরি করা আছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এটি শিব-পার্বতীর মন্দির। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, বিগ্রহটি ভবানী পাঠক এবং দেবী চৌধুরানীর। মূলত দেবী চৌধুরানীর মন্দিরের খ্যাতিতেই দেশ বিদেশের পর্যটকরা এখানে আসেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম ও বাংলাদেশের পর্যটকদের কাছে এটি বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মন্দিরকে ঘিরে ছড়িয়ে নানা উপকথা ছড়িয়ে রয়েছে। জলপাইগুড়ির শিকারপুর চা বাগান ঘেরা ছোট্ট গ্রামে এই মন্দিরকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা উপকথা। গেট দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়ে পাশাপাশি দু'টি মন্দির। তার মধ্যে একটি মা কালীর। এখানে প্রতি বছর নিয়ম করে দু'বার কালীপুজো হয়। একবার আষাঢ় মাসে, আর একবার কার্তিক মাসে। খুব বড় না হলেও নিয়মনিষ্ঠায় ঘাটতি থাকে না। ইদানীং দু একজন অত্যুৎসাহী কালীপুজোয় রাতে গাড়ি নিয়ে খানিকটা ইতিহাস খানিকটা অ্যাডভেঞ্চারের টানে হাজির হন। দেবী চৌধুরানী, ভবানী পাঠকের মূর্তি কালীমন্দিরের পাশের যে মন্দিরটি রয়েছে, তাতে একটি পুরুষ ও একটি নারী মুর্তি রয়েছে। পাশাপাশি বাঘ, শিয়াল ও আরও কিছু বিগ্রহ আছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, এটি শিব-পার্বতীর মন্দির। বাসিন্দারা মনে করেন বিগ্রহ দু'টি ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর।

পূর্বেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ছিল

এই লেখাটা কে লিখেছে জানি না। তবে প্রকৃত যুক্তিবাদী, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত ও মার্জিত যে কোন মানুষ সমাজের রত্ন। গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড। বাংলাদেশ এর নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থেকে আফগানিস্তান এর কাবুল পর্যন্ত । কে তৈরী করেছিলেন? ষোড়শ শতকে শেরশাহ। মিথ্যা কথা ! কেউ কিছু বললেই তোতাপাখি র মত তা মেনে নিয়ে আমরা উচ্চারণ করে চলেছি। শেরশাহ মাত্র ৫ বছর রাজত্ব করেছিলেন। ১৫৪০ এ হুমায়ুনকে নাকানিচুবানি খাওয়ানো। কুমীর তোর জলকে নেমেছি। যুদ্ধ, তারপরে পাঞ্জাবে বিদ্রোহদমণের যুদ্ধ, ১৫৪১ এ বাংলায় গিয়ে বিদ্রোহ দমণ, ৪২ এ রাজপুতানা, ৪৩ এ রায়সিন, মারোয়ার, ৪৪ এ আবার রাজপুতানা, ৪৫ এ কালাঞ্জর দুর্ঘ অবরোধেই কেটেছে পুরো এক বছর, তাতেই মৃত্যু। এর পরেও প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার এর রাস্তা তৈরী, কত্তো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার? এ কি ভেলকিবাজি ? আলাদিন এর দৈত্যকে হাতে পেয়েছিলেন? পাঞ্জাবের পশ্চিমে কোন অংশ তার অধিকারে ছিল না। এই রাস্তার পূর্ব ও পশ্চিমের বহু অংশ তার রাজত্বের বাইরে ছিল। সম্রাট অশোক বহু বৎসর শান্তি তে রাজত্ব করে শ্রীলঙ্কায় জনকল্যাণ করছেন। এটা মানা যায়। কিন্তু শেরশাহ সময় পেলেন কোথায়? তাও আবার নিজের রাজ্যসীমার বাইরে গিয়ে? শেরশাহ প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেন। তার আগে ঘোড়া ডাকত না? না কি দেশে দেশে সংবাদ সন্দেশ প্রেরণ এর ব্যবস্থা ছিল না? বাণভট্টের হর্ষচরিতে 'সংবাদক' নামে এক রাজকর্মচারী দের একটি পদের নাম পাওয়া যায়। চিঠিপত্র, এমন কি জনগণ এর ব্যবহার্য হুন্ডি প্রেরণ এর ব্যবস্থা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বিম্বিসার এর রাজত্বেই পাওয়া যায়। তার কত আগে এ ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। মৌর্য্য শাসনব্যবস্থায় সুগঠিত ডাকবিভাগ ছিল- যা সংবাদ ও সন্দেশ উভয় ই আদান-প্রদান করতো। এই কর্মচারীদের বলা হত সন্দেশবহ। যাই হোক ফিরে আসি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড এর কথায়। মহাভারতে আছে বনবাসের সময় যুধিষ্ঠির গঙ্গার সঙ্গমে এসেছিলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর নিকট) থেকে কোন পথে গঙ্গাসাগরে এলেন? প্রাগজ্যোতিষপুর (গৌহাটি-কামরূপ) থেকে কোন্ পথে ভগদত্ত তার বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপনীত হয়েছিলেন, ভাল রাস্তা না থাকলে? বিম্বিসার তো বাল্য বয়সে পূর্বের মগধ থেকে পশ্চিমের তক্ষশিলায় মহর্ষি কাত্যায়ণের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

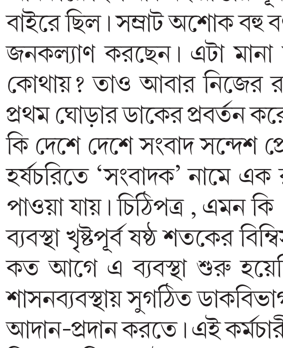

তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগ রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা এর পুজো জগৎমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জুড়ে টিকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধাত্রী। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা শ্যামা হচ্ছেন শক্তি আধার। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা শ্যামা। তিনি হচ্ছেন তারাপীঠের মা। মায়ের শক্তিই হচ্ছে জগত শক্তি। জীবনে চলতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পূজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা

ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির এবং বারাণসীর ঘাটগুলির যে সক্রিয়তা রয়েছে তাকে শ্রদ্ধা করা উচিত

রবীন্দ্রকুমার শীল

কাশীর প্রতিটি ঘাটের ভারতের পৌরাণিক যোগসূত্র যেভাবে গড়ে উঠেছে তা আর ভারতের কোনও ঘাট নিয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কেন কাশীর সঙ্গে ভারতের পৌরাণিক যোগসূত্র তৈরি হল তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আর্য পণ্ডিতেরা কাশীর পরিবেশকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন এই এরকম মনোরম একটি স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্ভব হতে পারে। তখন তো তপোবন শিক্ষা বেশি প্রাধান্য ছিল। যদি আমরা প্রাচীন কাশীর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে আর্য যুগে তপোবন শিক্ষার পরিবেশ থেকে কাশীর শিক্ষার পরিবেশ খুব একটা বেশি পার্থক্য ছিল না। কাশীর সূচনা কালে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা টোল গড়ে উঠেছিল সেখানে গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা করতে হতো এবং গুরু সেবা করা থেকে শুরু করে পশু লালন পালন ও কৃষি কাজের প্রতি বেশি করে মনোযোগ দিতে হতো। কাশী বা বেনারস কিংবা সারনাথ ও গয়া এই সব অঞ্চল ধর্ম চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তখন কিন্তু মোক্ষ লাভের স্থান ছিল না এই সব অঞ্চল। শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্র, পুরাণ চর্চা ও কাব্য চর্চার কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে। কথিত রয়েছে বাংলার কবি জয়দেব কাশী গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কিছু কাল বসবাস করেন। তবে যেহেতু তিনি রাজসভার কবি ছিলেন সেই কারণে কাশীতে দীর্ঘকাল ধরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মহাকবি কালিদাসও কাশীতে এসে ছিলেন। কাশী হচ্ছে এমন একটি স্থান সেখানে ভারতের পণ্ডিত সমাজ একবার না একবার এসে তাকে স্পর্শ করে গিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে কাশীর স্থান ছিল প্রথম সারিতে। শাস্ত্রানুরাগীরা কাশীতে বসবাস করতেন এবং শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করতেন। নবদ্বীপের চৈতন্যদেব কাশীতে এসেছিলেন। তিনি কাশীতে এসেছিলেন বাংলার পণ্ডিত হয়ে। কাশীতে এসে তিনি কোনও ধর্ম প্রচার করেনি বা কৃষ্ণনাম নিয়ে চর্চাও করেন নি। তিনি কৃষ্ণ চর্চা করতেন তখন মনে মনে। তখনও তাঁর মনের মধ্যে কৃষ্ণ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি ভারতীয় মহাকাব্য এবং পুরাণ ও শাস্ত্র চর্চায় মগ্ন ছিলেন। কাশীতে এসে তিনি অনুভব করতে পারলেন যে বাংলায় যে তন্ত্র সাধনা চলছে তা মধ্যে থেকে কোনও লাভ নেই। কাশীতে যে শাস্ত্র চর্চা চলছে কাব্য- সংখ্যা চর্চা চলছে তাকে নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাশীতে শিব তখন প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। শিব মাহাত্ম্য প্রচার পেয়েছে। বাংলায় তখন কালী সাধনা চলছে। কালী সাধনাটি আসলে তন্ত্র সাধনা। তন্ত্র সাধনা হচ্ছে পিশাচ সাধনা। এই সাধনা থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। কাশী যেরকমভাবে একটি স্বতন্ত্র সত্ত্বার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠে নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে বাংলার নবদ্বীপকে সেই আলোকে আলোকিত করতে হবে। তবে কাশীর মতো নবদ্বীপকে গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব হলেও তাকে সম্ভবে পরিণত করতে হবে। সেই কারণে চৈতন্যদেব কাশী থেকে ফিরে এসেই নবদ্বীপকে কাশীর মতো পণ্ডিতি পরিবেশ তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। চৈতন্যদেবের একটি ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা ছিল। তা হল আকর্ষন ক্ষমতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং অপরূপ চেহারা সেই সময়ে ভারতের পণ্ডিত সমাজকে আকৃষ্ট করে। তার ফলে নবদ্বীপকে ঘিরে পণ্ডিত এসে উপস্থিত হতে থাকে। চৈতন্যদেবকে ঘিরে রাধা কৃষ্ণ পদাবলী এবং নাটক রচনা হতে

শুরু করে। রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কাশীকে রক্ষা করতে গিয়ে যেমন কবি তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' কাব্য রচনা করেছিলেন ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় 'চৈতন্য ভাগবত' এবং 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করার পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে বাংলার পরিবেশ এবং কাশীর পরিবেশের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাশীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ এর সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের মিল খায় না। সেই কারণে চৈতন্যদেব এখানে কৃষ্ণকে সামনে রেখে ধর্মীয় সংগ্রাম করেছিলেন। কাশীতে রামকে সম্মুখে রেখে যেমন তুলসীদাস ধর্মীয় সংগ্রামকে শক্তিশালী করে শত্রুদের নিধন করার পথকে নির্মাণ করেছিলেন। ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় কৃষ্ণকে সামনে রেখে তন্ত্র সাধনা এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। শিক্ষাকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের নব দ্বীপের সংলগ্ন এলাকায় স্থান দিয়েছিলেন। সারা নদীয়া তখন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। কাশীর জনজীবনকে রক্ষা করতে কবি তুলসীদাসের যে মানসিক সংগ্রাম করেছিলেন ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় থেকে তন্ত্র সাধক এবং মৌলবাদী শক্তিদের পরাস্ত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বঙ্গভূমিতে কোনও ধর্মীয় উৎপাত ছিল না। একই অবস্থা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তুলসী দাসের সময় কাশীতে। বলা যেতে পারে তুলসীদাসের সময় কাশীতে নবজাগরণ হয়েছিল যেরকম বঙ্গভূমিতে চৈতন্যদেব নবজাগরণ নিয়ে এসেছিলেন। চলে আসছি পঞ্চগঙ্গা ঘাটের কথায়। পঞ্চগঙ্গা ঘাট নিয়ে আলোচনা করাটা অতি প্রয়োজন। না হলে কাশীর ঘাট নিয়ে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে।

পঞ্চগঙ্গা ঘাট ঃ ভোঁসলে ঘাট, নয়া ঘাট, মেহতা ঘাট, রাম ঘাট মঙ্গলাগৌরী ঘাট পার হয়ে এসে উপস্থিত হলাম পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। জানা গিয়েছে যে এখানে অতীত কালে ধূতপাপা, যমুনা, কিরণা, সরস্বতী আর গঙ্গা এই পাঁচটি নদীর মিলন স্থল ছিল বলেই এর নাম হয়েছে পঞ্চগঙ্গা। এক সময়ে এইখানে ছিল একটি বড় মন্দির। বিন্দুমাধব মন্দির। হিন্দু বিদ্বেষী ঔরঙ্গজেব সেই মন্দির ভেঙে আলমগীর মসজিদ তৈরি করেন। সাধক তৈলঙ্গস্বামীর সাধনক্ষেত্র ছিল এই ঘাটটি। এখানে তৈলঙ্গ স্বামীর মন্দিরে রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত খড়ম, দুটি পাত্র, মালা। শান্ত পরিবেশ। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে বিশাল শিবলিঙ্গ। গঙ্গা থেকে শিব লিঙ্গকে উদ্ধার করেছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। পঞ্চগঙ্গা থেকে শুরু হয় পঞ্চকেশী যাত্রা। এটিকে বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে মানা হয়ে থাকে। প্রথমে মণিকর্ণিকা কুণ্ড থেকে কেদারেশ্বর (৩ক্রোশ), ২. কেদারেশ্বর থেকে ভীমাচণ্ডী (৫ ক্রোশ), ৩. ভীমা চণ্ডী থেকে রামেশ্বর (৭ ক্রোশ), ৪. রামেশ্বর থেকে শিবপুর (৪ ক্রোশ), ৫. শিবপুর থেকে কপিলধারা (৫ ক্রোশ), ৬. কপিলধারা থেকে মণিকর্ণিকা কুণ্ড (৩ ক্রোশ) সব মিলিয়ে ২৫ ক্রোশ। বলা যেতে পারে ৮০ কিলোমিটার। যাত্রার অন্তিম দিনে সকলে এসে পৌঁছায় পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করে। তারপর যায় মণিকর্ণিকা কুণ্ড। সেখানে স্নান সেরে যায় বিশ্বনাথ মন্দির। যাত্রা সমাপ্ত হয় সাক্ষী বিনায়ক মন্দিরে। গণের পুজো দিয়ে যাত্রা শেষ হয়। অতীতে বছরে দুইবার পঞ্চকেশী যাত্রা হতো। শুধু স্থানীয় মানুষ নয়, বাইরের লোকেরাও এতে অংশ গ্রহণ করতো। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের পরেও রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি ঘাট। রেল ব্রীজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ঘাট। যে কথাটি এখানে আলোচনা করার খুব প্রয়োজন রয়েছে তা হল পঞ্চ কথাটিকে নিয়ে। ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পঞ্চ কথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু ধর্মীয় নিদর্শন। পঞ্চমুখী শঙ্খ, পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ, পঞ্চ নদনদী, পাণ্ডবদের পঞ্চ ভাই ইত্যাদি। বিজোর সংখ্যার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি। তিন বার প্রদক্ষিণ। তিনবার শপথ গ্রহণ। সব কিছুতেই দেখা পাওয়া যায় বিজোড় সংখ্যার ওপরে বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। কাশী তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। এখানে পঞ্চগঙ্গা ঘাট এবং পঞ্চকোশী যাত্রার ওপরে সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বারাণসীর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গঙ্গার তীরে চোখে পড়তে থাকবে বিচিত্র বর্ণময় রূপ যা পৃথিবীর আর অন্য কোথাও তার দর্শন পাওয়া একেবারে অসম্ভব। রাত্রি যত হয় ততই বারাণসী জাগতে থাকে। রাত যত গভীর হতে থাকে ততই বারাণসী ঘুম ভাঙতে থাকে । আলো আঁধার এবং আলো ছায়ার মধ্যে দিয়ে মন্দিরে মন্দিরে বাজতে থাকে কাঁসরঘন্টা। মঙ্গলশঙ্খ থেকে শুরু হয়ে দেব অর্চনা। পূর্বের আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে উঠে । মনে হয় সূর্য দেবতা সাত ঘোড়ায় টানা রথে করে বেড়াতে বের হয়ে রয়েছেন। তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে গঙ্গার জলে, ঘাটে, প্রাসাদে এবং মন্দিরে। মানুষ সেই অপরূপ দৃশ্যকে উপভোগ করেন। প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে তার রূপকে কাশীর ঘাটে ঘাটে। বারাণসীর রূপটা ক্রমশ ধীরে ধারে ভোরের আলোয় আলোকিত হয়ে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। কাশী বা বারাণসীর এই দৃশ্য দেখে অতীত কালে সূর্য দেবতার আবাহন করে কোনও কবি লিখেছিলেন, "ওঠো জাগো। আমাদের মধ্যে আবার জীবন ছন্দ ফিরে এসেছে। অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। আলো এগিয়ে আসছে। দেবী উষা সূর্যের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। সূর্য এখন চলতে থাকবেন। আমাদের দিনমান এখন দীর্ঘ হয়ে উঠবে। কবিরা তাদের রচিত স্তব-স্তুতিমালা নিয়ে উজ্জ্বল প্রভাতের গান গাইতে গাইতে জেগে উঠবেন। যে সূর্য! তোমার বন্দনা যিনি করেন, উদার হৃদয় সম্পন্না ঊষাদেবী তাঁর উপরেই উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করেন। তিনি আমাদের জীবন, আয়ু ও সন্তান দান করেন। দেবতার জননী মনোহারিণী ঊষাদেবী তুমি উজ্জ্বল রূপে জাগ্রত হও।" কাব্যের মন্ত্রের মধ্যেই ভারতীয় সংস্কৃতির অস্তিত্ব রয়েছে। তাকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কাশীর ঘাট বা বারাণসীর ঘাটগুলিতে দিনের আলো এসে উপস্থিত হলেই শুরু হয়ে যায় ব্যস্ততা। পুরোহিতেরা তাল পাতার বিশাল বিশাল ছাতা নিয়ে ছোট ছোট চৌকির ওপরে পুজোর সরঞ্জাম গোছায়। মাঝিরা ঘাটে নৌকা নিয়ে নৌকাযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করে। ফুল নিয়ে ব্যাপারিরা এসে উপস্থিত হয়। স্নানযত্রীরা পোশাক খুলে গঙ্গা ডুব দেয়। স্নান সমাপ্ত করে গঙ্গার বুক জলে দাঁড়িয়ে সূর্য দেবতার উদ্দেশ্য বন্দনা করতে শুরু করে। কেউবা পিতলের পাত্রে গঙ্গার জল ভরে গঙ্গা পুজো করতে থাকেন। নৌকায় ভিড় শুরু হয়ে যায়। তীর্থযাত্রীরা নৌকা করে সব ঘাটগুলি দর্শন করে পূণ্য অর্জন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বারাণসীর গঙ্গা স্নান এবং গঙ্গার বুকে নৌকা সফরটাকে কাশীর বিশ্বনাথের আর্শীবাদ বলে মনে করে থাকেন। ধোবি ঘাটে ধোপারা গাঁটরি বেঁধে কাপড় নিয়ে আসে। ঘাটের ওপরে কাপড় শুকায়। বেলা যত পাড়তে থাকে ঘাটে ভিড় ততই বৃদ্ধি লাভ করে। বিদেশিরা ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত হয়। প্রতিটা মূহূর্তে গঙ্গা এবং ঘাটগুলির রং বদলাতে শুরু করে। আরও রঙিন হয়ে উঠতে থাকে। ছেলেরা গঙ্গায় ডুব খেলায় মেতে উঠে। দিন ক্রমশ শেষ হলেই অলসতা বৃদ্ধি পায়। ঘাটের সংলগ্ন বাড়ির ছাদে ঢাকা পড়ে তপনদেব। কথক ঠাকুর ঘাটের সামনে লাল কাপড় ঢাকা কাঠের ছোট টুলের ওপরে রাখা 'রামচরিতমানস' সুর করে বলতে থাকেন ক পণ্ডিতেরা। সীতার অগ্নিপরীক্ষা। বুড়ো বুড়িরা নিবিষ্ট মনে শোনে রামায়ণ কাহিনী। কোনও কোনও ঘাটে দেকতে পাওয়া যায় ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছেন সাধুবাবা। তারপরে দিনের আলো ক্রমশ কমতে থকে। শুরু হয়ে যায় আরতি করার আয়োজন। গঙ্গাকেও আরতি করতে হয়। নাহলে কাশী বা বারণসীর সম্মান থাকে না। দশাশ্বমেধ ঘাটে এর বিরাট আয়োজন। গঙ্গার ঘাটে জনতার স্রোত। কেউ আবার নৌকা করে আরতি দেখার জন্য গঙ্গাবক্ষে ভাসমান। কানে একটি শব্দ আসতে থাকে 'হর হর গঙ্গে। জয় মা গঙ্গে'। কাশীর বা বারণসীর গঙ্গা পুজো জগৎ খ্যাতি লাভ করেছে। নয়জন পুরোহিত গঙ্গার দিকে মুখ করে আরতিতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। প্রদীপের আলোয় ঝলমল করে উঠে গঙ্গাবক্ষ। অরতি পর্ব শেষ হতেই লোকেরা প্রদীপ জ্বালিয়ে দোনা ভাসায় গঙ্গা বক্ষে। অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে চলে প্রদীপের আলো সেই সব পূর্বপুরুষদের কাছে একদিন যাঁরা ছিলেন, আজ তাঁরা নক্ষত্রলোকে তারা হয়ে জ্বলজ্বল করছেন। দূরে দেখতে পাওয়া যায় মণিকর্ণিকা ঘাটে চিতা জ্বলছে। আগুনের শিখার মধ্যে দিয়ে সদ্য স্বামীহারা বিধবার আকুল কান্না আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। দশাশ্বমেধ ঘাটে নববঁধুরা দিয়া জ্বালায়। জীবন আর মৃত্যু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গোটা গঙ্গাতীরটাকে দেখে তখন মনে হয় পৃথিবী আর স্বর্গ এখানেই অবস্থিত। যার সন্ধান করতে শুরু করেছিল মানুষেরা। জীবন শুরু হয় অন্য কোথাও। আর কারোর কারোর জীবনটা শেষ হচ্ছে কাশীর চিতায়। কাশীতে দেহ রাখলে স্বর্গ লাভ করা সম্ভব এই রকম একটি বিশ্বাস এখনও মানুষের মধ্যে গুরে বেড়ায়। সেই কারণে দেকতে পাওয়া যায় বহু বয়স্ক মানুষরা কাশীতে এসে জীবনের শেষ কটা দিন নির্বিঘ্নে কাটাতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। জীবনটা কাশীতে শেষ হলেই তারা জীবনটাকে ধন্য বলে মনে করে থাকেন। কাশীর গঙ্গার ঘাট সব মিলিয়ে সব কিছুর মধ্যে মিস্ট্রিক মিশিয়ে রয়েছে। যাকে অতীন্দ্রিয় জগৎ বলে মনে করা হয়ে থাকে। (তথ্য সূত্র ঃ ঈশ্বরভূমি বারাণসী। লেখক ঃ চঞ্চল কুমার ঘোষ। প্রকাশক ঃ বি. বি. কণ্ডু গ্র্যান্ডসন্স। ছবিঃ মণীশ ক্ষেত্রী এবং অতনু পাল।)

বাংলার চন্দ্রকেতু, ধান্যকুড়িয়া এবং টাকি

বিশেষ প্রতিবেদক

চন্দ্রকেতুগড় - ধান্যকুড়িয়া - টাকি। হাওড়া থেকে মাত্র ২ ঘণ্টার দূরত্বে এপার বাংলা ওপার বাংলার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলা ইছামতির তীরে একসময়ের রাজ রাজাদের কাহিনী অধ্যুষিত জায়গা টাকিতে। আর টাকি যাবার পথেই দেখে নেবো প্রায় তিন হাজার বছর প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ চন্দ্র কেতুগড়, খনা মিহিরের ঢিপি, চন্দ্রকেতুগর মিউজিয়াম, অট্টালিকার গ্রাম নামে পরিচিত হেরিটেজ তকমাধারি গ্রাম ধান্যকুড়িয়া এবং মতান্তরে বাবা লোকনাথের জন্মস্থান কচুয়া।

সড়কপথে - গাড়ি সহযোগে কলকাতা থেকে বারাসাত হয়ে প্রায় ৫৫ কিঃমিঃ দূরে। ঘণ্টা দুয়েক এর দূরত্ব অতিক্রম করে পৌঁছে যেতে পারেন চন্দ্রকেতুগড় । এছাড়াও এসপ্ল্যানেড কিংবা উল্টোডাঙা থেকে বাস চেপে পৌঁছে যান বেড়াচাঁপা। বেড়াচাঁপা থেকে টোটো ভাড়া করে সম্পূর্ণ চন্দ্রকেতুগড় ভ্রমণ করে নিতে পারেন।

চন্দ্রকেতুগড় - খনা মিহিরের ঢিপি - ধান্যকুড়িয়া ঃ চন্দ্রকেতুগড়ের মিউজিয়াম খোলে সকাল সাড়ে দশটায়। সোমবার বন্ধ। আগে ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থাকলেও এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটি মিউজিয়াম। যেখানে আপনারা পরিচিত হবেন প্রাচীন বন্দরনগরীর সাক্ষী বহনকারী বিভিন্ন ধাতব ও পোড়া মাটির বস্তুর সাথে।

খনা মেহেরের ঢিপি। এটি একটি প্রত্নস্থল। ভাগীরথী নদীর অন্যতম প্রবাহ পদ্মা ও বিদ্যাধরী নদীর গা ঘেঁষে যার অবস্থান। যে জায়গাটি সম্পর্কে কিংবদন্তি ভাবে জড়িত রাজা বিক্রমাদিত্য, তার সভাকবি বরাহমিহির ও তার পুত্রবধূ খনার নাম। জড়িত মহিলাদের প্রতিভাকে দমিয়ে রাখার বা নিঃশেষ করার ইতিহাস। কথিত গণিতবিদ বরাহ পুত্র মিহির বিবাহের পর খনা কে নিয়ে বাস করতো এই অঞ্চলে। যারা দুজনেই ছিল জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী। একদিন বরাহ এবং মিহির আকাশের তারা গণনায় সমস্যায় পড়লে তা সমাধান করে খনা ও তাতে বিশেষ উপকৃত হয় কৃষককূল। বিষয়টি বিক্রমাদিত্যের নজরে আসে এবং তিনি চিন্তা করেন খনাকে তাঁর রাজসভার দশম রত্নের সম্মান দিতে। বরাহ মিহিরের রাজসভায় প্রতিপত্তি

হারানোর ভয়ের ফলস্বরূপ খনাকে কেটে ফেলতে হয় তার জিহবা। চন্দ্রকেতুগড়ের দুর্গ। খনা মিহিরের ঢিপি থেকে মাত্র ২.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই প্রশ্নস্থল। অবশিষ্ট এখন কিছুই নেই কিন্তু ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে আসতেই হবে এখানে, বিরাজ করছে যেখানে অপার নিস্তব্ধতা। একসময় পাশ দিয়ে বয়ে যেতো বিদ্যাধরী নদী, আজ যার পরিণতি চাষের জমি।

কলোনিয়াল স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে, সেটা অট্টালিকার গ্রাম নামেও পরিচিত হেরিটেজ গ্রাম ধান্যকুড়িয়াতে। দেখতে পাবেন গাইনদের বাগান বাড়ি, গাইনদের জমিদার বাড়ি, সাউদের জমিদার বাড়ি ও দুর্গা দালান, স্বাধীনতার আগের স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়, সমাদ্দার বাড়ি বা পুতুল বাড়ি, ধান্যকুড়িয়া পাঠাগার, রাসমঞ্চ ইত্যাদি।

এগুলো দেখার পর সোজা চলে আসুন কচুয়া ধাম, মতান্তরে লোকনাথ বাবার জন্মস্থান। দুপুরে মন্দির বন্ধ থাকে।সেখান থেকে কাঁকড়া মির্জানগর স্টেশন ও দুটো পঞ্চাশের লোকাল ধরে সাড়ে তিনটের মধ্যে টাকি।

বেড়িয়ে পড়ুন ইছামতিতে বোটিং এর উদ্দেশ্যে। রিজার্ভে একদিকে প্রায় ১০০০ ও দুদিকে ১৮০০। অন্যথায় মাথাপিছু ১০০। বিকেলটা কাটান ইছামতির ধারে বসে ওপার বাংলাকে দেখতে দেখতে, ইছামতির পার ধরেও হাঁটুন বেশ খানিকটা। সন্ধ্যায় যেতে পারেন মালদ্বীপ রিসোর্ট ঘুরতে । এটি একটি পার্ক করা হয়েছে, যেখানে টিকিট ২০ টাকা। টাকির পাশ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন দৃশ্যপট ঃ রয়েছে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল শংকর রায় চৌধুরীর বাড়ি। রায়চৌধুরীদের বাড়িতে দুর্গাপুজো এখনো হয়। বলির জায়গা চোখে পড়লো। ওনার কেউ এখানে না থাকলেও থাকে কেয়ারটেকার। শংকর রায়চৌধুরী কারগিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এখানে ভীষণ সুন্দর একটি নাগকেশরের গাছ এবং তাদের দুর্গা দালানটিও দেখতে পাবেন।

এর পিছনেই আছে অপর্ণা সেন পরিচালিত গয়নার বাক্স সিনেমার শুটিং স্পট বা বাড়িটি। বেশ পুরনো একটি বাড়ি, অবশ্যই সেটাও দেখে নিতে পারেন।

ব্রিটিশ আমলের তৈরি প্রায় ১০০ বছর পুরনো ঘোরানো নলকূপ। যা এখন সংস্কারের নামে সিমেন্ট করা হচ্ছে।

রয়েছে এপার বাংলা ওপার বাংলার সম্প্রীতির উপর তৈরী বিসর্জন সিনেমায় জয়া আহসানের বাড়িটি। যদিও সিনেমাতে এটা বাংলাদেশ হিসাবে দেখানো হয়েছিল।

এরপর গন্তব্য মিনি সুন্দরবন নামে খ্যাত গোলপাতার জঙ্গল। এখানে গ্রুপের যেকোনো একজনের অরিজিনাল একটি পরিচয় পত্র থাকা বাধ্যতামূলক। বিএসএফ চেক পোষ্টে সেটা জমা দিয়ে সেখান থেকে একটি ভ্যান ভাড়া করে চলে যান মিনি সুন্দরবন। ভীষণ সুন্দর জায়গা। একদিকে আছে রিভারসাইড, অপরদিকে আছে ওয়াচ টাওয়ার। নানান ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদে সজ্জিত এই অরণ্য। দেখতে পেতেও পারেন জেলেদের দলের মাছ ধরার দৃশ্য।

প্রায় ৩৫০ বছরের পুরানো জমিদার গোপীনাথ রায়চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিব মন্দির। মহাদেবের মাথায় রয়েছে রূপোর মুকুট ।

ঘোষ বাবুদের দুর্গা দালান। মাত্র ১০ টাকা করে এন্ট্রি ফি। এখানে দেখলাম গোপন সুরঙ্গ পথ। কেয়ারটেকারের সাথে কথা বললে শুনবেন মাটির নিচে রয়েছে গুমঘর। এটাই তার সুরঙ্গ পথ যা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভগ্নপ্রায় দুর্গা দালানটি এখন বেশ কিছুটা সারানো হয়েছে।

টাকি পিকনিক স্পট যেটি ঘোষদের ঠাকুর বিসর্জনের ঘাট নামেও পরিচিত।

তারপর চলে আসলাম ত্রিশক্তি কালীমন্দির দেখতে। যদিও সেটি বন্ধ ছিল। এখানে মা কালী তিনরূপে অধিষ্ঠান করছেন, রয়েছে নবনির্মিত এক মন্দির।

এরপর আসবেন তিন নদীর মিলনস্থল দেখতে। ওপার বাংলায় যার তীরে গড়ে উঠেছে একটি সুসজ্জিত পার্ক। যেটি এদিক থেকেও দেখা যায়।

নোকো করে আসলেও আপনি ওই

সম্পাদক সমীপেষু

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু

বিভীষিকাময় ৬ আগষ্ট হিরোশিমা পরমানু বোমা বিস্ফোরণের দিন। ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট আমেরিকা, জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহর দুটিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। যুদ্ধের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে লজ্জাজনক কাজ হিসাবে ৭৮ বছর পরেও, এই চিহ্নগুলি এখনও তাজা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের গতি পরাহত করতে আমেরিকা বোমা ফেলেছিল, কিন্তু তা করতে গিয়ে এক নজিরবিহীন ধ্বংসের সূচনা ঘটেছিল। প্রায় ১,৬৬,০০০ মানুষ হিরোশিমা শহরে এবং প্রায় ৮০,০০০ মানুষ নাগাসাকিতে মারা গিয়েছিলেন। ভয়ঙ্কর সেই বোমা বিস্ফোরণের প্রভাব আজও উভয় শহরেই দেখা যায়। বোমা বিস্ফোরণে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে একটি অন্যতম নাম হল , সুতমু ইয়ামাগুচি। তিনি সেই বিরল ব্যক্তি যিনি একটি নয়, দু' দুটি পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ থেকে বেঁচে ফেরেন। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি। ৬ই আগস্ট তিনি হিরোশিমাতে ছিলেন এবং তিন দিন পরে নাগাসাকিতে ছিলেন। দুবার-ই আমেরিকার ফেলা বিধ্বংসী পরমাণু বোমার ফলস্বরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান তিনি।

সুতমু ইয়ামাগুচি ছিলেন একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার যিনি মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানিতে চাকরি করতেন। ইয়ামাগুচির দপ্তর নাগাসাকিতে ছিল। তবে প্রথম বোমা ফেলার সময় তিনি কাজের সূত্রে হিরোশিমায় ছিলেন। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল সোয়া ৮টার দিকে ইয়ামাগুচি তাঁর কাজের জায়গায় যাওয়ার সময় বিমানের আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, হিরোশিমা শহরের উপর দিয়ে একটি বি -২৯ বোমারু বিমান উড়ছে। তারপর তিনি দেখেন দুটি প্যারাশুটের সঙ্গে আটকানো একটি ছোট্ট জিনিস বিমান থেকে নেমে আসছে। 'লিটল বয়' নামে পরিচিত ১৩ কিলোটনের ইউরেনিয়াম পারমাণবিক বোমটি হিরোশিমা শহরের বেশিরভাগ ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিস্ফোরণের জায়গা থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে ছিলেন ইয়ামাগুচি। বিস্ফোরণের প্রতিক্রিয়ায় তিনি ছিটকে একটি গর্তের মধ্যে পড়েন। বিস্ফোরণে তার কানের পর্দা ফেটে যায়, সাময়িক অন্ধত্ব ঘটে। শুধু তাই নয়, পরমাণু বোমার তেজস্ক্রিয়তায় তার শরীরের ঊর্ধ্বাংশের বাঁ দিক পুড়ে যায়। চিকিৎসা শেষে তিনি তার সহকর্মীদের সন্ধান করতে যাত্রা করেন নাগাসাকিতে। চিকিৎসা শেষে অফিসের খবর নিতে ইয়ামাগুচি নাগাসাকিতে ফিরে আসেন এবং ৯ আগস্ট দ্বিতীয় বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয় নাগাসাকির উপর। যুদ্ধে ব্যবহৃত দুটি পারমাণবিক বোমার মধ্যে দ্বিতীয়টির কোড নাম ছিল 'ফ্যাট ম্যান'। প্রথমে দ্বিতীয় বোমাটির বিস্ফোরণ হওয়ার কথা ছিল ফুকুওকার কোকুরা শহরে। কিন্তু সেখানে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার ফলে নাগাসাকি শহরকে নির্বাচন করা হয়। এই বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩৫,০০০ থেকে ৪০,০০০ এর মধ্যে ছিল। সেই সঙ্গে কয়েক হাজার মানুষ দীর্ঘমেয়াদী তেজস্বকীয়তার প্রভাবের মারা যান। সুতমু ইয়ামাগুচি নাগাসাকি বিস্ফোরণের পর প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন এবং এক সপ্তাহ ধরে বমি করতে থাকেন। যুদ্ধের পরে, তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে পরিবার শুরু করেন এবং তাঁর দুটি কন্যা সন্তানও জন্মায়। তিনি পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি ২০০৯ সালে হিরোসিমা নাগাসাকি দুই শহরের বোমা বিস্ফোরণের হাত থেকে বেঁচে ফেরার জন্য আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পান। তিনি একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যে জাপান সরকার কর্তৃক ডাবল হিবাকুশা স্বীকৃতি পান। - **অরুণাভ সেন**

বিপর্যয় মোকাবেলা টিমের সঙ্গে গ্রাম ঘুরলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ আগস্ট ঃ বিপর্যয় মোকাবেলা টিমের সঙ্গে লাইফ জ্যাকেট গায়ে পরে গ্রাম ঘুরলেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ। বৃষ্টি থামলেও সব জায়গাই এখনও জল নামেনি। তাই বন্যাপ্লাবিত গ্রাম গুলো সরেজমিনে ঘুরে দেখলেন তিনি। সকাল হতেই তিনি পৌঁছে যান লাভপুরের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। যেহেতু গ্রাম গুলো যাওয়ার রাস্তা ভেঙে গেছে তাই নৌকা করে তিনি গ্রামের ভেতরে পৌঁছে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন। জানতে চান, তাদের প্রয়োজন। প্রাথমিকভাবে তাদের হাতে চাল- ডাল তুলে দেওয়া হয়েছে। সভাধিপতির সাথে উপস্থিত ছিলেন লাভপুরের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শিশুতোষ প্রামাণিক। সভাধিপতি ফাইজুল হক জানান, পঞ্চাশের বেশি বাড়ি ভেঙেছে। প্রচুর ছোট- বড় কাঁচা পাকা রাস্তা ভেঙে গেছে। চাষযোগ্য কয়েকশো হেক্টর জমি জলের তলায় চলে গেছে। যেখানে চাষীদের পক্ষে আর চাষ করা সম্ভব হবে না। ফলে কার্যত স্থানীয় চাষীরা অত্যন্ত আর্থিক লোকসানের মুখোমুখি হতে চলেছে। কাজল ওরফে ফায়েজুল বলেন, গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট আধিকারিকরা পাঠিয়েছেন। রাজ্য সরকার মানুষের পাশেই আছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকার কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই অতি বৃষ্টির ফলে তাদেরকে যথাযথ সাহায্য নিশ্চয়ই করবেন। সভাধিপতির সহযোগে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঠিবা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্লাবিত প্রত্যেকটি গ্রাম বাসিন্দা কে খাদ্য সামগ্রী ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য তুলে দেয়। জন্য সভাধিপতি মমতা প্রত্যেকবার বর্ষার সময় অতি বৃষ্টির কারনে এই গ্রামগুলো অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে আমরা আবেদন করব এর একটা বিধি ব্যবস্থা করার জন্য।

জল্পেশের শ্রাবণী মেলায় পুণ্যার্থীদের রেকর্ড ভিড়, ভাঙল ব্যারিকেড

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির জল্পেশের শ্রাবণীমেলায় ভিড়ের চাপে ভাঙল ব্যারিকেড। কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলেও পুলিশের তৎপরতায় তা নিয়ন্ত্রণে আসে। ভিড়ের চাপে বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। মঙ্গলবার জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, রবিবার রাত থেকে সোমবার পর্যন্ত জল্পেশে পাঁচ লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে। মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সম্পাদক গিরিন্দ্রনাথ দেব বলেন, 'শ্রাবণীমেলার ইতিহাসে সবথেকে বেশি ভিড় হল এই সোমবার। ভিড়ের চাপে কয়েকটি ব্যারিকেড ভেঙেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমরা মন্দিরে প্রবেশের জন্য যে টিকিট ছিল কাউন্টার তা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হই।' শ্রাবণ মাসের তৃতীয় রবিবার থেকেই জল্পেশে পুণ্যার্থীদের ব্যাপক ভিড়ের অনুমান করা হয়। দেড় থেকে দুই লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হবে বলে আশা করেছিল মন্দির কমিটি ও প্রশাসন। তবে সেই আশাকে ছাপিয়ে যায় সোমবারের ভিড়। রবিবার রাত থেকেই পুণ্যার্থীদের লাইন মন্দির থেকে কয়েক কিলোমিটার ছাড়িয়ে যায়। এশিয়ান হাইওয়ে ও ইস্ট - ওয়েস্ট করিডরের চারলেনের রাস্তাতেও ভিড়ের চাপ যথেষ্ট টের পাওয়া গেছে। পুণ্যার্থীদের হুড়োহুড়ির চাপে মন্দিরে প্রবেশের টিকিট কাউন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত জল্পেশে যে ভিড় ছিল আগের তুলনায় অনেক বেশি। রাত সাড়ে ৩ টা নাগাদ ভিড়ের চাপে জল্পেশ মন্দিরের সদর গেট হাতিদুয়ারের বাঁশের ব্যারিকেড ভেঙে যায়। তারপর সিকিউরিটি গেটও ভেঙে যায়। ঠিক তারপরেই লোহার ব্যারিকেড ভেঙে হাজার হাজার পুণ্যার্থী একসঙ্গে মন্দির চত্বরে ঢুকতে থাকেন। ভিড়ের চাপে অসুস্থ পুণ্যার্থীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দিরের ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত রাতভর কাজ করেন। পুলিশ সুপারের বক্তব্য, 'রবিবার রাত থেকেই পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়তে থাকে। পুলিশের সক্রিয়তায় কোনও অশান্তি বা দুর্ঘটনা ঘটেনি।'

গত ৪ আগস্ট ২০২৪ সন্ধ্যায় পুরুলিয়া শহরের MM High school এ কবি হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় এর চতুর্থকাব্য গ্রন্থ গাঁ গরামের কথকতা র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মোড়ক উন্মোচন করেন সিধু কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার নচিকেতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির কবিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেন সাহিত্যিক সুনীল মাহাতো, বিনায়ক ভট্টাচার্য্য, দিলীপ গোস্বামী, বাংশীধর কুমার, শশাঙ্ক শেখর দত্ত প্রমুখ। সভা টি সঞ্চালনা করেন জগন্নাথ দত্ত মহাশয় শ্রাবন্তী ঘোষ মণ্ডলের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। প্রায় ৪০জন কবির কবিতা পাঠে অনুষ্ঠান টি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ।

ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার পুরশুড়ার হরিনখোলায় বানভাসিদের ত্রান শিবিরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণে রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। মঙ্গলবার পুরশুড়ায় রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, আরামবাগ বন্যা পরিস্থিতির নোডাল অফিসার ওঙ্কার সিং মিনা, এম এল এ রামেন্দু সিংহরায়, এম,পি মিতালী বাগ, হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য, হুগলি জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া ও এস,পি কামানাশিষ সেন সহ এস, ডিপিও ও বিডিও দের এবং জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক এবং বিগত কয়েকদিনের অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, অতিরিক্ত জলোচ্ছ্বাসে গৃহহীন বহু মানুষদের হাতে কিছু খাবার সামগ্রী তুলে দেওয়া হল। বন্যা কবলিত এলাকাসহ বাঁধ পরিদর্শন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন। এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বললেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বন্যা কবলিত এলাকা গুলি আমরা ঘুরে ঘুরে দেখছি, সঙ্গে ডিএম অফিসার পুলিশ সুপার বিধায়ক এমপি ও আধিকারিকরা আছেন যারা বন্যাকবলিত তাদের ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে ও খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বাঁধের উপর। যারা আছেন তাদেরকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন ফ্লাড সেন্টারে যান তাদের জন্য সব রকম সহযোগিতা করা হচ্ছে এছাড়া প্রশাসন এক বৈঠকেও বসেছেন গোঘাট আরামবাগ পুরশুড়া খানাকুল সহ বন্যাকবলিত এলাকার মানুষদের পাশে আমরা সবাই আছি।

বিচার বিভাগের উচ্চ আদালতে
মাদ্রাসে
(মূল এখতিয়ার)
C. A. নং ২০২৪ সালের ১২৩ থেকে ১২৫ পর্যন্ত
ভিতরে
সিপি নং ২০০০ এর ৭৩
বিষয়টিতে কোম্পানি আইন, ১৯৫৬
এবং
ব্যবস্থার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে /
MIs স্টার্লিং ট্রি মধ্যে আপস
ম্যাগনাম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এবং
প্রচুর গ্রাহক - থেভারাম প্রকল্পের অধীনে
কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৪৪৬

অনুমোদনের জন্য আহ্বান জানানোর বিজ্ঞপ্তি / এর প্রকল্পে আপত্তি

আপস

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে মাদ্রাজের মাননীয় হাইকোর্টের ৩০.০৪.২০২৪ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা, কোম্পানিকে কোম্পানি এবং সেই LOT গ্রাহক পাওনাদারদের মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা / ব্যবস্থার স্কিমটি প্রচার করতে হবে, যারা জমির মালিকদের টেককুইটিতে বিনিয়োগ করেছে। থেভারাম প্ল্যান্টেশনে সেগুন গাছের শংসাপত্রগুলি বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে, এবং উপযুক্ত মনে হলে, উল্লিখিত কোম্পানির থেভারাম প্ল্যান্টেশন জমির মালিকদের টেককুইটিতে উল্লিখিত কোম্পানি এবং এর অরক্ষিত গ্রাহক ঋণদাতাদের মধ্যে প্রস্তাবিত সমঝোতা / ব্যবস্থা অনুমোদন করার জন্য। এই পদক্ষেপটি মাদ্রাজের মাননীয় হাইকোর্ট নিয়োগ করার পরবর্তী পদক্ষেপ
i) ফেব্রুয়ারী ২০১৪ এ কোম্পানির জন্য অস্থায়ী লিকুইডেটর হিসাবে অফিসিয়াল লিকুইডেটর
ii) জুন ২০২৩-এ প্রশাসক (তিরু বিচারপতি কে. কল্যাণসুন্দরাম, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, মাদ্রাজ হাইকোর্ট)

উল্লিখিত আদেশগুলি অনুসরণ করে এবং মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে, এতদ্বারা আরও নোটিশ দেওয়া হল যে উল্লিখিত অসুরক্ষিত গ্রাহক পাওনাদারদের কাছ থেকে অনুমোদন / আপত্তি আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি।

উল্লিখিত সমঝোতা / ব্যবস্থার অনুলিপি এবং ধারা ৩৯৩ এর অধীনে বিবৃতির অনুলিপি মাননীয় হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকের অফিসে ১০ নং, দ্বিতীয় তলা, কোন্ডি চেট্টি স্ট্রিটে বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। জর্জ টাউন, চেন্নাই-৬০০০০১ এবং ওয়েবলিংকঃ https://docs.google.com/forms/d/1SHoChQPaGQ8_bXJKPFIB_8FEE1ESZ6c9eVDIMLzSRcw/edit ওয়েবসাইট পাওয়া যাবেঃ **www.administratorco73of2000.in**। কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর ধারা ৩৯৩ এর অধীনে সমঝোতা / ব্যবস্থা এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির স্কিম এর অনুলিপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে।

LOT Teakquity গ্রাহকের পাওনাদাররা ২২ আগস্ট ২০২৪ বা তার আগে সংযুক্ত ফর্মে (ডাক প্রিপেইড বিজনেস রিপ্লাই ইনল্যান্ড লেটার এবং / অথবা ওয়েবসাইটঃ **www.administratorco73of2000.in** এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছে) প্রস্তাবিত স্কিমটির অনুমোদন / অস্বীকৃতি পাঠাতে পারে।

স্থানঃ চেন্নাই — **স্বা /- প্রশাসক**
তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৪

জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করে রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ এর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ আগস্ট ঃ মালদা মানিকচক রেশন বন্টনে অনিয়ম এবং জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত ঘোষণা করে রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ-এর অভিযোগ তুলে রেশন ডিলারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ রেশন গ্রাহকদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মালদার মানিকচকের নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খোয়েরতোলা পোদ্দার পাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ পোদ্দারপাড়া এলাকায় রেশন সামগ্রী বন্টনের জন্য পৌঁছায়। সেখানেই রেশন গ্রাহকদের ক্ষোভের মুখে পড়েন রেশন ডিলার পিন্টু সাহা। রেশন গ্রাহকদের অভিযোগ, জীবন্ত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ এমনকি কম পরিমাণে রেশন সামগ্রী বিতরণ সহ রেশন বন্টনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান রেশন গ্রাহকরা। তাদের দাবি সঠিকভাবে রেশন বিতরণ করুক রেশন ডিলার। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মানিকচক থানার পুলিশ। পুলিশে হস্তক্ষেপে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে আসে।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

(i) NIT No. 420/PHE(C)/BMC (2nd Call), Dated: 06.08.2024. (ii) NIT No. 421/PHE(C)/BMC, Dated: 06.08.2024. (iii) NIT No. 422/PHE(C)/BMC, Dated: 06.08.2024. e-Tender has been invited for Different type of water related job at different location of different wards under BMC. For details, please **follow Tender Id (i) 2024_MAD_729457_1 and 2 (ii) 2024_MAD_729443_1 (iii) 2024_MAD_729410_1 To 5 in www.wbtenders.gov.in** Office Notice Board **Last date of Bid submission- (i) to (iii) 22/08/2024 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of the Pradhan
Ichag Gram Panchayat
Vill: Ichag, P.O.: Ichag P S Jhalda I, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No.-01/ICH/2024-25, Date: 06/08/2024

For and on behalf of the Ichag Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-Tendering for 11 (Eleven) Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) 23/08/2024 up to 12.00 Hours. Time & date for opening technical Bid/ Bids Online: 23/08/2024 at 12 Hours. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Ichag Gram Panchayat

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.- Keotara, Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER
No. 278/Abuj-I/2024-2025

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for 4 (Four) Nos. similar works. Last date of submission of Bid 16/08/2024 up to 04.55 p.m. Technical Bid Opening Date 20/08/2024 up to 11.00 am. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "Different types of electrical works in different wards under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE, (E&M) Deptt. BMC vide **NIT No. : 121/PHE(E&M)/BMC, Dated : 06.08.2024** & Tender ID : **2024_MAD_729037_1 and 2**. Last Date of Bid Submission : **22.08.2024** up to **15:00 Mrs.** Details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in Office Website & Notice Board only. Please visit : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
EE, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

Electronic tender(**id: 2024_PGEC_728008_1**) are invited by the Principal, Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia -723103 for Arrangement of logistics (Fooding, lodging and transport) and supply of kit(Backpack, pen drive, notebook, pen and plastic folder) in the month of Aug-Sep,2024. The details of which is available in website and office of the College from 05/08/2024. Last date of submission of tender is 19/08/2024.

Sd/- Principal
Ramkrishna Mahato Government Engineering College, Purulia

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT
P.O:- ANKRI SRIRAMPUR, PS:-PURSURAH, DIST:- HOOGHLY, PIN:- 712401
(Under Pursurah Block)

NOTICE INVITING e-TENDER 02/2024-2025
Notice inviting competitive e-Tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited for execution of the 16 (Sixteen) Different works. Closing Date of Tender paper Submission (Online) 12/08/2024 at 12.00 PM. The Technical bid & Financial Bid will be open:- 14/08/2024 at 12.10 PM.
NOTICE INVITING e-TENDER 03/2024-2025
Notice inviting competitive e-Tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited for execution of the 30 (Thirty) Different works. Closing Date of Tender paper Submission (Online) 17/08/2024 at 12.00 PM. The Technical bid & Financial Bid will be open:- 20/08/2024 at 12.10 PM. For details please visit office of the undersigned or visit website.

Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
03/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Sweeping, Cleaning including supply pf materials for 19 Nos Toilets at Banabitan Park for the month of July'2024 to March'2025**	**07.08.2024**	**14.08.2024**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works : **(1)** Emergent Repairing of Chamber, Court Room & Corridor of JUDICIAL MAGISTRATE, 4th Court Howrah with some other allied works during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.1,29,462/-**. **(2)** Emergent replacement of damaged roof shed with some other allied works at District Collectorate Building premises, Howrah during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.3,02,907/-**. **(3)** Renovation work of the chamber of Deputy Commissioner of Police (North) and some other allied work near Badhaghat, Howrah during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.4,05,477/-**.

N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_30/2024-2025, Tender ID : 2024_WBPWD_729345_1/2/3. Bid Submission Start Date (online) : **07.08.2024** up to **10:00 A.M.** Bid Submission End Date (online) : **14.08.2024** upto **13.00 P.M.**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091
E-Tender Notice

Memo No-1527/WS/SD — **Dated-06/08/2024**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT9/8e/24 and Tender Id No - 2024_MAD_728854_1 to 3 for supply of pipe, strainer, fidder pillar & etc. for sinking of tube well at w-16 & 4 under 15 th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: 27/08/2024 at 11:00 hrs. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

আগস্ট' ২০২৪ মাসের জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

লামডিং ডিভিশনের অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ের বর্জিত সামগ্রী বিক্রির জন্য **আগস্ট' ২০২৪** মাসের জন্য নিম্নবর্ণিত হিসেবে তারিখে ই-নিলাম অতিরিক্ত কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে।

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	আগস্ট' ২০২৪	০৮/০৮/২০২৪ ও ২৯/০৮/২০২৪

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলাম কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-592/ 2024-25 (Sl No. 1-6)	22/08/2024 up to 5.00 PM

For details please see at the website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman, Habra Municipality

Nasibpur Gram Panchayat

Nasibpur, Singur, Hooghly
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Reference No.: NGP/215/2024, NGP/216/2024, Date: 06.08.2024.** Date of Tender Published : **06.08.2024.** Last Date & Time of Tender Document subbmission : **16.08.2024 upto 05.00 PM.** Date of Tender Opening : **20.08.2024 at 02:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
07/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supply of Indoor Plants & Ornamental Plants at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.**	**07.08.2024**	**14.08.2024**
08/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supply of safety article for worker at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.**		
09/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supply of dry farmyard manure, compost manure, tub at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.**		
10/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supply of winter season seed and seedlings at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.**		
11/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supply of Lawn Mower and Brush Cutter at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.**		
12/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supplying and Planting of different plant/trees at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.**		
13/GPW/WBFDC/2024-25(2 nd Call)	**Supply of Garden Pipe at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan UFR Range.**		

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ ই-টেন্ডার/২০২৪/২৪, তারিখ ঃ ০৫.০৮.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সামগ্রীর পাশে উল্লিখিত তারিখে **বেলা ৩.০০টার** আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যেটি **দুপুর ৩.৩০ মিনিটে** খোলা হবে। ক্র.সং.-১। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-২৮-২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়ার ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় খড়গপুর-ভদ্রক সেকশনে ৩ বছরের জন্য এএমসি সহ ব্রিজ নম্বর ১৭৬ আপ, ২০৮ আপ, ২৩৪ ডাউন, ২৩৫ ডাউন, ২৬০ ডাউন ও ২৬১ ডাউন-এ ওয়াটার লেভেল মনিটরিং সিস্টেমের সংস্থান। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৯,৬৭,৮৮২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫৯,৪০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। ক্র.সং.-২। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-২৯-২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধীনে খড়গপুর ডিভিসনের খড়গপুর-রূপসা শাখায় বর্তমান পাইপড্ ব্রিজের (১০টি) বদল। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৮২,৯২,৮৮৩.৮২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৯১,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.সং.-৩। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩০-২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই (ওয়ার্কস)/বালেশ্বর-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় রূপসা-রানিতাল শাখার জন্য ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ শেষ হওয়া সময়কালের জন্য, একটি কাজের অর্থমূল্য ৫,০০,০০০ টাকার অধিক নয় এই সাপেক্ষে নতুন কাজ সম্পাদন, বর্তমান কাঠামো সংযোজন ও সংস্কার, বিশেষ মেরামতি কাজ, ভবন নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৭,২০,৫০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৮,৬০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। ক্র.সং.-৪। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩১-২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** এসএসই (ওয়ার্কস)/বালেশ্বর-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় রূপসা-বাংরিপোসি শাখার জন্য ৩০.০৬.২০২৬ তারিখ শেষ হওয়া সময়কালের জন্য, একটি কাজের অর্থমূল্য ৫,০০,০০০ টাকার অধিক নয় এই সাপেক্ষে নতুন কাজ সম্পাদন, বর্তমান কাঠামো সংযোজন ও সংস্কার, বিশেষ মেরামতি কাজ, ভবন নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৩,০৭,০০০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৮৬,১০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। ক্র.সং.-৫। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩২-২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় নয়টি (৯) স্টেশনে আরসিসি ওভারহেড ট্যাঙ্ক (১,০০,০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন) দ্বারা বয়স অতিক্রান্ত/জীর্ণ স্টিল ট্যাঙ্কসমূহের বদল। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১০,১৪,২৮,৭২১.২৫ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৬,৫৭,২০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। ক্র.সং.-৬। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৩-২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধীনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় রিমোট অপারেটেড রোবোটিক ভেহিকল (আরওআরভি) দ্বারা ৮টি ব্রিজের আন্ডার ওয়াটার ইন্সপেকশন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৫৪,৩৩৩.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১৯,১০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৪ মাস। ক্র.সং.-৭। টেন্ডার সংখ্যা ঃ ই-কেজিপি-সাউথ-৩৪-২০২৪। **কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন (সাউথ)/খড়গপুর-এর অধিক্ষেত্রের আওতায় খড়গপুর ডিভিসনে খড়গপুর-ভদ্রক শাখায় থ্রু রেল রিন্যুয়াল (প্রাইমারি), যথা ৬৫.৫৩৯ কিমি.-এর টিআরআর(পি)-এর কাজ সম্পাদন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,১৪,৯২,৮৪৪.২১ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩,৫৭,৫০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা (ক্র.নং. ১ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। **খোলার তারিখ ঃ** ১৯.০৮.২০২৪ (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য) ও ২৯.০৮.২০২৪ (ক্র.নং. ৫ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ০৫.০৮.২০২৪ থেকে ১৯.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ১ থেকে ৪ প্রতিটির জন্য) ও ১৫.০৮.২০২৪ থেকে ২৯.০৮.২০২৪ তারিখ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত (ক্র.নং. ৫ থেকে ৭ প্রতিটির জন্য)। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-453)**

ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L25199WB1990PLC048791
রেজি অফিসঃ বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩ ৫১৩
হেড অফিসঃ ৪১০, ভারদান বিল্ডিং, ২৫এ, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ইমেইলঃ krypton@kryptongroup.com ওয়েবসাইটঃ www.kryptongroup.com

যার জন্য এটা উদ্বিগ্ন হতে পারে

নোটিশ এতদ্বারা সমস্ত শেয়ারহোল্ডার, গ্রাহক, ব্যবসায়িক সহযোগী, ক্লায়েন্ট, স্টেকহোল্ডার এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি এবং জনসাধারণের সদস্যদের দেওয়া হল যে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ তাদের ০৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়, অর্থাৎ সোমবার পাস করেছে। FSEZ, সেক্টর ১, প্লট নং ৩১ এবং ৩২, ফলতা, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩ ৫০৪ ভারত থেকে বঙ্গনগর, ডায়মন্ড হারবার রোড, ফলতা, ২৪-এ অবস্থিত প্রাঙ্গণ থেকে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস স্থানান্তর করার জন্য একটি প্রস্তাব পরগণা (দক্ষিণ), ৭৪৩ ৫১৩ ০৫.০৮.২০২৪ থেকে কার্যকর। ভবিষ্যতের সমস্ত চিঠিপত্র এবং যোগাযোগের জন্য উপরের মত নতুন যোগাযোগের বিশদ নোট নিতে আপনাকে অনুরোধ করছি।

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে,
ক্রিপটন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
স্বা /- জয় সিং বারদিয়া
পরিচালন অধিকর্তা

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৬.০৮.২০২৪

E-Tender

N.I.T. NO: DOH/HOW/MELA/NIT-02/2024-25 & N.I.T. NO: DOH/HOW/MELA/NIT-01/2024-25 is invited by the DO Handloom, Howrah from bonafied bidders for temporary enectrical work & Pandel work at Belur Tant Bastra Mela, Bid Submission end date : 14-08-2024. Amount of tender-Rs.2,17,832/- & Rs. 5,04,758/- including GST & Cess. Please visit www.wbtenders.gov.in for detail.

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/ Bidder for **NIeT No-2/2024-25, Memo No.- 307AGP Dated-06/08/2024 and NIeT No-3/2024-25, Memo No.- 3013/AGP Dated- 06/08/2024** of the The Prodhan, Amritakhanda Gram Panchayat, Kamarpara, Dakshin Dinajpur. Details are shown in eprocurement website **www.wbtenders.govin** & **www.ddinajpur.nic.in** The Last Date for submission of tender upto 17/08/2024 at 05.00 P.M

Sd/- The Prodhan
Amritakhanda Gram Panchayat, Kamarpara, Dakshin Dinajpur

গুডস য়ার্ড সুবিধার উন্নীতকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/জিএসইউ/১৩ অফ ২০২৪ তারিখঃ ০২-০৮-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** পূর্ণিয়া জংচনঃ ওয়াটার বুথ, সিসিটিভি বৈদ্যুতিক কাজের ব্যবস্থা এবং চতুর্দিকের এলাকার উন্নয়ন আদি ধরণের গুডস য়ার্ড সুবিধার উন্নীতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৬১,৩১,৬২৭.৭৮ টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ২,৩০,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৭-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ২৭-০৮-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ২৭-০৮-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা (গতি শক্তি), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LN/EL
লি এণ্ড নি সফটওয়্যার (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
CIN: L70102WB1988PLC045587
রেজিডি অফিসঃ
১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭
ইমেইল আইডিঃ info@lnsel.com
ওয়েবসাইট ঃ www.lnsel.com
ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪ ফ্যাক্সঃ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৭-এর সাথে পঠিত রেগুলেশন ২৯ এবং ৩৩ অনুসারে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একটি সভা মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ জুন, ২০২৪-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্বতন্ত্র এবং একত্রিত) বিবেচনা করা, অনুমোদন করা এবং রেকর্ড করা।
বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক ফলাফলের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.lnsel.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

লি এণ্ড নি সফটওয়্যার (এক্সপোর্টস) লিমিটেডের এর জন্য
স্বা /- প্রীতিকা গুপ্তা
(কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭.০৮.২০২৪

OFFICE OF THE PRODHAN
MASHAT GRAM PANCHAYAT
(UNDER CHANDITALA-1 BLOCK & PANCHAYAT SAMITI)
Vill+PO:-Mashat, Dist: Hooghly, Pin-712701
E-mail ID: mashatgp@gmail.com
Memo No:- (i) 469/MGP/2024, (ii) 470/MGP/2024, Dated:-06.08.2024
E-QUOTATIONS/E-TENDERS NOTICE

Notice is hereby invited by the Prodhan, Mashat Gram Panchayat for the total 3 (Three) Nos. different works. Document download & sale starting(Online) 07.08.2024 at 18.00 PM. up to 16.08.2024 at 15.00 PM. Last date of submission of Bid proposal (online) 16.08.2024 at 15.00 PM. Bid opening date (online): 19.08.2024 at 15.00 AM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Mashat Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (BR-XI), KMC invites e-tender online for the following works:

(1) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/13/2024-25
Name of the Work : **Improvement of 150 & 100 mm dia water supply service pipe line pressure with ancillary works at Baghajatin Place, Rabindrapally A and B Block different bye lanes in Ward No. 101, BR-XII**; Estimated Amount : **Rs. 2,43,314.47;** Earnest Money : **Rs. 4,900.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(2) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/14/2024-25
Name of the Work : **Development of water supply networks by supplying and laying 150 mm dia D.I. pipe at Babu Para from premises no. 41 Babu Para Purboputiary to Dr. Asim Chandra in Ward No. 114, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 2,97,915.17;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **30 Days**;

(3) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/15/2024-25
Name of the Work : **Improvement of water supply grid line by providing 150 mm dia D.I. pipe by replacing damage PVC pipe at 145 Hari Sava Math to 69 Brahmapur Road in Ward No. 112, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 2,94,956.65;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(4) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/16/2024-25
Name of the Work : **Improvement of water supply networks by replacing 100 mm dia, PVC & old CI pipe by laying of 100 mm dia. DI pipe at Katyayani Mandir to D/3 and 36/5 to 11/C Shivaji Road in Ward No. 102, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 2,42,601.75;** Earnest Money : **Rs. 4,900.00**; Period of Completion : **28 Days**;

(5) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/17/2024-25
Name of the Work : **Development of water supply service line by providing 150 mm dia D.I.pipe by replacing damage PVC pipe at 427 to 90 Kalitala Park in Ward No. 113, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 2,55,231.46;** Earnest Money : **Rs. 5,200.00**; Period of Completion : **21 Days**;

(6) NIT No.: EE(WS)/BR-XI/NIeT/18/2024-25
Name of the Work : **Replacement of 100 mm dia CI PI by laying of 100 mm dia DI pipe at 20 Bansdroni to 2 no Sarat Pally and H/OF Tipu Chowdhury to H/OF Nabu Das (Sarat Pally) in Ward No. 113, BR-XI**; Estimated Amount : **Rs. 2,46,042.03;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **20.08.2024 at 5 p.m./23.08.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 6); The bid forms and other details are available on and from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 6)

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender online for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/West/W69/T-01/2024-25
Name of the Work : **Development of F.W. Supply by laying of new 100 mm dia. D.I. pipe from premises no. 21 to 25 Chakraberia Lane, 13D to 9A Paddapukur Lane, and 46A to 46D Hazra Road in Ward No. 69**; Estimated Amount : **Rs. 2,21,683.00;** Earnest Money : **Rs. 4,435.00**; Period of Completion : **10 Days**;

(2) NIT No.: KMC/WS/West/W69/T-03/2024-25
Name of the Work : **Maintenance of filtered water supply at different places in Ward No. 69**; Estimated Amount : **Rs. 3,49,292.00;** Earnest Money : **Rs. 6,990.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **17.08.2024 at 1 p.m./20.08.2024 at 1.30 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in** & **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Director General (Water Supply), KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):

NIT No.: KMC/WS/PMU/M2M SIM/24-25/02 (2nd Call)
Name of the Work : **M2M SIM connection service for the electronics flow & pressure monitoring equipment under Water Supply Department (PMU)**; Estimated Amount : **Quotation;** Earnest Money : **Rs. 9,600.00**; Time of Completion : **36 Months**; Last Date and Time of Online Submission of Tender : **28.08.2024 at 1 p.m.**; The tender will be opened on : **30.08.2024 at 1 p.m.**; For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: WS/GRWW/WTP-II/03/2024-25/06
Name of the Work : **Replacement of necessary spare for main L.T. distribution panel at MCC room including other electrical works at Annex Building under WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 2,44,476.00;** Earnest Money : **Rs. 4,890.00**; Period of Completion : **12 Days**;

(2) NIT No.: WS/GRWW/WTP-II/10/2024-25/03
Name of the Work : **Replacement of damaged air compressor pipe line and jet wash line for clarifier no. 3 with other allied works at WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 1,41,557.00;** Earnest Money : **Rs. 2,832.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **27.08.2024 at 2 p.m./29.08.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

The Executive Engineer (Water Supply), BPS, KMC invites e-tender online quotation two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/GMBPS/24-25/05 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of 6 KV HT motor no. 02 at Gandhi Maidan Booster Pumping Station**; Estimated Cost : **Rs. 2,95,418.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **7 Days**;

(2) NIT No.: KMC/WS/CHETLABPS/24-25/04 (1st Call)
Name of the Work : **Renovation of office space at Chetla Booster Pumping Station**; Estimated Cost : **Rs. 2,70,693.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **7 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **20.08.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); Tender will be opened on : **22.08.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **07.08.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 & 2); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 & 2)

364/24-25

ভ্রমণ

বেড়াতে গেলে উড়োজাহাজে যে কাজগুলো করবেন না

কাজের প্রয়োজনে কিংবা অবসরযাপনে উড়োজাহাজে চেপে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাতায়াত করেন অনেকেই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে তবেই এই বাহনে যাতায়াতের সুযোগ মেলে। সে তো পুরোদস্তুর কাগুজে নিয়মকানুন। সব কথা তো আর কাগজে লেখা থাকে না। নিজের স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতে কিছু ব্যবস্থা নিজ থেকেই করে রাখা ভালো। আর বহু যাত্রীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে যে যাত্রা, তার কিছু অলিখিত বিধিবিধানও থাকে।

যেসব কাজে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়

সিটবেল্ট না বেঁধে কখনোই ঘুমাবেন না। ঘুমের মধ্যে হঠাৎ ঝাঁকুনির কারণে আপনি পড়ে যেতে পারেন। বিমানে কখনোই খালি পায়ে উঠবেন না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মেঝেতেও জীবাণু থাকে, যা আপনি খালি চোখে দেখতে পাবেন না। নিজ আসনের ওপরে লাগেজ রাখার স্থান ছাড়া অন্য জায়গায় লাগেজ রাখবেন না। যাতায়াতের পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। লাইন ভেঙে আগে নামতে যাবেন না, তাতে হুড়োহুড়ি হয়। সময়ও বেশি লেগে যায়।

আদবকেতা

যে কার্টে করে খাবার ও পানীয় নিয়ে বিমানকর্মীরা আপনার কাছে আসে তা স্পর্শ করবেন না। নিজ হাতে সেখান থেকে খাবার, ন্যাপকিন প্রভৃতি উঠিয়ে নেবেন না। মনে রাখবেন, এই কার্ট থেকেই অন্য যাত্রীদের খাবার ও বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হবে। যাত্রীদের কেউ নিজ থেকে এগুলো স্পর্শ করলে জীবাণু সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। স্বাস্থ্যসচেতন যেকোনো যাত্রীই এতে বিরক্ত হবেন। আসনে, হাতলে বা খাবার রাখার স্থানে পা উঠিয়ে বসবেন না, নিজের আসন সংলগ্ন নির্দিষ্ট জায়গাতেই পা রাখুন। যেখানেসেখানে বর্জ্য ফেলবেন না, বরং বিমানের কর্মী 'ট্র্যাশ ব্যাগ' নিয়ে এলে সেটির ভেতর ফেলুন। শিশুর ব্যবহৃত ডায়াপার বিমানের কর্মীর হাতে ধরিয়ে দেবেন না, ডায়াপারের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ফেলুন। বাথরুম ব্যবহার করতে গিয়ে ভিজিয়ে ফেলবেন না, ব্যবহারের পর কমোডের 'সিট রিং' মুছে দিন। আসনের শ্রেণিবদলের জন্য বিমানের কর্মীদের অনুরোধ করবেন না। বিমানে ঠান্ডা অনুভব করলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য বারবার অনুরোধ করবেন না। মনে রাখবেন, চলন্ত বাহনে যাঁরা অসুস্থ অনুভব করেন, তাঁদের স্বস্তির জন্য বিমানের তাপমাত্রা কমিয়ে রাখা হয়।

খাবারদাবার ও পানীয়ের বিষয়ে যেসব ভুল করা যাবে না দীর্ঘ যাত্রায় অতিরিক্ত চা-কফি খাবেন না। তাতে আপনি স্বস্তিতে ঘুমাতে পারবেন না। তা ছাড়া বারবার প্রস্রাব করতে যেতেও হতে পারে। আপনি যদি কোনো কারণে গড়পড়তা খাদ্যাভ্যাসের চেয়ে ভিন্ন কোনো ধারা অনুসরণ করেন, তাহলে দীর্ঘ যাত্রায় খাবারের উৎসটি কী হবে, তা নিশ্চিত করুন। হতে পারে আগেভাগেই বিমান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রাখতে পারেন, কিংবা নিজের খাবার নিজেও সঙ্গে নিয়ে নিতে পারেন। সঙ্গে আনা খাবার গরম করার প্রয়োজন হলে বিমানের কর্মী আপনাকে সহায়তা করবেন। পানীয় পরিবেশন করার পর তা বদলে দিতে অনুরোধ করবেন না। তার চেয়ে আগেভাগেই জেনে নিন কোন ধরনের পানীয় নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

হাজার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের আয়োজনে বোলপুর পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৬ আগস্টঃ বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে বোলপুর পুরসভা আয়োজন করতে চলেছে হাজার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ। বোলপুর স্টেডিয়ামে এই অনুষ্ঠানের সূচনা হবে বুধবার সকাল সাড়ে আট টায়। বাইশে শ্রাবন সারাদিন নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটকের অনুষ্ঠান। স্থানীয় শিল্পী থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবে। পুরপ্রধান পর্ণা ঘোষ বলেন, আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করি। শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। সেই প্রচেষ্টার কারণে আমরা নিয়মিত রিহার্সাল করেছি।

বাংলাদেশ ভবনের প্রস্তাবিত স্থল থেকে পুরাতন মেলার মাঠে বৃক্ষরোপণ, দেখানো বন্ধ মুজিবরের বায়োপিক

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৬ আগস্টঃ বাংলাদেশে অস্থিরতার কারণে, বাংলাদেশ ভবনের প্রস্তাবিত স্থল থেকে পুরাতন মেলার মাঠে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠিত হবে বলে বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে। স্থগিত হলো মুজিবরের বায়োপিক দেখানো। এই বাংলাদেশ ভবনে রয়েছে মুজিবর রহমানের বহু স্মৃতি বিজরিত স্মারক, ভাস্কর্য ও পুস্তক। ১৯৪১ সালের ৭ অগাস্ট অর্থাৎ ২২ শে শ্রাবন কোলকাতার জোড়াসাকোঁর ঠাকুর বাড়িতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন কবি। এবারও সাতই অগাস্ট পড়েছে বাইশে শ্রাবন। কবি চেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ুক। যদিও তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণ হয় নি। বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক সময় বলেন, '' ২২ শে শ্রাবন থেকে ১৬ অগাস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্র সপ্তাহ পালিত হওয়ার রীতি। গুরুদেবের জীবদ্দশায় প্রথম ১৯২৮ সালের ২১ শে জুলাই বৃক্ষ রোপণ এবং ১৪ জুলাই হল কর্ষণ উৎসব পালিত হয়। স্বয়ং গুরুদেব এর সূচনা করেন। ১৯৪২ সালের পর ২২ শে শ্রাবণ বৃক্ষ রোপণ এবং তার পরের দিন হল কর্ষণ উৎসব পালিত হয়। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নতুন প্রাণের উদ্বোধন। জীবনের পক্ষে শপথ নেওয়া। মৃত্যু শেষ কথা নয়, এক অর্থে রয়ে যাওয়া।

২০২৪-এর জুলাই মাসে পণ্য আনলোডিঙে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের স্থির বৃদ্ধি অব্যাহত

মালিগাঁও, ৬ আগস্টঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে স্থির বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। ২০২৪-এর জুলাই মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা ১০৫৬টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটো, ট্যাংকের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং তার অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ২০২৪-এর জুলাই মাসে

অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৫৯৩টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৫টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৭২টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২৩টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১১টি রেক, মণিপুরে ২টি রেক এবং মিজোরামে ৯টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, ২০২৪-এর জুলাই মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৯১টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৫৫টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়। আনলোডিঙের কাজ আরও সুবিধাজনক করে তুলতে আধুনিক টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধা এবং আরও গুডস শেড চালু করা হয়েছে, যার ফলে সীমিত সময়ের মধ্যে অন্তর্মুখী রেক আনলোড ও খালী করার জন্য গ্রাহক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা উপকৃত হয়েছেন। সমস্ত পর্যায়ে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নঅ্যারাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নাম পরিবর্তন

আমি Sarfiuddin Mandal, Sarifuddin Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Harejuddin Mandal ঠিকানা Barachupria, Hanskhali, Nadia, W.B- 741502, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 05-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Sarifuddin Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sarifuddin Mondal (নতুন নাম) ও Sarfiuddin Mandal, Sarifuddin Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Birendra Jaipuria (পুরাতন নাম) পিতা Rajaram Jaipuria ঠিকানা BJ-5, Salt Lake City, Sector-II, Bidhannagar, W.B- 700091, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 06-08-2024 এর Affidavit no. 32/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Birendra Kumar Jaipuria (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Birendra Kumar Jaipuria (নতুন নাম) ও Birendra Jaipuria (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ajay Kumar Gupta alias Ajoy Kr Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Late Sri Rambabu Gupta ঠিকানা 6/1, Guripara Road, Tangra, S.O., Kolkata-700015, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 06-08-2024 এর Affidavit no. 31/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Ajoy Kumar Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ajoy Kumar Gupta (নতুন নাম) ও Ajay Kumar Gupta , Ajoy Kr Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Shraboni Chakraborty (পুরাতন নাম) স্বামী Prabhat Chakraborty ঠিকানা Vivekananda Nagar Colony, Paschimpara, Sankrail, Podra Howrah-711109 Ld. 1ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া Dated 08-07-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে as Shrabani Chakraborty (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shrabani Chakraborty (নতুন নাম) ও Shraboni Chakraborty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I RATNA DAS, W/O BABAN DAS, R/O WEST NABANAGAR , BIRATI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700051, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RATNA RANI DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT RATNA DAS AND RATNA RANI DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANANNAYA ROY, W/O CHINMOY ROY, R/O 441/22, PARNASHREE PALLY, PS PARNASREE, KOLKATA - 700060, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANANYA ROY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT ANANNAYA ROY AND ANANYA ROY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ISHA AGRAWAL & ISHA AGARWAL, D/O BALRAM AGRAWAL,,DOB-01/01/1997,R/O 7/9, PODDAR NAGAR, HIGH SCHOOL, PO JADAVPUR, PS JADAVPUR, DIST KOLKATA,PIN-700068, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ISHA AGRAWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 06/08/2024, THAT ISHA AGRAWAL & ISHA AGARWAL AND ISHA AGRAWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BALARAM AGRAWAL& BALARAM AGARWAL, S/O GAJADHAR AGRAWAL,D.O.B-20/02/1972, R/O GOL BAZAR, WARD NO 8, MURLIGANJ, DIST MADHEPURA, PIN-852122, BIHAR, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BALRAM AGRAWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 06/08/2024, THAT BALARAM AGRAWAL & BALARAM AGARWAL AND BALRAM AGRAWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NIRAV MEHTA, S/O VASANTRAY MAGANLAL MEHTA, R/O 39/1, GIRISH MUKHERJEE ROAD, BHAWANIPORE, KOLKATA -700025, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRAV VASANTRAY MEHTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT NIRAV MEHTA AND NIRAV VASANTRAY MEHTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK MASRUH ALI, S/O SK DIDAR ALI, R/O MAJHERPARA, KSHIRKUNDI, PS PANDUA, HOOGHLY RURAL -712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK. MASRUHA ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT SK MASRUH ALI AND SK. MASRUHA ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHAIKH KAMALUDDIN, S/O LATE SK HARUN RASHID, R/O VILL TORGRAM, PO PANCHGARA, PS PANDUA, HOOGHLY RURAL -712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMALUDDIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT SHAIKH KAMALUDDIN AND KAMALUDDIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SHABNA ISLAM, WIFE OF MD SHAHID ANWER, RESIDING AT 22 TIRETTA BAZAR STREET,PO-CHITTARANJAN AVENUE , KOLKATA - 700073,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABANA ISLAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024. THAT SHABNA ISLAM AND SHABANA ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,KHAWAJA GHAYASUDDIN, SON OF RASUL AZAM ANSARI, RESIDING AT KHIDDERPORE, PO-KHIDDERPORE, KOLKATA -700023, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED GHAYASUDDIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/08/2024.THAT KHAWAJA GHAYASUDDIN AND MOHAMMED GHAYASUDDIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASHOKE DAW, S/O DHIRENDRA NATH DAW, R/O 13/A, BARANOSHI GHOSH 2ND LANE,NEAR KALI MANDIR, VIVEKANANDA ROAD, BARABAZAR H.O, KOLKATA-700007, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOKE KUMAR DAW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT ASHOKE DAW AND ASHOKE KUMAR DAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I HUSSAINA KHUZEMA BHAI KISHANGANJWALA, W/O MUSTAFA SAIFUDDIN BROACHWALA, R/O 17, TEMPLE STREET, PO PRINCEP STREET, KOLKATA -700072, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HUSSAINA MUSTAFA BROACHWALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT HUSSAINA KHUZEMA BHAI KISHANGANJWALA AND HUSSAINA MUSTAFA BROACHWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD NOOR ALAM,S/O JAHANGIR ALAM ANSARI,R/O V-87/A,S.A FAROOQUE ROAD,PO-BARTALA,PS-RAJABAGAN,KOLKATA-700018,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED NOOR ALAM ANSARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024,THAT MD NOOR ALAM AND MOHAMMED NOOR ALAM ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PARVEEN BANO, W/O MOHAMMED NOOR ALAM ANSARI,R/O V-87/A S.A FAROOQUE ROAD,PO-BARTALA, KOLKATA-700018,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARVEEN BANU,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024,THAT PARVEEN BANO AND PARVEEN BANU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANWAR ALI SHAIKH, S/O LT NOWSER ALI SHAIKH, R/O CHENGAIL, SEKH PARA, MADHYA PARA, N S ROAD, HOWRAH RURAL -711308, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH ANOWAR AHAMMAD, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT ANWAR ALI SHAIKH AND SEKH ANOWAR AHAMMAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUJAY PAL, S/O LT RAMPADA PAL, R/O VILL DAFARPUR, PO BAHARKULI, PURBA BARDHAMAN -712146, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJAY KUMAR PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT SUJAY PAL AND SUJAY KUMAR PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MD AZRAY HUSSAIN & MOHAMMAD AZREY HOSSAIN & MD AZRAY, S/O LATE MAZHAR HUSSAIN, R/O 45, AZAD NAGAR MAIN GATE, DURGAPUR, PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD HUSSAIN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT MD AZRAY HUSSAIN & MOHAMMAD AZREY HOSSAIN & MD AZRAY AND MD HUSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SAJDA PARBIN W/O Md. Ismail Resident of 95/16, Patterson Road, P.O. Hajinagar, P.S. Naihati, Dist. North 24-Parganas, Pin--743135 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name SAJDA PARBIN instead of SAJDA PARVIN which is wrongly recorded in my son Asif Raza's Marks Statement under CBSE, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barrackpore on 24/07/2024. SAJDA PARBIN and SAJDA PARVIN both are same and one identical person.

Name Change

I , Khandar Riazul Haque S/O- Khandekar Mahammadul Haque @ Khandar Mahammadul Haque resident of Vill- Gayespur, P.O.-Chagram, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713423, have changed my name and shall henceforth be known as 'KHANDEKAR RIAZUL HAQUE' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 06/08/2024. That Khandar Riazul Haque and Khandekar Riazul Haque both are same and one identical person.

Name Change

I , Khandar Mahammadul Haque S/O- Khandekar Israil resident of Vill- Gayespur, P.O.-Chagram, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713423, have changed my name and shall henceforth be known as 'KHANDEKAR MAHAMMADUL HAQUE' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 06/08/2024. That Khandar Mahammadul Haque and Khandekar Mahammadul Haque both are same and one identical person.

Name Change

I , Goutam Burman S/O- Golok Nath Burman resident of Mayur Mahal, 1 No Sahachetan Road, P.O.- Natunganj, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'GAUTAM BURMAN' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 05/08/2024. That Goutam Burman and Gautam Burman both are same and one identical person.

Name Change

I , Rouf Mondal S/O- Alai Mondal resident of Vill- Simnori, P.O.- Nurkona, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713403, have changed my name and shall henceforth be known as 'RAUF MONDAL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 06/08/2024. That Rouf Mondal and Rauf Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Saheb Ali Pradhania S/o. Md Nur Mahammad Pradhaniya R/o. Vill.- Chitrangapur, P.O.- Ambikapur, P.S.- Gopalnagar, Dist.- 24 Pgs. (N), W.B., India shall henceforth be known as Saheb Ali Pradhaniya. I declare that Saheb Ali Pradhaniya and Saheb Ali Pradhania is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-08-2024.

Name Change

I, Injamul Hoke Biswas S/o. Sajit Ali Biswas R/o. Vill – Lakshmigachha, P.O.- Talukhuda, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741123 shall henceforth be known as Injamamul Biswas. I declare that Injamamul Biswas and Injamul Hoke Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-08-2024.

Name Change

I, Sujit Biswas S/o. Niyamat Ali Biswas R/o. Vill – Lakshmigachha, P.O.- Talukhuda, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741123 shall henceforth be known as Sajit Ali Biswas. I declare that Sajit Ali Biswas and Sujit Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-08-2024.

Name Change

I SHAZIA AHMED, W/O SK. MUSTAQUDDIN AHMED, R/O 80/2,TOPSIA ROAD, P.S - TILJALA,KOLKATA-700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAZIA AHAMED, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT SHAZIA AHMED AND SAZIA AHAMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK MUSTAQUE AHMED, S/O SK MUMTAZ UDDIN AHMED,R/O 80/2,TOPSIA ROAD, P.S-TILJALA, KOLKATA-700039, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MUSTAQUDDIN AHMED,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024,THAT SK MUSTAQUE AHMED AND SK MUSTAQUDDIN AHMED ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I CHRISTOPHER DILIP GOMES,S/O LATE KALESH GOMES,R/O BAGANPARA (MISSION ANCHAL), SATH BIGHA AUTO STAND,PO PURBA PUTIARY,REGENT PARK PS,KOLKATA-700093,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DILIP GOMES,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024,THAT CHRISTOPHER DILIP GOMES AND DILIP GOMES ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAKIR MANDAL, SON OF AKKAS MONDAL, RESIDING AT VILL-DAKSHIN RAMESWARPUR,PO GANGNAPUR,NADIA -741238,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAKIR MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024.THAT JAKIR MANDAL AND JAKIR MONDAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,RAJAUL TARAFDAR,SON OF TOFAJJEL TARAFDAR, RESIDING AT VILL-NALDUGARI,PO NALDUGARI,PS BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS-743297, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REJAUL TARAFDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT RAJAUL TARAFDAR AND REJAUL TARAFDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shree Gopal Updhyay (old name) S/O Ram Lal Updhyay, residing at 2A, Singhi Lane, P.O.- Beadon Street, Kolkata- 700006, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shri gopal Updhyay (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/08/2024. Shri gopal Updhyay (new name) and Shree Gopal Updhyay (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ruma Barua (old name) W/O Late Anup Kumar Majumder, residing at Sudha Appt. 13A, Baishnabghata Bye Lane, Naktala, Kolkata- 700047, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ruma Majumder Barua (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/08/2024. Ruma Majumder Barua (new name) and Ruma Barua (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Bijoy Kumar Bhanja (old name) S/O Kalipada Bhanja, residing at Durgachak E Block, P.O.- Durgachak, East Medinipur, Pin- 721602, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bijay Kumar Bhanja (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/08/2024. Bijay Kumar Bhanja (new name) and Bijoy Kumar Bhanja (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Rejaul Mondal, Md Rajaul Mondal & Md Rejaul Mondal (old name) S/O Romjan Mandal, residing at Vill.- Mukundakati, P.O.- Itinda, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743292, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rejaul Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/08/2024. Rejaul Mandal (new name) and Rejaul Mondal, Md Rajaul Mondal & Md Rejaul Mondal (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Tanusree Chatterjee (old name) W/O Rabindra Nath Saha, residing at Shib Tower, Flat-08, 3rd Floor, Netaji Park, Sector-1, Puja Sweets Opp UBI, P.O. & P.S.- Maheshtala, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 700141, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Tanusree Saha Chatterjee (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 06/08/2024. Tanusree Saha Chatterjee (new name) and Tanusree Chatterjee (old name) both are same identical person.

Name Change

I,RIJIYA BIBI,WIFE OF LATE SEKH BELAL HOSSAIN, RESIDING AT VILL-MACHHLANDAPUR, PO-GOPALPUR, East Medinipur, 721628, West Bengal, INDIA,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIJIYA BEOYA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT RIJIYA BIBI AND RIJIYA BEOYA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANJEEV KUMAR MANOT, S/O SUNDER LAL MANOT, R/O P-127, C.I.T.ROAD ENTALLY KOLKATA 700014, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJEEV MANOT, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT SANJEEV KUMAR MANOT AND SANJEEV MANOT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,KRISNA YADAV,SON OF NANDJEE YADAV, RESIDING AT MANDRA PALI, SIWAN MERHI,BIHAR-841240,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA YADAV VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT KRISNA YADAV AND KRISHNA YADAV BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON .

Name Change

I, ASLAM KHAN, S/O LATE SHER MOHAMMAD KHAN, RESIDING AT AZAD NAGAR , NEAR MAZAR SHARIF , RANIGANJ (M) , P.O. RANIGANJ , P.S. - RANIGANJ DIST. PASCHIM BARDDHAMAN , PIN . 713347, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABIR KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT ASLAM KHAN AND SABIR KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SK SAFIKUL AHASAN, SON OF SK HAIDER ALI, RESIDING AT ANANDAPUR SUNDARPUR, PO JAYNAGAR, GHATAL, PASCHIM MEDINIPUR-721212,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAFIKUL AHASAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024. THAT SK SAFIKUL AHASAN AND SAFIKUL AHASAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,JAKIR MANDAL, SON OF AMIRHOSEN SEKH RESIDING AT SARISADANGA , ERULI, RANGHAT, NADIA--741253, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BADAR ALI SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024.THAT JAKIR MANDAL AND BADAR ALI SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SHELEMA TARAFDAR,WIFE OF REJAUL TARAFDAR, RESIDING AT VILL-NALDUGARI, PO NALDUGARI, PS BAGDAH,NORTH 24 PARGANAS-74329, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SALINA TARAFDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT SHELEMA TARAFDAR AND SALINA TARAFDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

কলকাতা-খুলনা -কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে

কলকাতা, ৬ আগস্টঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে বার্তা অনুযায়ী, ১৩১২৯ কলকাতা-খুলনা বন্ধন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে) এবং ১৩১৩০ খুলনা -কলকাতা বন্ধন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরু ০৮.০৮.২০২৪ তারিখে) বাতিল থাকবে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

Name Change

I INDER KUMAR, S/O RAM DULAREY SHAW, R/O BASUNDHARA APPTS, BL-C, GROUND FLOOR, 165/89, GHOSH PARA ROAD, PO & PS-TITAGARH, BARRACKPORE, 700120, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS INDRA KUMAR SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024, THAT INDER KUMAR AND INDRA KUMAR SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Md Shamim (old name) S/O Md Taslim, residing at 30/H/5, Alimuddin Street, KOLKATA, PIN- 700016, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Md Shamim (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/08/2024. Sk Md Shamim (new name) and Md Shamim (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ali Fathe Yousuf (old name) S/O Erfan Ali, residing at 14/1B, Kabitirtha Sarani, KOLKATA, PIN- 700023, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Fateh Yousuf Ali (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/08/2024. Fateh Yousuf Ali (new name) and Ali Fathe Yousuf (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Aaimash Dua Javed (old name) S/O Masoom Jawed, residing at 2B/H/9, CHATU BABU LANE, ENTALLY, KOLKATA, PIN- 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aaimash Dua Jawed (new name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/08/2024. Aaimash Dua Jawed (new name) and Aaimash Dua Javed (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Bharati Rani Samanta (old name) W/O Niranjan Samanta, D/O Birendra Nath Mandal, residing at Add-Vill.- Serhati, P.O. & P.S.- panskura, Dist-East Medinipur, Pin-721139, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Bharati Samanta (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 31/07/2024. Bharati Samanta (new name) and Bharati Rani Samanta (old name) both are same identical person.

Name Change

I MODASSIR AHMED, RESIDING AT 2E/1 CANTOPHER LANE, KOLKATA -700014,WEST BENGAL.THAT MY MINOR DAUGHTER KHATIJA AHMED,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHADIJA AHMED,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/08/2024.THAT KHATIJA AHMED AND KHADIJA AHMED BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHOVEN SENGUPTA(OLD NAME), S/O MADHU SENGUPTA, R/O CHOWDHURY INTERNATIONAL, AC-2, FL-3B, PRAFULLA KANAN, KRISHNAPUR, BIDHANNAGAR -700101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHOVON SENGUPTA(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024, THAT SHOVEN SENGUPTA AND SHOVON SENGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

PALASH NAYEK(OLD NAME),SON OF PARESH NAYEK, RESIDING AT VILL--SONDAIL,PO-BARUNDA,PS-BAGNAN,HOWRAH-711303,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALASH NAYAK(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024.THAT PALASH NAYEK AND PALASH NAYAK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, CHITTA HALDER (OLD NAME), S/O LATE MADHUCHANDRA HALDER, RESIDING AT VILL-DHOBA,PO-CHARMANIK NAGAR, PS-NADANGHAT, PURBA BARDHAMAN - 713519,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHITTARANJAN HALDER (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/08/2024.THAT CHITTA HALDER AND CHITTARANJAN HALDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Sujoy Chakraborty, on behalf of my mother Late Makhan Bala Chakraborty, W/o Late Jagadish Chandra Chakraborty, R/o:369/3, Purbachal Kalitala road, Haltu, P.S.:Garfa, Kolkata-700098, shall be known as Late Manisha Chakraborty vide affidavit (No. 47265)Dated 29.07.2024.Late Makhan Bala Chakraborty & Late Manisha Chakraborty is same & one identical person.

SPANGLE MARKETING LIMITED

CIN: L51311WB1984PLC050209

Regd.Office:P-103,Princeep Street, 3rd Floor,Room No.24, Kolkata -700072 Phone :- 033 2282-5020/ 22805022

Email:parida.1995@rediffmail.com Website: www.spanglemarketing.in

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl No	Particulars	3 Months Ended			Year Ended
		30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
1	**Income from Operations** Net sales/ Income from Operations	0.27	-4.72	0.28	-3.06
2	Other Operating Income	0.00	0.003	0.02	0.18
3	**Total Income (I+II)**	**0.27**	**-4.71**	**0.30**	**-2.89**
4	**Expenses**				
	(a) Cost of Meterials Consumed	0.00	0.00	0.00	0.00
	(b) Purchase of Stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00
	(c) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	0.00	0.00	0.00	0.00
	(d) Employee Benefits Expenses	2.13	2.09	1.94	8.33
	(e) Finance Cost	0.00	0.00	0.00	0.00
	(f) Depreciation and amortisation expenses	0.00	0.00	0.00	0.00
	(g) Other expenses	1.14	2.25	1.33	4.87
	Total Expenses	3.27	4.34	3.27	13.20
5	**Profit /(Loss) from operations before exceptional and extra ordinary items and tax (3-4)**	**-2.99**	**-9.05**	**-2.97**	**-16.09**
6	Exceptional items	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**Profit / (Loss) from ordinary activities before extraordinary items & tax (5-6)**	**-2.99**	**-9.05**	**-2.97**	**-16.09**
8	Extraordinary items	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**Profit / (Loss) from Ordinary activities before Tax (7-8)**	**-2.99**	**-9.05**	**-2.97**	**-16.09**
10	**Tax expenses**	0.00	0.00	0.00	0.00
	Current year Tax	0.00	0.00	0.00	0.00
	Income tax provision for earlier	0.00	0.00	0.00	0.00
	year Deferred Tax	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after tax (9-10)**	**-2.99**	**-9.05**	**-2.97**	**-16.09**
12	**Profit/(Loss) from discontinuing operation**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13	**Tax expenses of discontinuing operations**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14	**Profit /(Loss) from discontinuing operations (after Tax) (12-13)**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
15	**Net Profit / (Loss) for the period (11+14)**	**-2.99**	**-9.05**	**-2.97**	**-16.09**
16	**Other Comprehensive Income (net of Taxes)**				
	A. (i) Items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will not be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	B.(i) Items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) Incometax relating to items that will be reclassified to Profit & Loss	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Comprehensive Income for the Period (15+16) (Comprising profit (Loss) and other comprehensive income for the Period)	-2.99	-9.05	-2.97	-16.09
17	Paid-up equity share capital (Shares of Rs 10/- each)	220.22	220.22	220.22	220.22
18	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year	0.00	0.00	0.00	132.27
19	Earnings per Equity share (Rs. 10/- each) for continuing operation : (not annualised)				
	(a) Basic	-0.014	-0.041	-0.013	-0.073
	(b) Diluted	-0.014	-0.041	-0.013	-0.073

See accompanying notes to the financial results

Notes :

1. The above statement of Unaudited Standalone financial results for the quarter and year ended 30th June, 2024 are specified incompanies (Indian Accounting Standrard) Rules 2015 and SEBI Regulation with Subsequent amandments.
2. The above unaudited financial results have been reviewed by Audit Committee and approved by Board of Director at their meeting held on 06.08.2024 .
3. The above financial results has been subjected to limited review by the statutary auditer of the company.
4. The figure for the previous period has been regrouped /rearranged where considered necessary to conform to the current year classification .
5. This statement is as per Regulation 33 of SEBI (Listing obligation and disclosure obligation) Regulation,2015 as amended.
6. There is no invester Complaints received or pending as on quarter ending 30th June ,2024

For and on behalf of the Board of Directors
For Spangle Marketing Limited

Sd/- (P C Karmakar) Director DIN : 06514584

Sd/- S. K. Parida WTD DIN : 00062443

Sd/- Pradosh Ranjan Biswal PAN: CSHPB5555Q

Sd/- Amit Kumar Giri PAN:AOXPG9060P

Place : Kolkata
Date : 06.08.2024

চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রসূতির মৃত্যু! উত্তেজনা এমজেএন মেডিকেলে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ আগস্ট ঃ চিকিৎসার গাফিলতিতে এক প্রসূতির মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জেলা এবং কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। জানা গিয়েছে, ফালাকাটার বাসিন্দা সালেমা খাতুনকে রবিবার সন্ধ্যায় এমজেএন মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাতেই সিজারিয়ান পদ্ধতিতে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন তিনি। ওই মহিলার পরিবারের অভিযোগ, প্রসবের পর তিনি স্বাভাবিক অবস্থাতেই ছিলেন। সোমবার অসুস্থ বোধ করলে সেখানকার কর্তব্যরত নার্স একটি ইনজেকশন দেন। ইনজেকশন দেওয়ার পরেই মুখে গ্যাজলা উঠে ওই প্রসূতি মারা যান। এমনটাই অভিযোগ করেছেন মৃতার স্বামী ইমরান হাসান। তিনি বলেন, ‘ চিকিৎসার গাফিলতিতেই এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।’

প্রেমে মত্ত মা গন্ডার, ভুলেছে ছানাকে

দুরন্ত বার্তা, মাদারিহাট, ৬ আগস্ট ঃ ছানার কপাল মন্দ। মা যে নতুন সঙ্গীর প্রেমে মত্ত। মায়ের সেই সঙ্গী আবার সেই ছানাকে একদমই দেখতে পারে না। কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেই তেড়েফুঁড়ে আসে। তার হানায় কোমরে জোর আঘাত পেয়ে বছর পাঁচেকের সেই ছানা এখন রীতিমতো মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে। সম্প্রতি নালায় পড়ে গিয়ে এখন উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকু নেই। প্রেমে পাগল হয়ে মা-ও যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। ছানাটির চিকিৎসার জন্য বনকর্মীরা হাতি নিয়ে সেটির কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেও বিপদের আশঙ্কায় মা তেড়ে আসছে। সঙ্গে সেই সঙ্গীও। জলদাপাড়া নর্থ রেঞ্জের ৫০ ফুট বিটে গন্ডার শাবককে কেন্দ্র করে এই ঘটনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বন দপ্তর অবশ্য জান লড়িয়ে দিয়েছে। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভির জানান, ‘ ধারণা, পেটে কৃমি হওয়ায় শাবকটি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে সুস্থ করে তুলতে চিকিৎসক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।’ গন্ডার শাবকরা সাধারণত সাত বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধের ওপরই পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল। এই ছানাটিও ছিল। এতদিন সবই ঠিক ছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে এই শাবকটির মায়ের এক সঙ্গী জোটার পর থেকেই সমস্যার শুরু। সেই সঙ্গী শাবকটিকে কিছুতেই তার মায়ের কাছে যেতে দিচ্ছে না। বেশ কয়েকবার সে ওই শাবকের ওপর হামলাও চালিয়েছে। শাবকটি এখনও ঘাস খাওয়া শেখেনি। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে মায়ের দুধই ভরসা। পরিস্থিতি সামাল দিতে বনকর্মীরা বেশ কয়েকবার হাতি নিয়ে শাবকটির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে। সঙ্গী তো বটেই খোদ সেই মা গন্ডারও বনকর্মীদের দিকে বারে বারে তেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঠিক কী করলে সবকিছু ঠিক হবে তা বনকর্মীদের জানা নেই। বছরের এই সময়টা সাধারণত গন্ডারদের প্রজননের সময়। আর তাতেই বিপদ হয়েছে বলে বনকর্মীদের একাংশ মনে করছেন। প্রাণী চিকিৎসক উপল শর্মা বললেন, ‘ বাঁচাতে হলে সেটিকে দী। করানো প্রয়োজন। দুর্গম জায়গায় হাতির পিঠ থেকে নামা সম্ভব হচ্ছে না। নামলেই মা গন্ডার আক্রমণ করতে পারে। আপাতত দূর থেকেই শাবকটিকে যতটা সম্ভব নানা ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।’ শাবকের বিষয়ে গন্ডার, হাতিরা সাধারণত খুবই যত্নশীল।

ঝিরঝির বৃষ্টিতে শ্রাবণ মাসে শ্রাবণী মেলা তারকেশ্বরে

বিনয় সিংহ রায়, ৬ আগস্ট ঃ পাপীতাপির ত্রাণকর্তা রূপে স্বয়ং কৈলাশ্বর বাবা তারকনাথের জন্মদিন শ্রাবণ মাসে কোন এক সোমবার। সেজন্য বাবার ভক্তরা সকলেই উপচে পড়েছে গঙ্গা থেকে জল এনে বাবার মাথায় দিয়ে নিজের মনোবাসনা,কামনা পূরণে ব্রতী হয়েছে। এ এক অনন্য উন্মাদনা তারকেশ্বর তথা বাংলার মানুষদের মধ্যে। শ্রাবণ মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্তের দল চলে আসে এই বন্য ভূমি তারকেশ্বর ধামে। এখান থেকে তারা শেওড়াফুলি নিমাই তীর্থ সহ অন্যান্য ঘাট থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে অথবা হাতে কলসি ভরা জল নিয়ে পায়ে হেঁটে ও মুখে বাবার নাম করতে করতে পায়ে পা মিলিয়ে চলো বাবার স্থানে উপস্থিত হন। এক মহান উৎসবে পরিণত হয়েছে শ্রাবণ মাসের সময়ে। পথের ধারে ধারে অসংখ্য সেবক,অসংখ্য সংস্থা তারাও পুণ্য কামনায় সেই সমস্ত জল যাত্রীদের জল ও বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের জন্য অবিরত পরিষেবা দিয়ে আসছে। পুরুষ মহিলা শিশু বৃদ্ধ নির্দ্বিধায় এগিয়ে এসেছে পায়ে পা মিলিয়ে তাদের হাতে তুলে দিয়েছে খাদ্যদ্রব্য সামগ্রী কখনো চিকিৎসা তো কখনো ঔষধপত্র। তারকেশ্বর ১২ নম্বর রোড যেন পবিত্রতায় ভরে যায় সাথে প্রণাম করে সকলকে তারে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।এক অনন্য রূপ ধরা পড়ে বাসুদেবপুর চৌমাথায় অখিল ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজ হরিপাল শাখার উদ্যোগে বিরাট ক্যাম্প আয়োজন। সেখান থেকে জল ও নানা খাবার দান করা হয় পুরুষ মহিলা পরিবারের সকল সদস্য পবিত্র কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। পাশাপাশি এই ক্ষত্রিশ সমাজের সদস্য অংশগ্রহণ করে তালে তালে ভক্তিগীতি ও নানারকম মনোরঞ্জন গান গেয়ে উৎসাহিত করে জল যাত্রীদের। ক্ষত্রিয় সমাজের সেবক গুণবান গায়ক কিংসুক সিংহ রায় সহ রাজু সিংহ রায়,দেবলীনা সিংহ রায় মধুর মধুর গান তাদের কন্ঠে সুমধুর তালে পরিবেশন করে। গ্রাম থেকে উঠে আসা তরুণ প্রতিভাবান গায়ক সকলকে আনন্দ দেয় । সাথে এই প্রতিবেদক মনে করেন কিংসুকের গান যেকোনো গুণী শিল্পীদের সাথে প্রতিযোগিতায় সমতালে পাল্লা দিতে পারে। সরকারের পক্ষে পুলিশ পৌরসভার সদস্য কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে ত্বরান্বিত হয় তার দিকে বিশেষ নজর দেয় । শৈবতীর্থ তারকনাথের দর্শনার্থীভক্তবৃন্দের মানুষ সহ আমরা অনেকেই হয়তো জানি না বাবার মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাও ভারামাল্ল ক্ষত্রিয় সন্তান ছিলেন।

অসামাজিক কার্যকলাপে রেহাই নেই মন্দিরেরও, প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ,৬ আগস্ট ঃ ঐতিহ্যবাহী ভৈরবী মন্দির এখন অসামাজিক কার্যকলাপের আসর। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলছে প্রেমলীলা। মানসিক প্রেমের সঙ্গে কখনও জুড়ে যাচ্ছে শরীরতত্ত্বও। স্কুলের পোশাকেই ছাত্রীরা চলে আসছে তাদের ‘বাবুর হাত ধরে। দিনভর মন আর শরীরের উত্তেজনা প্রশমিত করে চলে যাচ্ছে যে যার বাড়ি। চোখের সামনে এসব দেখে বিস্মিত বিন্দোল গ্রামের বাসিন্দারা। এই ছাত্রীদের কারও বা। উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি, কারও বাড়ি ইটাহার কিংবা কালিয়াগঞ্জ। প্রাইভেট টিউশনের নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে উঠে বসছে প্রেমিকের মোটরবাইকে। উদ্দাম প্রেমের অছিলায় প্রেমিককে জাপটে ধরে পথ যেন উ। যাওয়া। এদের অধিকাংশই দশম কিংবা একাদশ শ্রেণিতে পড়ে। আগে থেকেই ঠিক করে ফেলে, কেউ কোনও প্রশ্ন করলে কী উত্তর দেবে। এই প্রতিবেদককে এনিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পায়, ‘মন্দিরের নাম শুনেছি। কখনও দেখিনি। তাই বন্ধুর সঙ্গে চলে এসেছি। বাড়িতে বলেছি, দু’জায়গায় টিউশন আছে।’মন্দিরে চত্বরের চারদিকে গাছগাছালিতে ভর্তি। রয়েছে সিমেন্টের বেঞ্চ। দুই থেকে তিনজন বাইকে চেপে আসছে। অনেকে আবার মন্দিরের ভিতরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছে। রবিবার ভক্তদের ভিড় নেই। তারই সুযোগ নিয়েছে এসব কপোতকপোতীর দল।

চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য মদ আর নেশার কাফ সিরাপের বোতল। সবই প্রেমের মদিরতায় পুরো আচ্ছন্ন হওয়ার আগে নিজেকে নেশাতুর করে তোলার পরিকল্পনা। স্থানীয়রা বলছেন, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মন্দির চত্বর চলে যায় এমন প্রেমিক-প্রেমিকাদের দখলে। এদের অনেকে স্কুলের পোশাকেই সারাদিন মন্দির চত্বরে কাটিয়ে দেয়। সেই সময় মন্দির চত্বরে আসা যায় না। কারণ, এরা যেভাবে থাকে তা দেখা যায় না। নিজেদেরই লজ্জা লাগে। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েন পূজারিরা। অবিলম্বে মন্দির চত্বরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রশাসনিক নজরদারিরও। গ্রামের বাসিন্দা বলেন, ‘নজরদারির অভাবে মন্দিরের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা যারা প্রবীণ মানুষ, তারা সেখানে যেতে পারি না।’ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান মনসুর আলি জানান, ‘ তরুণ-তরুণী, এমনকি কিশোর-কিশোরীরা দল এই পবিত্র ভূমিকে নষ্ট করতে চাইছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুল ও টিউশনের নাম করে এখানে এসে ভি। করে। তারা যেভাবে প্রকাশ্যে বক্ষলগ্ন হয়ে থাকে, তা চোখে দেখা যায় না।’ সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন মন্দির কমিটির সম্পাদক তিনি বলেন, ‘মন্দির চত্বরে আড্ডা কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এখানে ভি। করছে। রাতে নেশার ঠেক বন্ধ করা গেলেও দিনের আড্ডা বন্ধ করা যাচ্ছে না। আমরা এনিয়ে চিন্তাভাবনা করছি। পুলিশকেও জানিয়েছি।’ বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানান, ‘ পরিবেশ রক্ষার জন্য পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হবে।’

মাটির বাড়িতে থাকতে ভয় পাচ্ছেন জয়নগরের শতাধিক পরিবার

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগরঃ রাজ্যে যেখানে উন্নয়ন চলছে।পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারের উদ্যোগে সেখানে জয়নগর বিধানসভার বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় আ।াই হাজার মাটির বা।তিতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে কয়েকহাজার গরীব মানুষ।সরকারি আর্থিক টাল বাহানায় তাঁরা আজ বঞ্চিত।আর মাটির বা।রি দেওয়াল চাপা পড়ে গত রবিবার সাহানারা জমাদার নামে এক গৃহবধূর মৃত্যুর পরে আতঙ্কিত আশেপাশের এলাকার মানুষজন। প্রতিবেশীর মৃত্যু অন্য মাটির বা।রি বাসিন্দাদের আতঙ্ক ছড়িয়েছে।এই কদিনের ভরা কোটালের নিম্নচাপের ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল ও চাল ভেঙে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের ৫জন সদস্য আহত।এই ঘটনার পরে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে অন্য মাটির বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাতের ঘুম চলে গিয়েছে তাঁদের। বারংবার প্রশাসনের সব স্তরে আবেদন করে আবাস যোজনার পাকা ঘর না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাসিন্দারা।এদিকে ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর,রবিবার রাতের ঘটনায় ওই পরিবারের দুই সদস্য এখন কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রায় আড়াই হাজার মাটির বাড়ি আছে এই পঞ্চায়েত

এলাকায়।তাঁর মধ্যে এই পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে এখন ১০০টির বেশি মাটির বাড়ি আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমাদের গ্রামে একই পরিবারে ছজন আহত হয়েছে তার মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়েছে পাশাপাশি দুজন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। যার জেরে আমাদের গ্রামের আতঙ্ক আরো বা।য়ে দিয়েছে। আমাদেরও মাটির বাড়িতে থাকতে হয়। ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে দেওয়াল আলগা হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কাছে দরবার করেও ঘর মেলে নি। এভাবেই আবারো যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা আর যাতে না ঘটে তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমাদের এলাকার এই গ্রামে যে সমস্ত মাটির বাড়ি গুলি আছে সেগুলি যাতে পাকা বাড়ির করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে অনেকটাই উপকৃত হব। কারন আমাদের এই গ্রামে বেশিরভাগ মানুষ দিন আনা দিন খাওয়ার উপরেই নির্ভরশীল তাঁর উপরে নিজস্ব ঘর বানাতে সেই আয় আমাদের মধ্যে নেই। তাই সরকারি সাহায্যে যদি আমাদের এই মাটির বাড়িগুলি পাকা বাড়ি করে দেয় তাহলে এই ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রীতা নস্কর বলেন,আমাদের গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার মাটির বা।ি আছে।মাটির বাড়ি চাপা পা।ে মৃত্যু বেদনাদায়ক।কোনো মৃত্যুই আমাদের কাম্য নয়।কেঃদ্রীয় সরকার থেকে আবাস যোজনার টাকা পাঠানো বন্ধ আছে। আমরাও চাই দ্রুত আমাদের গ্রামের মাটির বাড়ি গুলোকে পাকা করতে। আমরা ইতিমধ্যে বিডিও তে সব জানিয়েছি। আর ইতিমধ্যে মারা যাওয়া ওই গৃহবধূর বাড়ি সহ একাধিক বা।িতে ত্রিপল, শুকনো খাবার বিডিও ও পঞ্চায়েতের তরফে দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু বলেন,ওই এলাকায় মোট কত মাটির বাড়ি আছে আর সেখান কার বর্তমান পরিস্থিতির সার্ভে করা হচ্ছে। সার্ভে রিপোর্ট জেলায় পাঠানো হচ্ছে। দেখা যাক যত তাড়াতাড়ি ওই এলাকার সমস্যার সমাধান করা যায়। আর মাটির ঘর চাপা পড়ে মৃতের ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে জেলায় রিপোর্ট দেওয়া আছে। আশাকরি ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে।

থামেনি হিংসা, বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আওয়ামি লিগের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ৬ আগস্ট ঃ প্রবল জনবিক্ষোভের মুখে সোমবার দেশ ছা।ার পরই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন শেখ হাসিনা। গতকালই তিনি বোন রেহানাকে নিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। সেদেশের সেনা প্রধান শান্তি রক্ষার বার্তা দিলেও হিংসা এখনও থামেনি। হাসিনার দল আওয়ামি লিগের কর্মীদের ওপর হামলা চলছে বলে খবর। প্রাণ বাঁচাতে তাঁদের অনেকেই দেশ ছাড়ছেন। এরমধ্যে অনেকেই ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে ওপার বাংলার দিনাজপুরের বাসিন্দা তথা আওয়ামি লিগের যুব নেতা মহম্মদ রুবেল ইসলাম ফুলবাড়ি সীমান্ত হয়ে ভারতের ঢোকেন। আওয়ামি লিগের নেতাদের ওপর বিএনপি ও জামাত হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। পরিবারের সদস্যদের পাসপোর্ট না থাকায় রুবেল কাউকেই নিয়ে আসতে পারেননি। তবে পরিবারকে সুরক্ষিত জায়গায় রেখে এসেছেন বলে দাবি করেন তিনি। এদিন ফুলবাড়ি হয়ে তিনি সপ্তাহ দুয়েকের জন্য জলপাইগুড়িতে আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রুবেলের কথায়, ‘ মতো অনেকেই পালিয়ে গিয়েছেন। আমাদের নেতা-কর্মীদের খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর যাই হোক এরা ছাত্র হতে পারে না।’

জ্বলছে ওপার বাংলা কিন্তু ভয়ে কাঁটা এপার বাংলার ভাটুপাড়া গ্রামের মানুষ

দুরন্ত বার্তা, তেহট্ট, ৬ আগস্ট ঃ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ। দেশ ছেড়ে চলেগিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর এই খবর কানে আসার পর থেকে আতঙ্কিত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাঁটাতার সংলগ্ন ভাটুপাড়া গ্রামের মানুষ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশ ছাড়ার পরেই আগের তুলনায় বেড়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজরদারি। কাঁটাতার বরাবর সীমান্তের রাস্তায় আগের থেকে বেশি যাতায়াত করছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গাড়ি। গ্রামের মধ্যে ইতস্তত জটলা, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশ। গ্রামবাসীদের বলতে শোনা গিয়েছে, আমাদের রক্ষা করবে বিএসএফ। ভাটুপাড়া ছাড়াও আতঙ্কিত তেহট্ট মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকার গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষ। সকলের একটাই প্রশ্ন, আবার কি তাহলে ৭১-এর স্মৃতি ফিরে আসছে নাকি। সীমান্তবর্তী এলাকার অনেক পরিবারেরই আত্মীয়স্বজন রয়ে গিয়েছে ওপার বাংলায়, তারা কোথায় কী অবস্থায় আছে সেই খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, ভাটুপাড়া গ্রামটি কাঁটাতার ঘেষা হলেও এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি। গ্রামের মধ্যেই রয়েছে বিএসএফের বড় ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের জওয়ানরাই আমাদের পাহারাদার। এই বিএসএফ ভাইদের জন্যই আমরা নিরাপদে আছি। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারছি। যদি কোনও বিপদ আসে, আশা করি বিএসএফ আমাদের বুক আগলে রক্ষা করবে। গ্রামের যুবক মানবেন্দ্র দাসবৈরাগ্য জানান, সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে

জানতে পারলাম বাংলাদেশের ভয়ানক পরিস্থিতির কথা, পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। প্রতিবেশী দেশের ঢিলছোড়া দূরত্বে বসবাস করায় আতঙ্কিত। যদি কোনও বিপদ আসে বিএসএফ আমাদের রক্ষা করবে। গ্রামের কলেজ একজন জানান, এই মুহূর্তে বাংলাদেশে ভয়ানক পরিস্থিতি চলছে, দেশের প্রধানমন্ত্রীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অগ্নিগর্ভ অবস্থা। যে কারণে সীমান্তের রাস্তায় বিএসএফের গাড়ির আনাগোনা বেশি নজরে পড়ছে। সীমান্তে আগের চাইতে বাড়ানো হয়েছে বিএসএফের টহলদারি। এই সমস্ত দেখে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি আমরা। ছোটবেলায় ভারত-বাংলাদেশ বলে কোনও তফাত বুঝতাম না, আমাদের ভাষা আচার আচরণ সমস্ত কিছুই এক, কাঁটাতারের বেড়া আমাদের আলাদা করে রেখেছে। এই ঘটনার জেরে যদি কোন বিপদ আসে বিএসএফ আমাদের রক্ষা করবে। তারাই আমাদের গ্রামকে প্রাচীরের মত ঘিরে রেখে রক্ষা করবে।

উল্টোডাঙায় সাতসকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

দুরন্ত বার্তা, উল্টোডাঙা, ৬ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ উল্টোডাঙার ইস্ট ক্যানেল সার্কুলার রোডের একটি প্লাই তৈরির কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। প্রচুর পরিমাণে শুকনো কাঠ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন যে, দমকল দেরিতে আসার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ঘটনাস্থলে বর্তমানে দমকলের চারটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। প্লাইয়ের কারখানায় আগুন লাগার পর তা পাশের একটি গেঞ্জির কারখানাতেও ছড়িয়ে পড়ে। তবে পাশের কারখানার আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে। দমকল কর্মীরা টিনের ছাউনি সরিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। আশেপাশের বাড়িগুলি তড়িঘড়ি ফাঁকা করা হয়েছে। পাশের কারখানার গেটের তালা ভেঙে সেখানে ঢুকে জল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের খবর মেলেনি।

পঞ্চায়েত সদস্যের গাড়িতে গরু পাচার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ আগস্ট ঃ বাংলাদেশ সীমান্তে পাচারের পথে পিকআপ ভ্যান সহ তিনটি ষাঁড় আটক পুলিশের। মালদহের সামসি-রতুয়া রাজ্য সড়কের কুশরাখা এলাকার ঘটনা। যদিও পুলিশি অভিযানের সময় পালিয়ে যায় ওই পিকআপ ভ্যান চালক। গাড়ির মালিক তথা সামসী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য আমির হোসেনের দাবি, কী উদ্দেশ্যে, কোথায় ষাঁড়গুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা তাঁর অজানা। গাড়ি চালকই ভাড়া ঠিক করে। যদিও পলাতক গাড়ি চালকের খোঁজ মেলেনি।

বাংলাদেশে হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ আগস্ট ঃ অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন করিমগঞ্জের মানুষ। সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশে পৈশাচিক উল্লাসের চিত্র দেখে স্থির থাকতে পারছেন না এ দেশে বসবাসকারী সংশ্লিষ্টদের আত্মীয়স্বজনরা। গণঅভ্যুত্থানের পর মৌলবাদীদের আধিপত্য চরমে উঠেছে। নৈরাজ্যের পরিবেশে সেখানকার হিন্দুদের জন্য ভীষম উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবারে হামলার ঘটনাও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সার্বিক বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হিন্দুদের সুরক্ষা দিতে আজ মঙ্গলবার বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। প্রতিবেশী দেশে নির্যাতনের শিকার সনাতনীদের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি জরুরি ভিত্তিতে চিঠি লিখেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-জিএসইউ-এসএল-কেএএন-২৪-২৫, তারিখ ০৫.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-জিএসইউ-এসএল-কেএএন-২৪-২৫-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন।এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** কেএএন - পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মালগাড়ির স্থান সঙ্কুলানের জন্য লাইন নং ২ মেন লাইনের সিএএল/সিএসআর বৃদ্ধি করতে হাওড়া প্রান্তের ক্রসওভার পয়েন্টে ল্যাডার স্থানান্তরণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ৭,৫৫,৩৫,৭২৬.২৬ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৫,২৭,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় :** ০৫.০৮.২০২৪ দুপুর ২.২৯ মিনিট। **অফারের বৈধতা :** ৬০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৪.০৮.২০২৪। **বিডিংয়ের ধরন :** প্রতিটি নির্দিষ্ট আইটেমের জন্য সিঙ্গল রেট। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **চুক্তির শ্রেণী :** এক্সপেন্ডিচার। **দরের ক্রম :** ন্যূনতম থেকে উচ্চতম। **এক্সপেন্ডিচারের ধরন:** ক্যাপিটাল (ওয়ার্কস)। **আইপিএএস অ্যাকাউন্টিং ইউনিট:** ০২০২-পূর্ব-রেলওয়ে-এইচডব্লুএইচ পূর্ব রেলওয়ে।

(HWH-208/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিপিএম/ইঞ্জি/জিএসইউ, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নং ০২_২০২৪-২৫, তারিখ ০৫.০৮.২০২৪। কাজের বিবরণ:** খানা - পূর্ণ দৈর্ঘ্যের মালগাড়ির স্থান সঙ্কুলানের জন্য আপ লাইন নং ২-এর সিএসআর বৃদ্ধি করতে জিএসইউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়া প্রান্তের ল্যাডারের স্থানান্তরণ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,৬৮,৯৮,৬৬৭.৪৮ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,৩৪,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** সময়সীমা অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৮.০৮.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-211/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

থেকে ফেরার পথে হেনস্তার শিকার ভারতীয়রা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ পড়ুয়াদের আন্দোলনে উত্তাল বাংলাদেশ। সেখানে আটকে পড়া বেশিরভাগ ভারতীয় হিন্দুরা চেষ্টা করছেন যে কোনও মূল্যে দেশে ফেরার। আর সেই পরিস্থিতিতেই একেকজনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে ভয়ংকর। রাস্তায় আটকে তাঁদের হেনস্তা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। টাকা-পয়সা, গয়না হাতানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। দাবি পূরণ না হলে পাসপোর্ট পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসার কারণে ওপার বাংলার যাঁরা ভারতে নিয়মিত যাতায়াত করেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাও ভয়াবহ।কোটা সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে প্রায় ২ মাস ধরে বিক্ষোভের আগুন জ্বলছিল বাংলাদেশে। পরবর্তীতে গোটা অশান্তিই হয়ে ওঠে হাসিনা সরকার বিরোধী। সোমবার তা ভয়াবহ আকার নেয়। গণভবনের দখল নেয় আন্দোলনকারীরা। এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে ইস্তফা দিয়ে বাংলাদেশ ছাড়তে হয় শেখ হাসিনাকে। ভারত ও বাংলাদেশের বহু মানুষ নিয়মিত দুই দেশে যাতায়াত করেন। কেউ ব্যবসায়িক কারণে, কেউ আবার আত্মীয়ের কাছে যান। এরকম অনেকেই আটকে ছিলেন বাংলাদেশে। সোমবার পরিস্থিতির জটিলতা বাড়তেই ওদেশে আটকে থাকা ভারতীয় হিন্দুরা বাড়ি ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। সেখানেও সমস্যার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ির এক বাসিন্দা জানান, তিনি ২৬ দিন আগে আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। এদিন ফেরার পথে সীমান্তের কাছে তাঁর পথ আটকায় একদল যুবক। প্রশ্ন করা হয়, বাংলাদেশি হিন্দু হওয়ায় দেশ ছাড়ছেন কি না। এর পর পাসোপোর্ট দেখাতেই তা কেড়ে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে টাকা দিলে ফেরত পাওয়া যায় পাসপোর্ট। এদিকে ভারতে থাকা বাংলাদেশিরা যোগাযোগ করতে পারছেন না পরিবারের সঙ্গে। আতঙ্ক গ্রাস করছে তাঁদের। জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের একাধিক ব্যবসায়ীও ব্যবসার কাছে ভারতে আসতে গিয়ে প্রবল বাধার মুখে পড়ছেন। বাংলাদেশের আন্দোলন নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন তাঁরাও।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এনআইটি/০২/২৪/৪১, তারিখ ০৫.০৮.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ২য় তল, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন:- **ক্র.নং., টেন্ডার নং., স্টোর্সের বিবরণ, ইএমডি** নিম্নরূপ :- **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৯.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১)** ২২২৪১০৩৯, মেরোপেনাম ১ গ্রা. ইঞ্জেকশন, ₹ ১,৮৮,০৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২০.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২)** ১৪২৪১০৩৬, রিলে, প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল "এসি-লেড" সকল প্রকার, ইন-বিল্ট কারেন্ট ট্রান্সফর্মার টাইপ সহ এসি ল্যাম্প প্রুভিং রিলে ইউনিট, স্লো টু রিলিজ নিউট্রাল লাইন রিলে, ৪এফ/৪বি, কন্ট্যাক্ট, ফ্রন্ট এবং ব্যাক কন্ট্যাক্ট, ₹ ৭৬,০৪০/-. **(৩)** ২০২৪১৬৯৭এ, ইএমইউ-র জন্য ভেল ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩বিএক্স/বিডব্লু ও ৪৬০১ এজেড-এর নোজ সাসপেনশন অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য এক্সট্রিম টপ ও বটম ম্যাঙ্গানিজ স্টিল প্লেট, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২১.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪)** ০৮২৪১৪৭৫, ৪১৫ ভি-র উপযুক্ত কন্ট্যাক্টর ৩ পোল, ৫০ অ্যাম্প ক্ষমতার, ₹ ৫৫,৭৬০/-. **(৫)** ২০২৪১২৪৪, ৬" সিঙ্গল এয়ার প্রেশার গেজ (ফ্লাস মাউন্টেড) মার্ক "ব্রেক পাইপ" রিজোলিউশন : (অর্থাৎ স্মল স্কেল রিডিং) ০.১ কেজি/বর্গ সেমি ইএমইউ-তে ব্যবহারের জন্য, আরডিএসও ড্রইং নং এসকেডিপি.৩৫১৬-অল্ট-৩, ₹ ০/-. **(৬)** ২১২৪১০১৯, শ্যাকল লক ও লক পিন ইত্যাদি, ₹ ১,৫০,৪৩০/-. **(৭)** ২১২৪১৩০০, সম্পূর্ণ বডি সাইড ব্যবস্থা ইত্যাদি, ₹ ১,৪৪,৪৩০/-. **(৮)** ২১২৪১৫২৫, বিওএক্সএনএলডব্লু ওয়াগানের জন্য সম্পূর্ণ বডি সাইড ব্যবস্থা, ₹ ১,৬০,৪৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২২.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (৯)** ০৮২৪১৫২৯, মেন ও আর্থ সংযোগ কেবলের সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **(১০)** ১০২৪১১০০, ফিল্টার প্যানেল অ্যাসেম্বলি, ₹ ৮৯,৬৭০/-. **(১১)** ১১২৪১৫৩৩, কন্ট্রোল আর্ম অ্যাসেম্বলি ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫৯,৩৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১২)** ১০২৪৫০২০, ট্যুইন বিম লেড হেড লাইট ইত্যাদি, ₹ ৪,৮১,৪৪০/-. **(১৩)** ১৪২৪১০৪১, রিলে এসিআই প্লাগ ইন টাইপ, স্টাইল "কিউএনএ১" ডিসি নিউট্রাল লাইন, ২৪ ভি, ৮এফ/৮বি কন্ট্যাক্ট, ফ্রন্ট ও ব্যাক কন্ট্যাক্ট মেটাল টু কার্বন প্লাগ বোর্ড সহ সম্পূর্ণ, ₹ ৮৪,২২০/-. **(১৪)** ২১২৪১৫০৭এ, শ্যাঙ্ক ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি, ₹ ১,১০,১৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৬.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (১৫)** ০৬২৩১০৩২, ল্যুমিনাস ভেস্ট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৬৬,৩০০/-. **(১৬)** ০৮২৪১০১৩, ইলাস্টোমেরিক ইনসুলেশন ও শিদ ১৫২৫/০.৫ মিমি (৩০০ বর্গ মিমি) সহ কেবল সিঙ্গল কোর ইত্যাদি, ₹ ৪,৯৮,৬৬০/-. **(১৭)** ১০২৪২৩৭৭, ট্র্যাকশন ব্রেকিং স্যুইচ ড্রাম ইত্যাদি, ₹ ১,৫৪,৪৫০/-. **(১৮)** ১০২৪৫০০৮, কেসিং সহ অয়েল কুলিং ইউনিটের জন্য ব্লোয়ার ইত্যাদি, ₹ ৮৩,০৭০/-. **(১৯)** ১৪২৩৫২১৭এ, ইলেক্ট্রিক্যাল পয়েন্ট মেশিন, আইআরএস টাইপ ২২০ মিমি থ্রো ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭৮,৯০০/-. **(২০)** ১৪২৪১০২৫এ, উচ্চ পরিবাহিতা কপার কন্ডাক্টর সাইজ ২ কোর x ১.৫ বর্গ মিমি সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি) ইত্যাদি, ₹ ১,৫৬,২০০/-. **(২১)** ১৪২৪১১০৫, স্পেসিফিকেশন নং আইআরএস: এস-৬৩/২০১৪ (রিভ.৪.০) খোলার তারিখ পর্যন্ত সংশোধন সহ, যদি থাকে, আনুযায়ী উচ্চ পরিবাহিতা কপার কন্ডাক্টর সাইজ ৩০ কোর x ২.৫ বর্গ মিমি সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি) ইত্যাদি, ₹ ০/-. **(২২)** ২০২৪১০৬৮, সংশোধিত টপ কন্ট্যাক্ট শিল্ড বাম ও ডান ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,৭২,৮৬০/-. **(২৩)** ২১২৩১৪৬৪এ, ফ্ল্যাপ ডোর সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ইত্যাদি, ₹ ৫৩,৬১০/-. **(২৪)** ২২২৪১১২৫, স্যাকুবিট্রিল ২৪ মিগ্রা + ভালসারতান ২৬ মিগ্রা ট্যাব/ক্যাপ, ₹ ১,১৭,৭১০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৭.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৫)** ১০২৪৫০১৩, কম্প্যাক্ট সিলিকন রেক্টিফায়ার ব্লক, ₹ ৩,০৩,৯৭০/-. **(২৬)** ১৬২৪৫০৫৭, ট্রান্সফর্মারের প্রাপ্যতা, ₹ ১৬,৯০,৪৯০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৮.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (২৭)** ০৮২৪১০৮৯, রেলওয়ে ক্যারেজ ফ্যান ১৪০ ভোল্ট এসি, ৫০ হার্ৎজ, ফিক্সড ধরনের, ৪৫০ মিমি স্যুইপ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২,৮০,১৫০/-. **(২৮)** ১১২৩১০৯৫এ, সম্পূর্ণ আর্থিং কেবল, ₹ ৭০,২৫০/-. **(২৯)** ১১২৪১০৭৪, বিএমবিসি কোচের ব্রেক গিয়ার বুশের জন্য কিটের প্রাপ্যতা, ₹ ২,৭৬,৮৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৯.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩০)** ০৫২৪১২৭৯, দাহ্য নয় এমন পলিমারিক অ্যাকোয়াস অ্যাডহেসিভ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **(৩১)** ০৮২৪১৪৯২, হার্মেটিক্যালি সিল্ড স্ক্রোল কম্প্রেসর মডেল নং জেডআর-৬১-কেসি-টিএফডি-৫২২ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ২,৯৫,৬০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ৩০.০৮.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৩২)** ০৫২৪১০৪১, অয়েল সার্ভো সিস্টেম-৫৭ অথবা টালপা-৩০ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৩,১০,৬৭০/-. **(৩৩)** ১০২৪৫০১৪, সম্পূর্ণ বিএ-১, বিএ-২, বিএ-৩ প্যানেল, ₹ ৩,৯৬,৪৮০/-. **(৩৪)** ১১২৪১৫৩১, ২ আইটেম সম্বলিত কন্ট্রোল আর্ম অ্যাসেম্বলি লেফট, ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **(৩৫)** ১১২৪১৫৪০, সেকেন্ডারি স্প্রিং, ₹ ২,৬৮,২৬০/-. **(৩৬)** ১১২৪১৮০৮, অ্যাক্সল বক্স গাইড ব্যবস্থার লোয়ার স্প্রিং সিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৮৭,৮৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০২.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট: (৩৭)** ০৫২৪১০২৯, গিয়ার ল্যুব্রিক্যান্ট, মাল্টিপারপাস (এক্সট্রিম প্রেশার গিয়ার অয়েল), ₹ ০/-. **(৩৮)** ০৮২৪১৩৭১, ক্লোজ মেশ ধরনের ফ্যান গার্ডের সেট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৮৩,২৭০/-. **(৩৯)** ১১২৪১৮১৬, আইসিএফ'র ড্রইং নং টি-৩-২-৬২৪, কল-৪ (আইটেম নং ৬ ব্যতীত) অল্টনং পি/৭ (বড় হেরফের পি) অনুযায়ী ব্রেক বিম কমপ্লিট (বিএমবিসি)-র প্রাপ্যতা, ₹ ২,৮৭,১৬০/-. **(৪০)** ২০২৪১১০৬, ইএমইউ কোচের শ্যাকু কাপলারের জন্য আপার ও লোয়ার সহ ফেরোজাল বুশের জোড়া, ₹ ১,০০,৩৮০/-. **(৪১)** ২০২৪১১০৯, আইসিএফ-ইএমইউ ট্রেলার কোচের জন্য গ্র্যাব হ্যান্ডেল, ₹ ১,৩৭,৬৭০/-. **(৪২)** ২১২৪১৩৮৬এ, টগল ইত্যাদি, ₹ ৮১,২৭০/-. **(৪৩)** ২১২৪১৪৪৫, বিওএক্সএনএইচএল-এর জন্য পাইপ ৩২ এনবি ইত্যাদি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৪.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪৪)** ০৫২৪১১৮৯, রোলার বিয়ারিং এনইউ-২২৩৬ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৬,৬২,৬৯০/-. **(৪৫)** ২০২৪১০৭৯, ইএমইউ কোচের শ্যাকু কাপলারের জন্য রাবার স্প্রিং প্লেট, ₹ ২,৬১,৯৪০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৫.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৪৬)** ০১২৪১৪৩৫, ভিনাইল কোটেড আপহোলস্ট্রি ফেব্রিক আর্টিফিশিয়াল লেদার ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৮,১৯,৪৮০/-. **(৪৭)** ০১২৪১৪৬৩, ডেকরেটিভ থার্মোসেটিং সিন্থেটিক রেজিন বন্ডেড ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৬১,৪৪০/-. **(৪৮)** ১১২৪১৮০১, সম্পূর্ণ আইসিএফ হেড স্টক ইত্যাদি, ₹ ২,৩৮,১৭০/-. **(৪৯)** ২১২৪১২৮৫, বুশ সহ ইকোয়ালাইজিং লিভার ইত্যাদি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১০.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫০)** ০৮২৪১০৫৪, ব্যাটারি চার্জিং টার্মিনাল ও ফিউজ বক্স ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৫১,২৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১২.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫১)** ২১২৪১০২৪এ, ক্যাসনাব বোগির জন্য সাইড ফ্রেম ফ্রিকশন লাইনার ইত্যাদি, ₹ ২,০২,১১০/-. **(৫২)** ২১২৪১০২৯, এনএলবি বোগির জন্য কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট পলিইউরেথিন সাইড বিয়ারার প্যাড ডিজাইন ইত্যাদি, ₹ ৭,৮৯,৪৭০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৬.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫৩)** ১৪২৪১০৯১, আইআরএস : এস-৮৮-২০০৪ (সাম্প্রতিকতম সংশোধন সহ, যদি থাকে) অনুযায়ী লেড অ্যাসিড সেল, ২ ভোল্ট শক্ত রাবার কন্টেনারে ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ১,১২,১৯০/-. **(৫৪)** ২০২৪১১০৪, ইএমইউ-র জন্য ভালভ ম্যাগনেট জি-২১, অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ১১০ ভি এবং এসকর্টস ব্রেক উপকরণের হোল্ডিং ম্যাগনেট ভালভ, ₹ ২,৪৬,৭৩০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৭.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫৫)** ০৮২৪১৬৭৭, ব্রাশলেস সেন্সরলেস ১০ ভি ডিসি রেলওয়ে ক্যারেজ ফ্যান ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৩,২৩,১৮০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২০.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫৬)** ২১২৪১০৭৬এ, বোগি ব্রেক পুশ রড ইত্যাদি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৩.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫৭)** ২০২৪২১৯৬, ভেল ট্র্যাকশন মোটর টাইপ ২৫৩ বিএক্স/বিডব্লু এবং ৪৬০১ এজেড-এর জন্য অ্যাক্সল বিয়ারিং (প্লেন স্লিভ বিয়ারিং - টপ ও বটম হাফ) ৩.৫ মিমি আন্ডার সাইজ, ₹ ৬,৪৮,৫২০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৫.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫৮)** ০৫২৪১০৪৬, অয়েল হাইড্রলিক গ্রেড ভিজি-৪৬ ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ৬৩,০০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৫৯)** ১১২৪১০৯৭, সিল্ড উইন্ডো গ্লাস ইউনিট ইত্যাদির প্রাপ্যতা, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০১.১০.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬০)** ২১২৪১০৩৬, বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য ব্রেক গিয়ার শ্যাফট লং ইত্যাদি, ₹ ৭৮,৮১০/-. **(৬১)** ২১২৪১০৬৩, ইয়োগ সাপোর্ট প্লেট ইত্যাদি, ₹ ০/-. **(৬২)** ২১২৪১০৭৭, সংশোধিত ব্রেক গিয়ার পিন ইত্যাদি, ₹ ৬২,০৭০/-. **(৬৩)** ২১২৪১১১৫, এয়ার সিলিন্ডার ইত্যাদি, ₹ ৪,৫০,৬৬০/-. **(৬৪)** ২১২৪১৩৬১, স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার সম্পূর্ণ ধরনের আইআরএসএ-৭৫০ ইত্যাদি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৩.১০.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬৫)** ২১২৪১০৮১বি, স্ল্যাক অ্যাডজাস্টার সম্পূর্ণ ধরনের আইআরএসএ-৬০০ ইত্যাদি, ₹ ০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ০৭.১০.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬৬)** ২১২৪১২৮৪এ, বিএলসি ওয়াগনের জন্য এল ধরনের কম্পোজিশন ব্রেক ব্লক, ₹ ৫৬,৯৩০/-. **(৬৭)** ২১২৪১৪৯০, বডি সাইড স্ট্যাঞ্চিয়ন ইত্যাদি, ₹ ৮৭,১০০/-. **টেন্ডার খোলার তারিখ : ১৪.১০.২০২৪, সময় : দুপুর ১.৩০ মিনিট : (৬৮)** ২১২৪১১৬২এ, ক্রস বার ইত্যাদি, ₹ ৬৮,৪০০/-. **টেন্ডার মূল্য :** প্রতিটির জন্য ₹ ০/. **দ্রষ্টব্য :** উপরিল্লিখিত সকল টেন্ডার হল ই-টেন্ডার এবং সকল টেন্ডারদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডার সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(Stores-29/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

প্রকাশের বক্তব্যে বিতর্কের ঝড়! ঘি ঢাললেন অশ্বিনি

বললেন, ক্রেডিট না নিয়ে দায় নিন!

প্যারিস, ৬ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে লক্ষ্য সেন ছিটকে যাওয়ার পর থেকেই একের পর এক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্যাডমিন্টনের কিংবদন্তি প্রকাশ পাড়ুকোন। লি জি জিয়ার বিপক্ষে এগিয়ে থেকেই হেরে গেছিলেন লক্ষ্য সেন। সেই ম্যাচ জিততে পারলেই ভারত একটি পদক পেত। আসলে ২০১২ সালের পর থেকে প্রতি অলিম্পিক্সেই ব্যাডমিন্টন থেকে পদক নিয়ে ফিরেছে ভারত। ২০১২ সালে সাইনা নেহওয়াল ভারতের হয়ে পদক জিতেছিলেন। ২০১৬ রিও অলিম্পিক্সে ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হেরে সোনা হাতছাড়া করেছিলেন পিভি সিন্ধু। ২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিক্সেও সিন্ধুর ঝুলিতে ছিল পদক। তবে এবারই ব্যাডমিন্টনে লক্ষ্য সেন চতুর্থ হয়ে পদক হাতছাড়া করেছেন, সিন্ধু-শেট্টি-সাত্বিকসাইরাজ-প্রণয়রা ট্রফি ছাড়াই দেশে ফিরবেন। আর তাতেই কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন দলের মেন্টর প্রকাশ পাড়ুকোন। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের অন্যতম কিংবদন্তি ৬৯ বছর বয়সী প্রকাশ পাড়ুকোন। পেয়েছেন দ্রোণাচার্য সম্মান, পদ্মশ্রী। হয়েছে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়, জিতেছেন অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপও। এহেন প্রকাশই সরাসরি ক্রীড়াবিদদের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেছিলেন অন্য সময় সরকারের ওপর দায় দিলেও এবার ক্রীড়াবিদদেরও দায়িত্ব নিতে হবে ভালো পারফরমেন্স করার। এত প্রস্তুতির পর আসল সময় তাঁদেরও জ্বলে উঠতে হবে, ব্যর্থ হলে হবে না। এই মন্তব্যের পর অলিম্পিক্স সোনাজয়ী শ্যুটার অভিনব বিন্দ্রা নিজের মতানৈক্যের কথা জানিয়েছিলেন। এবার লক্ষ্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রকাশ পাড়ুকোনের বিরুদ্ধেই মুখ খুললেন আরেক ব্যাডমিন্টন তারকা অশ্বিনি পোনাপ্পা। ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় অশ্বিনি বলছেন, ''এটা অত্যন্ত

দুর্ভাগ্যজনক যে একজন ক্রীড়াবিদ যখন জেতে তখন সকলেই লাফিয়ে পড়ে ক্রেডিট নেওয়ার জন্য। আর হেরে গেলেই তখন সেটা খেলোয়াড়ের একার দোষ হয়ে যায়? কেন কোচদের নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না, তাদের প্রস্তুতিতেও ঘাটতি থেকে থাকতে পারে। ঠিকঠাকভাবে খেলোয়াড়কে তৈরি করতে না পারার ব্যর্থতা তো তাদেরও। কারণ কোচরাই তো প্রথম যারা ক্রেডিট নিতে সবার আগে চলে আসে। যদি খেলোয়াড়ের জয় একটা দলগত সংহতির নিদর্শন হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর হারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। হঠাৎ করেই প্লেয়ারকে বাসের নিচে ফেলে দিয়ে সব দোষ তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না।'' অধিকাংশ ক্রীড়াবিদই যখন প্রকাশের মন্তব্যের বিরোধীতা করেছেন, তখন বিষয়টা নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা। কারণ এবারে পাঁচটা পদক হাতছাড়া হয়েছে চতুর্থ স্থানে শেষের জন্য। বরাবরই স্পষ্ট কথা বলা মানুষ প্রকাশ পাড়ুকোন, এক্ষেত্রে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন সেটা শুনতে অত্যন্ত খারাপ লাগলেও একদম ভুল তেমনও নয়। কারণ বেশ কিছু ক্ষেত্রেই ক্রীড়াবিদরা ভুগেছে স্নায়ুচাপে। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া করেছে। এগিয়ে থেকেও পিছিয়ে পড়েছে লক্ষ্য সেন। আর সব থেকে বড় কথা তাঁর অ্যাকাডেমি থেকে লক্ষ্য সেন উঠে আসায়, নিজের ছাত্রের পারফরমেন্সে তাঁর হতাশ হওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ নিজেই বোঝেন ছাত্রের ক্ষমতা ঠিক কতটা। ফলে এই বিষয় নিয়ে দুই ভাগেই কার্যত ভাগ হয়ে গেছে ক্রীড়ামহল।

এক থ্রোয়েই সোনার পথে নীরজ চোপড়া

প্যারিস, ৬ আগস্টঃ ভিনি ভিদি ভিসি। বাংলায় যার অর্থ, এলেন, দেখলেন, জয় করলেন। প্যারিস অলিম্পিকে সকলের নজর ছিল একজনের দিকেই। তিনি নীরজ চোপড়া। টোকিও অলিম্পিকে সোনাজয়ী অ্যাথলিট। স্বাধীন ভারতের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে সোনা জিতে নজির গড়েছেন। সেই সোনা নিজের হেফাজতেই রেখে দিতে চান নীরজ। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের প্রথম থ্রোয়েই তা বুঝিয়ে দিলেন। এক থ্রোয়েই কোয়ালিফাই করে গেলেন ফাইনালে। টোকিওর চেয়েও আরও ভালো রেজাল্ট। ৮৯.৩৪ মিটার জ্যাভলিন ছুড়লেন নীরজ চোপড়া। সিজন বেস্ট রেজাল্ট। অলিম্পিকে মঞ্চে নীরজের সর্বোচ্চ স্কোর করে রেকর্ড। টোকিওয় ছুড়েছিলেন ৮৭.৫৮ মিটার। নীরজের ব্যক্তিগত সেরা ৮৯.৯৪ মিটার। তার থেকে কিছুটা কম, তবে অলিম্পিক্সের মঞ্চে বিরাট। কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে নীরজের স্কোরই সর্বোচ্চ। ৮৯.৩৪ মিটার কেউ পার করতে পারেননি। গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন ৮৮.৬৩ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে নীরজের পরে আছেন। জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার ছুড়েছেন ৮৭.৭৬ মিটার। অপর

ভারতীয় কিশোর জেনাকে ঘিরেও প্রত্যাশা ছিল। তবে ফাইনালে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ কিশোর। সর্বোচ্চ ৮০.৭৩ মিটার জ্যাভলিন ছুড়েছে কিশোর। কোয়ালিফাইং মার্ক ৮৪ মিটার পার করতে পারেননি। এমনকি প্রথম বারো জনের মধ্যেও শেষ করতে পারেননি কিশোর। নীরজের মতোই এক থ্রোয়ে ফাইনালে পৌঁছে গেলেন পাকিস্তানের জ্যাভলিন থ্রোয়ারও। আর্শাদ নাদিম এক থ্রোয়েই পার করলেন ৮৬.৫৯ মিটার। নীরজ আর আর্শাদ দুজনেই খুব ভালো বন্ধু। আবার একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। টোকিওয় পাঁচ নম্বরে শেষ করেছিলেন আর্শাদ। বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন আর্শাদ নাদিম। চোটের জন্য সেবার কমনওয়েলথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন নীরজ চোপড়া। বুদাপেস্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জেতেন আর্শাদ। সেখানে সোনা জিতেছিলেন নীরজ। ভারত-পাক দুই অ্যাথলিট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ফটোসেশন করেছিলেন। তা ভাইরাল হয়েছিল নেটপাড়ায়। প্যারিসে সোনা জেতার প্রবল দাবিদার নীরজ। পাকিস্তানের আর্শাদও পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার। টোকিও অলিম্পিক্সের পরে নীরজ সংবর্ধনায় ভেসে যাননি। বরং তিনি ছ'মাসের মাথা থেকে বিদেশে ট্রেনিং নিতে চলে গিয়েছেন। তাঁর মাঝে চোটজনিত সমস্যা ছিল, কিন্তু তিনি সেটিও কাটিয়ে উঠেছেন। প্যারিসের যোগ্যতামান পর্বে নীরজের পারফরম্যান্স নিয়ে বিশেষজ্ঞরা দুটি বিষয় ভাবছেন। এক, তিনি কি এদিনই সেরা ফর্ম দেখিয়ে দিলেন? এটি যদি তাঁর ক্ষেত্রে আত্মতুষ্টি হয়, তা হলে সমস্যা হয়ে যাবে। কিন্তু এই ফর্ম যদি তাঁকে আত্মবিশ্বাস দেয়, তা হলে বৃহস্পতিবারেও সোনা ফলাবেন পাঞ্জাব কা পুত্তর।

টিম ইভেন্টে লজ্জার হার, খালি হাতেই অলিম্পিক্স শেষ শরৎ কমলের

প্যারিস, ৬ আগস্টঃ টেবল টেনিসে ভারতের মেয়েদের দল সাফল্য পেলেও হতাশ করল ছেলেরা। শরৎ কমল, হরমীত দেশাই ও মানব ঠাক্করের জুটি চিনের কাছে ৩-০-তে হেরে গিয়ে প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে ছিটকে গেল। এই জয়ের ফলে চিন কোয়ার্টার ফাইনালে প্রবেশ করল। এটা হচ্ছে শরৎ কমলের শেষ অলিম্পিক্স। তাঁকে সম্মান জানাতে এবার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল দেশের পতাকা। উদ্বোধনীতে দেশের পতাকা বাহক ছিলেন তিনি। কিন্তু শরৎ কমল আগেই ব্যক্তিগত ইভেন্টে ব্যর্থ হয়েছেন, এবার তিনি দলগত ইভেন্টেও ব্যর্থ হলেন। ফলে ৪২ বছরের শরৎ কমল নিজের শেষ অলিম্পিক্সটা পদক ছাড়াই শেষ করলেন। ২০০৪ সালে টেবল টেনিসে অলিম্পিক্সে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন শরৎ কমল। এথেন্সে অবশ্য তিনি সাফল্য পাননি। তবে কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি পদক জেতেন।

কিন্তু অলিম্পিক্সে তিনি সাফল্য পাননি। বারবার ব্যর্থতাই ছিল তাঁর সঙ্গী। প্রথম ম্যাচটা ছিল ডাবলসের। মানব ঠাক্কর ও হরমীত দেশাই খেলতে নামেন। তাঁদের বিপক্ষে ছিলেন মা লং এবং ওয়াং। ভারত এখানে পরাস্ত হয় ১১-২, ১১-৩ ও ১১-৭ এ। ফল থেকেই পরিষ্কার ভারত দাঁড়াতেই পারেনি। একটাও গেমে জেতা তো দূর, ন্যূনতম লড়াই দিতে পারেনি। দ্বিতীয় ম্যাচে সিঙ্গলসে নামেন শরৎ কমল। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল সোনাজয়ী ফান জেনডং। প্রথম গেমটা জেতেন শরৎ কমল। ৯-১১ তে জেতেন তিনি। এরপর জেনডং কামব্যাক করেন। পরের তিনটে গেম জেনডং জেতেন ১১-৭, ১১-৭ ও ১১-৫ এ। তৃতীয় ম্যাচে ছেলেদের সিঙ্গলসে খেলতে নামেন মানব ঠাক্কর। ওয়াংয়ের বিরুদ্ধে নামেন তিনি। ঠাক্কর ম্যাচটা হারেন ১১-৯, ১১-৬ ও ১১-৯ এ। ছেলেদের দল ব্যর্থ হলেও মেয়েদের দল সাফল্য পায়। মানিকা বাত্রা, সৃজা আকুলা ও অর্চনা কামাথ রোমানিয়াকে শেষ ১৬-তে পরাস্ত করে ৩-২ তে। এবার তারা খেলবে কোয়ার্টার ফাইনাল আমেরিকা ও জার্মানি ম্যাচে জয়ীর বিরুদ্ধে। আপাতত টেবল টেনিসে পদকের আশা বাঁচিয়ে রাখলেন মেয়েরা।

'মনুর কেরিয়ার শেষ করার চেষ্টা করেছিল ওরা'!

জোড়া পদকজয়ী শুটারের কোচের নিশানায় কারা

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্টঃ টোকিয়ো অলিম্পিক্সের আগে যশপাল রানার সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছিলেন মনু ভাকের। এ বারের অলিম্পিক্সের আগে আবার পুরনো কোচের কাছে ফিরে যান মনু। তাঁর অধীনে থেকেই প্যারিস অলিম্পিক্সে শুটিংয়ে জোড়া ব্রোঞ্জ জিতেছেন তিনি। ছাত্রীর সাফল্যের পরে গুরু মুখ খুলেছেন। যশপালের অভিযোগ, মনুর

কেরিয়ার শেষ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমে যশপাল বলেন, 'আমরা আবার নতুন করে জুটি বাঁধার আগে আমরা একে অপরকে একটা কথা দিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করেছিলাম, অতীত নিয়ে কোনও দিন কথা বলব না। কী হয়েছিল, সে সব ভুলে গিয়ে নতুন করে শুরু করব। সেটাই কাজে লেগেছে। ওরা মনুকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ওরা জাতীয় সম্পদ নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। মনু তো শুধু আমার ছাত্রী নয়। ও দেশের এক জন খেলোয়াড়।' অভিযোগ করলেও এই 'ওরা' বলতে যশপাল কাদের কথা বলেছেন তা অবশ্য খোলসা করেননি তিনি। তবে তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট, তাঁর ও মনুর ভুল বোঝাবুঝির নেপথ্যে কেউ বা কারা ছিল। তাঁরা চাননি মনু যশপালের অধীনে থাকুক। সেই অভিযোগই এ বার প্রকাশ্যে করলেন যশপাল। টোকিয়ো অলিম্পিক্সের আগে যশপালের সঙ্গে প্রকাশ্যে বিবাদ হয়েছিল মনুর। তাতে যশপাল এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে অলিম্পিক্সই দেখেননি। মনুর কোচ বলেন, 'টোকিয়োয় কী হয়েছিল, আমি জানতাম না। আমি পাহাড়ে চলে গিয়েছিলাম। কোনও ম্যাচ দেখিনি।'' সে বার টোকিয়ো থেকে খালি হাতে ফিরেছিলেন ভারতীয় শুটারেরা। মনুও কিছু করতে পারেননি। বন্দুক খারাপ হয়ে যাওয়ায় নিজের ইভেন্টে ফাইনালে উঠতে পারেননি তিনি। এ বার মনুর সঙ্গে প্যারিসে গিয়েছেন যশপাল। কিন্তু তাঁর যাওয়া নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় অলিম্পিক্স সংস্থার হস্তক্ষেপে সমস্যা মেটে। সেই বিষয়ে যশপাল বলেন, ''ভারতের অলিম্পিক্স সংস্থার জন্যই আমি প্যারিসে আসতে পেরেছি। সেই কারণে সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা ও শেফ দ্য মিশন গগন নারংকে ধন্যবাদ। আমাকে আটকানোর চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নেই। কারণ, মনু দেশকে গর্বিত করেছে। এর থেকে বড় পুরস্কার আমার জন্য কিছু হতে পারে না।''

এবার কুস্তিতে ভারতের ম্যাচে বিতর্ক

ইচ্ছা করে ছিটকে দেওয়া হয়েছে, অভিযোগ নিশার কোচের

প্যারিস, ৬ আগস্টঃ আঙুল ভেঙে গিয়েছে নিশা দাহিয়ার। ৬৮ কেজি বিভাগে মহিলাদের কুস্তিতে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হয়েছে তাঁকে। আর সেই হারের পর নিশার কোচ বীরেন্দ্র দাহিয়ার অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবে নিশার আঙুল ভেঙে দিয়েছেন উত্তর কোরিয়ার সল গাম পাক। কুস্তির ম্যাটে কাঁদতে দেখা যায় নিশাকে। ২৫ বছরের কুস্তিগিরকে ৮-১০ স্কোরে হারতে হয়। চোট এতটাই মারাত্মক ছিল যে, গেমস ভিলেজে নিয়ে যেতে হয় নিশাকে। সেখানে তাঁর হাতের স্ক্যান করানো হয়। বীরেন্দ্র বলেন, ''সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ভাবে মারা হয়েছে নিশাকে।কোরিয়ার দিক থেকে তাদের খেলোয়াড়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা সকলে দেখেছি। ইচ্ছাকৃত ভাবে আঙুল মচকে দেওয়া হয়। নিশার পদক কেড়ে নিয়েছে ওরা।'' সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বীরেন্দ্র বলেন, ''নিশা যে ভাবে শুরু করেছিল, তাতে পদক পাওয়া নিশ্চিত ছিল। ও খুব ভাল আক্রমণ করছিল। রক্ষণও ঠিক ছিল। এশিয়ান কোয়ালিফায়ারে নিশা ওকে হারিয়েছিল। এখানে হারার কোনও প্রশ্নই ছিল না।'' কোরিয়ার প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে ৪-০ স্কোরে এগিয়ে

গিয়েছিলেন নিশা। পরে সল এক পয়েন্ট পেলেও নিশা আরও দু'পয়েন্ট পেয়ে যান। ৬-১ ফলে এগিয়ে যান ভারতীয় কুস্তিগির। এর পরেই আগ্রাসী হয়ে ওঠেন সল। কিন্তু সেই সময়ই নিশা আরও দু'পয়েন্ট তুলে নেন। ম্যাচের তখন ৩৩ সেকেন্ড বাকি। জয় প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছেন নিশা। সেই সময় চোট পান নিশা। আঙুলে এতটাই যন্ত্রণা হয় যে, শুশ্রূষা করাতে হয়। নিশা লড়াই ছাড়েননি। আঙুলে যন্ত্রণা নিয়েই খেলতে নামেন। কিন্তু ঠিক মতো লড়াই করতে পারছিলেন না। সেই সুযোগে ১২ সেকেন্ড বাকি থাকতেই ৮-৮ করে ফেলেন সল। পরে আরও দু'পয়েন্ট নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল জিতে নেন। সেমিফাইনালে যদিও কোরিয়ান কুস্তিগির হেরে যান।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডেও বড় রদবদল! সম্ভাবনা প্রবল

ঢাকা, ৬ আগস্টঃ বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির কারণে প্রভাব পড়তে পারে ক্রীড়াক্ষেত্রেও। বাংলাদেশে অতিজনপ্রিয় ক্রিকেটই। ফলে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডেও বড়সড় পালাবদলের সম্ভাবনা। বাংলাদেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার সহ বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সামনে অবস্থান করে। সূত্রের খবর, বিসিবি অফিসেও ভাঙচুরের ঘটনার সম্ভাবনা ছিল। যদিও বাংলাদেশের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক উপস্থিত থাকায় অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই সে দেশে নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। সরকার পড়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে ওঠে। এর আঁচ ক্রীড়াক্ষেত্রেও। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান নাজমুল হাসান পাপন। তিনি প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীও। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্টও দেশ ছেড়েছেন। এরপরই মনে করা হচ্ছে, বোর্ডে বড় রদবদল হতে পারে। বাংলাদেশের প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম প্রথম আলোর খবর অনুযায়ী, এ দিন বিসিবি কার্যালয়ের সামনে একাধিক ক্রিকেট সংগঠক, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন যুগ্মসচিবও উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ বোর্ডে যে অচালবস্থা তৈরি হয়েছে, তার আভাস মিলেছিল গত কালই। বাংলাদেশ এ দলের পাকিস্তান সফর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিসিবির সামনে অবস্থানের পর বাংলাদেশের প্রাক্তন দুই অধিনায়ক বিসিবির মিটিং রুমেও বসেন। সেখানে অন্যান্যরাও ছিলেন। বাংলাদেশ ক্রিকেটের কিংবদন্তি তথা প্রাক্তন অধিনায়ক হাবিবুল বাশার বলেন, ''আমরা সুদিনের আশা করছি।'' বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পদে হাবিবুল বাশারকেও দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

৪০ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর মিশনে ফ্রান্স

প্যারিস, ৬ আগস্টঃ ফরাসি ফুটবলে গত চার দশকে কত না অর্জন যোগ হয়েছে। বিশ্বকাপ ট্রফি উঁচিয়ে ধরেছে তারা দুইবার, পেয়েছে ইউরোপ সেরা হওয়ার মর্যাদাও। দীর্ঘ এই সময়ে একটা অপ্রাপ্তি অবশ্য রয়ে গেছে, অলিম্পিক ফুটবলে পদক জিততে পারেনি তারা। এবার সেই স্বপ্ন পূরণের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে দলটি। প্যারিস অলিম্পিকসের পুরুষ ফুটবলের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সোমবার মিশরকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে ফ্রান্স। এবার আসরের শুরু থেকেই অদম্য গতিতে ছুটে চলেছে ফ্রান্স। গ্রুপ পর্বে কোনো গোল হজম না করে তিন ম্যাচের সবগুলো জিতে নকআউট পর্বে ওঠে দলটি। কোয়ার্টার ফাইনালেও তারা জাল অক্ষত রেখে হারিয়ে দেয় আর্জেন্টিনাকে। সেই তারাই সেমিফাইনালে প্রথমে গোল খেয়ে পিছিয়ে

পড়ে। তবে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্যাঁ-ফিলিপে মাতেতার জোড়া গোল ও ওলিসের লক্ষ্যভেদে ফাইনালে পা রাখে ফ্রান্স। এই জয়ে অন্তত রুপার পদক নিশ্চিত হয়ে গেছে ফরাসিদের। তবে, এতেই সন্তুষ্ট না হয়ে সেটায় সোনালী রং দিতে মরিয়া কোচ থিয়েরি অঁরি। ''কী অসাধারণ এক রাত! সব কৃতিত্ব প্রাপ্য খেলোয়াড়দের। মিশর সত্যিই দারুণ খেলেছে আজ, কিন্তু আমরা কখনোই জয়ের লক্ষ্যে চেষ্টা থামায়নি এবং সমর্থকরা আমরা অনুপ্রাণিত করেছে। আমাদের এখন একটি পদক নিশ্চিত। কিন্তু এখন আমাদের ৪০ বছর পর প্রথম সোনার পদক জয়ের লক্ষ্যে আরেক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে। ফাইনালে স্পেনের মুখোমুখি হতে হবে এবং এটা কঠিন এক ম্যাচ হতে যাচ্ছে।'' সোনার পদকের লড়াইয়ে আগামী শুক্রবার স্পেনের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স। প্রথম সেমিফাইনালে মরক্কোকে ২-১ গোলে হারায় স্প্যানিশরা। ১৯৮৪ সালের অলিম্পিকসে সবশেষ এবং একমাত্র সোনার পতক জিতেছিল ফ্রান্স। এবার সেই দীর্ঘ খরা কাটানোর সুযোগ অঁরির দলের সামনে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com